LTC Lakemba Travel Centre
Amer Yassin
Manager
Lakemba Travel Centre
8/61-67 Haldon Street
Lakemba NSW 2195
Sydney, Australia
P +61 29750 5000
F +61 2950 5500
e info@lakembatravel.com.au
w www.lakembatravel.com.au

সুপ্রভাত সিডনি™
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney
Suprovat Sydney, December-2021, Volume-13, No-12 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com

উগ্র জাতীয়তাবাদ ও বর্বর প্রতিহিংসার রাজনীতি

বাংলাদেশের ভবিষ্যত গন্তব্য কোনদিকে?

ফারুক আমিন

সম্প্রতি ইউনাইটেড আরব আমীরাত এবং ওমানে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ক্রিকেটের মাসব্যাপী টি-টুয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ প্রতিযোগিতা। অস্ট্রেলিয়ার চ্যাম্পিয়ন ও নিউজিল্যান্ডের রানার্স আপ হওয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ জাতীয় দল চরম হতাশাজনক পারফর্মেন্স করেছে। যদিও দুর্নীতিগ্রস্থ ও অযোগ্য ব্যবস্থাপনায় চলমান বর্তমান দলীয় ক্রিকেট বোর্ডের ব্যবস্থাপনা থেকে কেউ ভালো কিছু প্রত্যাশা করে না, তথাপি জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের *৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

সুপ্রভাত সিডনি®
সত্যের সাথে সব সময়
Trade Marked & Registered by Australian Government
ACN- 600 352 716 ABN- 93 600 352 716
Registration: BN 98533502
TM:1391330
Bangladesh Community Leading Newspaper In Australia

Suprovat Sydney Family

Legal Advisor: **Mr Hamad Zreika** (Special Counsel)
Editor in Chief: **Md Abdullah Yousuf**
Editor: **Dr Faroque Amin**
Special Division Editor: **Ahmed Raju**
Distribution: **Arif Rahman**
Webmaster: **Golam Mostafa**
Assist Webmaster: **Mahmud chowdhury**
Graphic Designer: **Mizanur Rahman**
Composer: **Sumon Islam**
Delivery: **Apostolo**

Reporter
Habib Hasan, Abul Bashar, Dr Fakir Munshi, Javed kawser, Iqbal Mahmud

SStv Live Streaming
Noman Masum

Address
P.O Box- 398, Lakemba, NSW 2195, Australia.

MBL: 0423 031 546

E-mail
suprovat.ceo@gmail.com

Bank Details
Suprovat Sydney, BSB: 032 065 A/C 247 887

Like Us On Facebook
www.facebook.com/suprovatpage
Tweet : @SuprovatSydney

বিগত মাসটি ছিলো অস্ট্রেলিয়ানদের জন্য কিছুটা আশা জাগানিয়া। দীর্ঘদিনের কোভিড সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ভ্রমন নিষেধাজ্ঞার পর অস্ট্রেলিয়ার সরকার ঘোষণা করে ডিসেম্বরের এক তারিখ থেকে তারা ভিসা হোল্ডারদের জন্য সীমান্ত খুলে দিতে যাচ্ছে। প্রায় দুই বছর সময়কাল আন্তর্জাতিক ভ্রমণের উপর নানা কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি থাকার পর এই ঘোষণায় পুরো অস্ট্রেলিয়ার মানুষ কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলো। কিন্তু নভেম্বর মাসের শেষদিকে এসে দক্ষিণ আফ্রিকায় নতুন পাওয়া ওমিক্রন নামের ভ্যারিয়েন্টের কারণে সেই অবাধ অনুমতির উপর আবারও কিছু নিয়মকানুন আরোপ করেছে সরকার। দক্ষিণ আফ্রিকা ও তার আশেপাশের আটটি দেশে যারা গত কিছুদিন অবস্থান করেছেন তাদের অস্ট্রেলিয়া আসার ক্ষেত্রে অনুমতি ও কোয়ারেন্টাইনের বাধ্য-বাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

সাধারণ জনগণ যখন কিছুটা আশার আলো দেখতে শুরু করেছিলো এবং ভাবতে শুরু করেছিলো যে পৃথিবী থেকে ধীরে ধীরে করোনাভাইরাসের এই মহামারী বিদায় নিচ্ছে, তখনই আবার দক্ষিণ আফ্রিকায় নতুন ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের এই দুঃসংবাদ সবাইকেই আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছে, অজানা এই বিপর্যয়ের সামনে পুরো মনুষ্য জাতি আসলে অসহায়। অনেকেই আশা করছিলো ২০২১ সালের সাথে সাথে এই মহামারী শেষ হয়ে যাবে এবং নতুন বছরে পুরো পৃথিবী জুড়ে মানুষ সব কিছু নতুন ভাবে শুরু করতে সক্ষম হবে। করোনাভাইরাসের এই মহামারীতে সারা দুনিয়ার অর্থনীতি অনেকটাই স্থবির হয়ে আছে। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগ এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পুরোদমে শুরু হওয়ার জন্য। কিন্তু নতুন এই ভ্যারিয়েন্ট এবং একই সাথে বিভিন্ন দেশে আবারও মহামারীর প্রাদুর্ভাব বর্তমানে সবাইকে নতুন করে হতাশ করেছে। সবাই এখন বুঝছে যে ইংরেজী বছরের আসা যাওয়ার সাথে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের আসা যাওয়াকে সম্পর্কিত করার উপায় নেই। বরং আল্লাহ তায়ালা যখন চাইবেন তখনই হয়তো এই মহামারী সম্পূর্ণভাবে বিদায় নেবে।

> সবাই এখন বুঝছে যে ইংরেজী বছরের আসা যাওয়ার সাথে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের আসা যাওয়াকে সম্পর্কিত করার উপায় নেই। বরং আল্লাহ তায়ালা যখন চাইবেন তখনই হয়তো এই মহামারী সম্পূর্ণভাবে বিদায় নেবে

বিগত মাসটি বাংলাদেশের জন্য ছিলো আরো বেশি দুর্ভাগ্যের মাস। দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো পূর্ণ গণতান্ত্রিক নির্বাচনে নির্বাচিত প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া চরম অসুস্থতায় হাসপাতালে বন্দী অবস্থায় আছেন। তাঁর দলের নেতাকর্মীরা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে বিদেশে নিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেও কোন কিছু করতে পারছে না। আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতিহিংসার শিকার হয়ে তিনি তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এর মাঝেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রটনা শুরু হয়েছে যে হয়তো ফিলিস্তিনের মরহুম নেতা ইয়াসির আরাফাতের মতো তাকেও গোপন কোন বিষপ্রয়োগের মাধ্যমে কিংবা ঔষধের মাধ্যমে ধীরে ধীরে হত্যা করা হচ্ছে।

বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসাজনিত এই অচলাবস্থার নিরসনে তাঁর দল বিএনপির নেতৃত্ব ও চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তারা কোন কার্যকর রাজনৈতিক কৌশলের পরিবর্তে সরকারের কাছে কান্নাকাটি ও ভিক্ষার পদ্ধতি নিয়েছে। তাদের এই আত্মসমর্পণের কারণে ফ্যাসিবাদী সরকারের আইনমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন নেতারা প্রত্যক্ষভাবেই বেগম খালেদা জিয়াকে অবমাননা করে নানা মন্তব্য করে যাচ্ছে। তারা এমনও বলেছে যে, তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য যাওয়ার অনুমতি বিবেচনা করা হতে পারে। একজন মৃত্যুপথযাত্রী সম্মানিত মানুষকে নিয়ে এমন তামাশা ও অমানবিক আচরণের এই বর্বরতার বিপক্ষে হয়তো ব্যার্থ ও অযোগ্য দল হিসেবে বিএনপি কিছু করতে পারবে না, কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ বেশিরভাগ ঐতিহাসিক ঘটনার সময়েই নিরব দর্শক হয়ে থাকলেও তারা ভুলে না। এই দেশের আমজনতার হৃদয়ে দখলদার ও দুর্নীতিপরায়ণ মাফিয়া নেত্রী শেখ হাসিনা যতটা পাশবিক ও দুর্বৃত্ত শাসক হিসেবে চিরকাল চিহ্নিত হয়ে থাকবে, ঠিক ততটাই বেগম খালেদা জিয়া অমর হয়ে থাকবেন তাঁর দেশপ্রেম ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামে আপোষহীন ভূমিকার জন্য।

বেগম জিয়ার মুক্তি ও সুচিকিৎসার দাবিতে রাষ্ট্রপতি বরাবর অস্ট্রেলিয়া বিএনপির স্মারকলিপি প্রদান

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বিএনপির চেয়ারপার্সন, দেশমাতা, বেগম খালো জিয়ার মুক্তি এবং সুচিকিৎসার দাবিতে স্বাধীনতা সূবর্ণজয়ন্তী কমিটি রাষ্ট্রপতি বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে। ২৯ নভেম্বর সোমবার বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল মো. আশফাক হোসাইনের সাথে সৌজন্য স্বাক্ষাত করেন বিএনপি ও স্বাধীনতা সূবর্ণজয়ন্তী কমিটির নেতৃবৃন্দ। ১০ সদস্যের এ প্রতিনিধি দল সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে রাষ্ট্রপতি বরাবর দুটি আলাদা স্মারক লিপি প্রদান করেন।

বিএনপি ও স্বাধীনতা সূবর্ণজয়ন্তী কমিটির নেতৃবৃন্দের উপস্থিত ছিলেন, স্বাধীনতা সূবর্ণজয়ন্তী কমিটির প্রধান উপদেষ্টা এবং বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি মো. দেলওয়ার হোসেন, স্বাধীনতা সূবর্ণজয়ন্তী কমিটি, বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার আহবায়ক (ভারপ্রাপ্ত) মো. মোসলেহ উদ্দিন হাওলাদার আরিফ, বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার নেতা কুদরত উল্লাহ লিটন, স্বাধীনতা সূবর্ণজয়ন্তী কমিটি, বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার নেতা মো. মোবারক হোসেন, তারেক উল ইসলাম তারেক, বিএনপি অস্ট্রেলিয়া নেতা ও জিসাস কেন্দ্রীয় সহসভাপতি খাইরুল কবির পিন্টু, এমডি কামরুজ্জামান, শেখ সাইফ, জিসাস সাধারণ সম্পাদক শেখ আব্দুল্লাহ আল মামুন, বিএনপির নেতা মোহাম্মদ জাকির হোসেন রাজু। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সাজা বাতিল করে তাকে মুক্তি দিয়ে বিদেশে উন্নত চিকিৎসা গ্রহণের আদেশ দিতে রাষ্ট্রপতি মো. আব্দুল হামিদের কাছে আবেদন করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি হিসেবে সাবেক একজন প্রধানমন্ত্রীকে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে বিদেশে উন্নত চিকিৎসা গ্রহণের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা আপনার আছে। যে ক্ষমতা সংবিধান আপনাকে দিয়েছে। দেশের একজন সাবেক তিন বারের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর জীবন রক্ষায় সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাজা বাতিল করে বিদেশে গিয়ে উন্নত চিকিৎসার ব্যাবস্থা করার জোরালো দাবি জানানো হয়।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

বাংলাদেশের ভবিষ্যত গন্তব্য কোনদিকে?

১ম পৃষ্ঠার পর

ব্যর্থতা দেশের ক্রীড়ামোদী মানুষদেরকে কিছুটা ব্যাথিত করেছে। তারপরও খেলায় যেহেতু হারজিত এবং উত্থান-পতন থাকে, স্বাভাবিক চিন্তার মানুষরা প্রত্যাশা করেছিলো এই ব্যার্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে হয়তো বাংলাদেশ দল আবারও তাদের খেলার মান উন্নয়ন করার প্রচেষ্টায় মনযোগ দেবে।

কিন্তু যে কোন ফ্যাসিবাদী একনায়ককেন্দ্রীক সরকার যেভাবে একটি দেশের শিল্প-সংস্কৃতি এবং খেলাধুলার উপর সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার চেষ্টা করে এবং সেই দেশের গণতন্ত্র ও মানবাধিকার-জনিত সকল ব্যর্থতাকে আড়াল করে জনগণের নজর সরিয়ে রাখতে এবং আমজনতাকে ব্যস্ত রাখতে সেই শিল্প-সংস্কৃতি ও খেলাধুলাকে সর্বাত্মক ব্যবহার করার চেষ্টা করে, বর্তমান বাংলাদেশ ও তার ব্যতিক্রম নয়। আধুনিক কালের সাম্প্রতিক ইতিহাসেই অসংখ্য নজির রয়েছে যেখানে স্বৈরাচারীরা তাদের দেশের ক্রীড়া খাতকে নিজেদের ইমেজের সাথে মিলিয়ে ফেলে এবং কোন ব্যার্থতাকেই তারা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে না। বাংলাদেশের ফ্যাসিবাদী চেতনাবাদী উগ্রপন্থীরাও তাদের সেই ব্যার্থতাকে আড়াল করার জন্য ভুয়া দেশপ্রেমের জিকির তুলে মানুষকে ক্ষিপ্ত করে রাখতে প্রচুর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যার নির্লজ্জ উদাহরণ তারা দেশব্যাপী চালিয়ে যাচ্ছে চলমান পাকিস্তান ক্রিকেট দলের সাথে খেলার মাঠগুলোতে এবং মাঠের বাইরে।

টি-টুয়েন্টি টুর্নামেন্ট শেষ হওয়ার পরপর পাকিস্তানের জাতীয় দল বাংলাদেশ সফরে এসেছে। সেই দলের সাথে তিনটি টি-টুয়েন্টি ম্যাচ সিরিজের প্রতিটি ম্যাচেই গো-হারা হেরে হোয়াইটওয়াশ হয়েছে বাংলাদেশ দল। খেলার মাঠের এই ব্যার্থতাকে আড়াল করতে বাংলাদেশের তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা চর্চাকারীরা প্রথমে লম্ফঝম্ফ শুরু করে কেন পাকিস্তান দল তাদের অনুশীলনের সময় খেলার মাঠে পাকিস্তানের পতাকা উড়িয়েছে সেই প্রশ্ন করে। অন্যদেশ থেকে আসা অতিথি দলের একটি কাজ নিয়ে বর্বর জংলীদের মতো ঘেউ ঘেউ করে বাংলাদেশের এই মুক্তিযুদ্ধ ইন্ডাস্ট্রির ব্যবসায়ী এবং শাহবাগি নামে পরিচিত সম্প্রদায়টি প্রকৃতপক্ষে পুরো দেশের মানুষকেই পৃথিবীর সামনে ছোটলোক হিসেবে উপস্থাপন করেছে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত ও সংঘটিত এইসব নীচু মানসিকতার ও হীনমন্য ছোটলোকদের কাজের দায় বহন করতে হচ্ছে পুরো দেশকে।

এই উগ্র জাতীয়বাদী বর্বর ও বর্ণবাদী পশুরা এখানেই থেমে থাকেনি। তাদের মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ নামের একটি সংগঠন ঢাকার আদালতে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের খেলোয়ারদেরকে তাদের দেশের পতাকা উড়ানোর অপরাধে অপরাধী করে মামলা দায়ের করার চেষ্টা করে। এই মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ হলো আওয়ামী লীগ সরকারের লেলিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা দুর্বৃত্তদের একটি সংগঠন। হিটলার যেভাবে তার গেষ্টাপো বাহিনীকে ইহুদী সাধারণ মানুষ ও বিরোধী মতের উপর লেলিয়ে দিতো, বাংলাদেশেও আওয়ামী লীগ ঠিক সেভাবে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চকে লেলিয়ে দেয়। এই মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের বর্বর গুন্ডারাই ঢাকাতে দৈনিক সংগ্রাম

পত্রিকার অফিসে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে বর্ষীয়ান সম্পাদক ও প্রখ্যাত সাংবাদিক আবুল আসাদকে শারীরিক ভাবে লাঞ্ছিত করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলো। এই মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ নামের গুন্ডারাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত সাধারণ ছাত্র এবং ডাকসু নেতাদের উপর পুলিশের ছত্রছায়ায় হামলা চালিয়েছিলো।

এই মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ এবং তাদের সমমনা শাহবাগিরা সারা দেশে প্রচারণা চালাতে শুরু করে এই বলে যে কেউ যদি পাকিস্তান দলকে সমর্থন করে তাহলে তারা তাদেরকে শাস্তি দেবে। এই জঙ্গি মানসিকতার উগ্রপন্থীরা পাকিস্তান ক্রিকেট দলের সমর্থনে সেই দেশের পতাকা বহন এবং পাকিস্তান ক্রিকেট দলের জার্সি পরাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এরই ধারাবাহিকতায় তারা ঢাকা ও চট্টগ্রামের স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের জার্সি পরার অপরাধে ক্রিকেট সমর্থকদেরকে প্রহার ও নিগৃহীত করে। এমনকি তারা একজনের কাপড় খুলে তাকে স্টেডিয়ামের পাশের নোংরা পঁচাপানির ডোবায় ফেলে দেয় এবং তাকে সেখানে অপদস্থ করে। এই ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়।

খেলাধুলায় ভিন্নদেশকে সমর্থন করার অধিকার নিয়ে নানা বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু সেই বিতর্ককে যখন এই ধরণের উগ্র আচরণে পর্যবসিত করা হয় তখন এই অবস্থাকে হালকাভাবে নেয়ার সুযোগ নেই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ব্যবসায়ী ও চেতনাজীবিরা ঠিক পাশের দেশের উগ্রপন্থী আরএসএস সন্ত্রাসীদের মতোই আচরণ শুরু করেছে যেখানে নিরামিষভোজীরা শহর থেকে সব আমিষের দোকান বন্ধ করে দিচ্ছে। যেখানে গরুর মাংসসহ রাস্তায় পেলে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। অন্য মানুষের স্বাভাবিক অধিকারের উপর এই ধরণের জবরদস্তিমূলক উন্মাদনা চাপিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে মোদী-সমর্থক উগ্র হিন্দুত্ববাদী এবং হাসিনা-সমর্থক উগ্র মুক্তিযুদ্ধবাদীরা পুরোপুরি একই রকম এবং একই প্রকৃতির ফ্যাসিবাদ কায়েম করছে।

ভারতের উগ্রপন্থী ও কট্টর হিন্দুত্ববাদীরা যেভাবে সেদেশের মুসলমানদেরকে বলে জয় শ্রীরাম স্লোগান দিতে না চাইলে ভারত ছেড়ে পাকিস্তান চলে যেতে, বাংলাদেশেও ঠিক একই রকম ভাবে বাঙালি চেতনার ধ্বজাধারী এই উগ্রপন্থী বর্ণবাদী ও মুক্তিযুদ্ধ ব্যবসায়ীরা সবসময় বলে থাকে তাদের চেতনাকে ধারণ করতে না পারলে বাংলাদেশ ছেড়ে পাকিস্তান চলে যাওয়ার জন্য। হিটলার ও মুসোলিনীর নাৎসিবাদী উগ্রপন্থী প্রেতাত্মা বর্তমান সময়ের বাংলাদেশে যেভাবে ক্ষমতার জোরে চেপে বসেছে, যে কোন সুস্থ চিন্তার ও স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক চর্চা ও মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন মানুষরা আজ প্রশ্ন করছে, এভাবে চলতে থাকলে এই দেশের ভবিষ্যত পরিণতি কি?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যর্থতা ও অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে আড়াল করতে হিটলার জার্মানীর সাধারণ মানুষকে একই রকম উগ্র দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদে খেপিয়ে তুলেছিলো। বাংলাদেশেও সীমাহীন দুর্নীতি এবং স্বৈরাচারী শাসনকে বৈধতা দেয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে পুরো দেশকে বিভক্ত করে ফেলা হচ্ছে এবং দেশের মানুষের মাঝে স্থায়ীভাবে ঘৃণার চাষাবাদ করা করা হচ্ছে। এই জঘন্য বর্বরতার প্রভাব পড়ছে দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে। যার আরেকটি চলমান ও জাজ্বল্যমান উদাহরণ হলো বিএনপির নেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে প্রতিহিংসাপরায়ণ আচরণ করে তাকে চিকিৎসাবঞ্চিত করে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া।

হাস্যকর ও বালখিল্য সব অভিযোগে বেগম খালেদা জিয়াকে দীর্ঘদিন যাবত কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছে। দীর্ঘদিনের প্রধানমন্ত্রী এবং বর্তমানে দেশে গণতন্ত্রের প্রতীক হয়ে উঠা এই নেত্রীকে বর্তমান সরকারপ্রধান ব্যক্তিগত হুমকি মনে করেন। এই সরকার সকল বিরোধী দলের কার্যকর নেতৃত্বকে ধ্বংস করার জন্য আইন-আদালতকে ব্যবহার করে জামায়াত ও বিএনপির নেতৃবৃন্দকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে। এখন কেবলমাত্র অবশিষ্ট আছেন বেগম খালেদা জিয়া। মুক্তিযুদ্ধ ব্যবাসায়ীর দল তার স্বামী ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে রাজাকার ও পাকিস্তানপন্থী হিসেবে সাব্যস্ত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে আসছে দীর্ঘকাল যাবত। উগ্রপন্থীদের মূল অস্ত্র এই মুক্তিযুদ্ধ ব্যবসাই। সেই ধান্দা করতে গিয়ে তারা মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক এবং একজন সেক্টর কমান্ডারকে পর্যন্ত পাকিস্তানপন্থী বানাতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। জিয়াউর রহমান বেঁচে থাকলে তাকেও হয়তো তারা তথাকথিত যুদ্ধাপরাধের দায়ে ফাঁসিতে হত্যা করার চেষ্টা করতো। প্রতিহিংসায় অন্ধ এই বর্বরের দল এখন চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করে নিষ্ঠুরভাবে তিলে তিলে হত্যা করছে বেগম খালেদা জিয়ার মতো একজন ভদ্র এবং সভ্য মানুষকে। তার একটাই অপরাধ, দেশের গণতন্ত্রপিপাসু মানুষের জন্য তিনি আশার প্রতীক। তিনি গণতন্ত্রের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন, সুতরাং ফ্যাসিবাদী স্বৈরাচার তাকে সহ্য করতে পারেনা।

খালেদা জিয়াকে দীর্ঘদিন বন্দী করে রাখা হয়েছে। এখন তার শারীরিক অবস্থার এতোটাই অবনতি ঘটেছে যে ডাক্তার জাফরুল্লাহ জানিয়েছেন তিনি রক্তবমি করছেন। খালেদা জিয়ার প্রাক্তন প্রেস সচিব মারুফ কামাল খান ও ফেইসবুকে লিখেছেন তার ভয়াবহ অসুস্থতার কথা। ডাক্তার জাফরুল্লাহ পরিস্কার করেই বলেছেন খালেদা জিয়ার বর্তমানে যে উপযুক্ত চিকিৎসা দরকার তার ব্যবস্থা বাংলাদেশে কোথাও নেই। অথচ আওয়ামী লীগের মন্ত্রী ও নেতারা এমন অবস্থাতেও বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য ও নানা হাইকোর্ট দেখানো চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের নেতৃত্বে আছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি তার স্বভাবজাত বক্র মন্তব্যে বলেছেন 'রাখে আল্লাহ মারে কে। মারে আল্লাহ রাখে কে'। শেখ হাসিনা বলেছেন তিনি না কি তার ক্ষমতা অনুযায়ী 'মানবতা দেখিয়েছেন', বাকী সব কিছু আইন আদালত অনুযায়ী হবে।

বাংলাদেশে এর চেয়ে বড় ও নির্মম কৌতুক আর হয়না। যে দেশের আইন বিভাগ তার আঙ্গুলি হেলনে ভৃত্যের মতো উঠাবসা করে, তার আদেশে দেশের প্রাক্তণ প্রধান বিচারপতিকে ঘাড় ধরে বিমানে তুলে বাংলাদেশ থেকে বের করে দেয়া হয়, তার আদেশে একের পর এক জাতীয় নেতাকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়, তার আদেশে একের পর এক খুনীর জন্য রাষ্ট্রপতির ক্ষমা ঘোষণা করা হয়, সেই আইন দেখানোর অর্থ হলো নিরুপায় ও অসহায় একজন মানুষের চিকিৎসার মতো মৌলিক অধিকারটুকু না দিয়ে বরং বিদ্রুপ করা এবং তিলে তিলে হত্যা করা। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এই নির্মম ইতিহাস মনে রাখবে। ফ্যাসিবাদ এভাবেই সীমাহীন ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে 'রাখে আল্লাহ মারে কে ও মারে আল্লাহ রাখে কে', এটা আসলেই সবচেয়ে বড় সত্য কথা। হিটলার, মুসোলিনী বা স্ট্যালিনের মতো প্রচন্ড ক্ষমতাশালী ও দাম্ভিক খুনী শাসকদেরকেও ধুলোর সাথে মিশে যেতে হয়েছে। তাদের মতো শাসকদের জন্য মানবজাতির মাঝে রয়ে গেছে ঘৃণা এবং অসম্মান। তারা নিজেরা ধ্বংস হয়েছে এবং একই সাথে দীর্ঘদিন ভুগতে হয়েছে তাদের শাসনের অধীনে থাকা জাতিকে, পুরো দেশকে। বর্তমান বাংলাদেশের বর্বর ফ্যাসিবাদের ভুক্তভোগীও হতে হবে এই দেশের অসহায় ও সাধারণ মানুষকে। ফ্যাসিবাদ থেকে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পথে উত্তরণের সংগ্রাম দীর্ঘ হয়, কষ্টকর হয়। বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম অসভ্য ও জংলী শাসনের অধীনে থাকা দুর্নীতিগ্রস্থ ও ব্যর্থ রাষ্ট্র বাংলাদেশের ভবিষ্যত ও সুখকর হবে না, এটাই ইতিহাসের শিক্ষা।

ইন্তেকাল ও শোক সংবাদ

ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউনি

আমরা শোকাহত

মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট :

গত ২২ নভেম্বর ২০২১ সোমবার হুমায়ন কবির খান ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

সিডনির ল্যাকাম্বাস্থ লেবানিজ মুসলিম এসোসিয়েশন সংলগ্ন মুসলিম ফিউনারেলে গোসল ও আনুষাঙ্গিক কাজ দুপুর ১ঃ৩০- ৩ঃ৩০ শেষ হলে আসর নামাজের পর জানাজা সম্পন্ন হয়। নারেল্যান কবরস্থানে এ মুক্তিযোদ্ধাকে কবরস্থ করা হয় । সুপ্রভাত সিডনি বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে দোয়া করেন -আল্লাহ্পাক যাতে তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন (আমিন)।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, December-2021
Year-13

আমরা প্রবাসীরা কি বিদেশী, নাকি বাংলাদেশী?

আরিফুর রহমান খাদেম

আরিফুর রহমান খাদেম

আমরা যারা প্রবাসে আছি আমাদের অনেকেরই ধারণা যে আমরা সবাই দেশকে অনেক ভালবাসি। দেশের বাইরে যে যেখানেই অবস্থান করি না কেন দেশকে অনেক মিস্ করি। কথাগুলো যদি আসলেই পুরোপুরি সত্য হতো, তাহলে আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক খুশি হতাম। বিগত বছরগুলোতে অস্ট্রেলিয়ার কিছু পত্রিকায় ও ওয়েবপেজে অনেকেই আইডেন্টিটি ক্রাইসিসের উপর বেশ কিছু লেখা লিখেছেন। একজন পাঠক হিসেবে আমিও সকলের সাথে একমত যে আমাদের সকলের মধ্যেই কম বেশি হলেও এ সমস্যাটি বিদ্যমান; যা পরিস্থিতির কারণেই হোক বা পরিবেশের কারণে।

আমরা নামে স্বাধীনতা অর্জন করেছি পাঁচ যুগ চলছে এবং একই সময় ধরে বাংলাদেশী জাতীয়তাও ধারণ করে চলেছি, যে যেখানেই অবস্থান করি না কেন। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের জাতীয় পরিচয়েরও পরিবর্তন হয়েছে। একদা আমরা ছিলাম ভারতীয় রূপে, তারপর হয়েছি পাকিস্তানি, পর্যায়ক্রমে হয়েছি বাঙ্গালী এবং সর্বশেষে বাংলাদেশী। আমার মনে হয়না এ জাতীয় স্বত্তার আর কোনো পরিবর্তন আমরা কোনোদিন গ্রহণ করতে পারবো, বিশেষ করে যারা মনেপ্রাণে বাংলাদেশী। এ ক্রমাগত পরিবর্তন কোনো প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে হয়নি; বরং পরিস্থিতি বাধ্য করেছে এ আমূল পরিবর্তনের। আমার মনে হয় না পৃথিবীর আর কোনো দেশ তাদের সন্তানদের এত সুন্দর ও অর্থবহ নাম উপহার দিতে পেরেছে। বাংলা=ভাষা, দেশ=দেশ, অর্থাৎ বাংলাদেশ। যে দেশের মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে তারই নাম বাংলাদেশ।

কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে বহির্বিশ্বে অবস্থানরত জন্মসূত্রে অনেক বাংলাদেশী আছে যারা একদিকে দেশের বদনাম অন্য দেশীয়দের কাছে বলে বেড়ায়, অন্যদিকে নিজেদের বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে ও গর্বের সাথে ভারতীয় হিসেবে পরিচয় দেয়। জাতি হিসেবে আমাদের পিছিয়ে থাকার এটিও একটি অন্যতম কারণ। এর ফলে আমাদের মধ্যে একতার অভাব দেখা দেয়। স্কুল জীবনে 'একতাই বল, দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ' ইত্যাদি প্রবাদ প্রবচনগুলো বেশ গুরুত্বের সাথে মুখস্থ করলেও বাস্তবে অন্যান্য দেশীয়দের তুলনায় আমাদের মধ্যেই এর অভাব সবচেয়ে বেশি। দেশের যদি কোনো খারাপ ভাল বলতেই হয়, সেটা দেশের মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। আমাদের সমস্যা আমাদেরই সমাধান করতে হবে। এ কাজের দ্বারা আমরা নিজের কাছে নিজেকেই শুধু ছোট করছি না, অন্যের কাছে নিজেদের হীনমন্যতারও পরিচয় দিচ্ছি। ভাষা আন্দোলনে ও ৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে নিহত লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তের সাথে প্রতারণা করছি।

যদি ভারতীয় রূপেই আমাদের পরিচিত হতে হবে, তাহলে এত আন্দোলন, এত সংগ্রামের কি প্রয়োজন ছিল? মজার বিষয় হল এ জাতীয় লোকেরা মুখে স্বাধীনতার কথা বললেও কার্যে ঠিক এর উল্টো। আমার চোখের গোচরেই এসেছে বেশ কয়েকটি ঘটনা। অনেকদিন আগের একটি ঘটনা। আমি সিডনির স্থানীয় একটি ট্রেন ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। হঠাত করেই সেখানে অবস্থানরত একজন ভদ্রলোক আরেকজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করল, "Brother, if you don't mind, are you a Bangladeshi?" ভদ্রলোক কালক্ষেপণ না করে তার মুখের উপর অনেকটা কর্কশ ভাষায় জবাব দিল, "No, I'm from India". তার জবাব শুনে আমি রীতিমত আকাশ থেকে পড়লাম ও লজ্জায় পড়ে গেলাম। কারণ যিনি নিজেকে ভারতীয় রূপে পরিচয় দিলেন, তাকে আমি বেশ ভালভাবেই চিনি। অন্যদিকে, বেচারা হয়তো অস্ট্রেলিয়ায় নতুন এসেছেন, তাই তাকে নিজ দেশীয় ভেবে নিজ ভাষায় আপন মনে কিছু ভাব আদানপ্রদান করতে চেয়েছিলেন।

অন্য একটি ঘটনায় দেখেছি, এক বাংলাদেশী আরেক বাংলাদেশীর সাথে হিন্দি ভাষায় কথা বলে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে। একইভাবে, অনেক বাংলাদেশী আছে যারা অস্ট্রেলিয়ান বা অন্যান্যদের কাছে নিজেদের আসল পরিচয় লুকিয়ে ভারতীয় পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, অস্ট্রেলিয়ানদের চোখে ইন্ডিয়ানরা এমন কোনো বেহেশতের বড়ইপাতা নয় যে তাদের পরিচয়ে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে বা গর্বিত হতে হবে।

আরও একটি ঘটনা আমায় খানিকটি ব্যথিত করেছিল। বেশ কয়েক বছর আগে ঢাকায় আসার টিকেট কাটতে বাংলাদেশী মালিকানাধীন এক ট্রাভেল এজেন্সিতে কর্মরত এক বাংলাদেশী ভাই আমাদের দেশে তিন মাসের অবস্থানের কথা শুনতেই বিস্ময়ের সাথে বলে ফেলল, "এতদিন দেশে কীভাবে কাটাবেন? bored হয়ে যাবেন।" আমিও তৎক্ষণাৎ তার মুখের উপর বলে দিলাম, "ভাই, নিজ দেশে যাব, সেখানে বোর্ড হবার কোনো প্রশ্নই আসে না। সম্ভব হলে আরও কিছুদিন থাকতাম। আপনি কি দেশে যান না নাকি?" তিনি আমার উত্তরে একেবারে চুপসে গেলেন এবং কোনো কথা বললেন না।

এ-তো গেল শুধু নামেমাত্র বাংলাদেশীদের কিছু উদাহরণ। এমনও বাংলাদেশীদের সাথে দেখা হয়েছে, যারা নিজ 'নামে'ও বাংলাদেশী থাকতে অপারগ। তারা দেশ ত্যাগের সাথে সাথে চেহারা-সুরত পরিবর্তনের পাশাপাশি নামেরও পরিবর্তন করে বসে। আমার জানা মতে অনেকেই আছেন, যারা মাইকেল, পিটার, রবার্ট, এ্যাডাম, ডেভিড ইত্যাদি নামে পরিচিত, যদিও বাপ-মায়ের দেয়া নামগুলো এত খারাপ ছিল না। এদেরই মধ্যে একজন আমাকে আমার নাম আরিফ বদলিয়ে আলফ্রেড রাখার প্রস্তাব করেছিল। তাদের মতে, আমার মূল্যায়ন বেড়ে যাবে। তাদের কাছে আমার প্রশ্ন, আমি কি আমার বাবা-মায়ের দেয়া নাম নিয়ে প্রবাসে কম মূল্যায়িত হয়েছি? চাইনিজ বা কোরিয়ানরা ওয়েস্টার্ন কালচারে এসে নাম বদলায় অনেকটা বাধ্য হয়ে। কারণ তাদের নামের উচ্চারণ বা বানান করতে গেলে অন্যান্য দেশীয়দের প্রায়ই দাঁত ভাঙ্গার উপক্রম হয়।

আমরা ইচ্ছা করলেই আমাদের মন-মানসিকতার পরিবর্তন করতে পারি, যার জন্য কোনো টাকা-পয়সার দরকার নেই। প্রয়োজন একতা, দেশের প্রতি একটু ভালবাসা, সম্মান ও আনুগত্য। যিনি ট্রেন ষ্টেশনে নিজের পিতৃ-পরিচয় গোপন করলেন, তিনি আসলে অন্যকে অপমান করলেন না, নিজের কাছেই নিজেকে নত করলেন। তিনি ইচ্ছে করলেই অপর ভদ্রলোকের সাথে কর মর্দন করে কুশল বিনিময় করতে পারতেন। তার নাড়ির টানের প্রশংসা করতে পারতেন। তিনি অবশ্যই বলবেন না যে অজ্ঞান পার্টির কবল থেকে নিজে বাঁচাতেই এমনটা করেছিলেন। ভিন দেশীয় কোনো নাগরিক যদি আমাকে দেখে পাকিস্তানি বা ইন্ডিয়ান বলে ইঙ্গিত করে তা শুনতে যতটা খারাপ লাগে, তার চেয়ে কোটি গুণ মধুর লাগে যদি কেউ আমাকে সরাসরি বাংলাদেশী হিসেবে সনাক্ত করতে পারে। এর মধ্যে আমি শুধু অহংকারই খুঁজে পাই, অন্য কিছু নয়।

মোটকথা, আমরা যারা জন্মসূত্রে বাংলাদেশী, দুনিয়ার যেখানেই থাকিনা কেন এ পরিচয় চিরন্তন। ভিনদেশে দীর্ঘদিন অবস্থানের ফলে ওই দেশীও পাসপোর্ট গ্রহণেই ওই দেশীও হওয়া এত সহজ নয়। আপনি ইংরেজিতে যতই ভাল হোন না কেন, মনের ভাব বা আবেগ বাংলায় যতটা স্বাচ্ছন্দ্যে প্রকাশ করতে পারবেন, অন্য ভাষায় সম্ভব নয়। আমার দেখা মতে, অনেক বাংলাদেশীই অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড, রাশিয়া, কানাডা, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে গিয়ে ওই দেশীয় হওয়ার অনেক চেষ্টা করে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। অনেকে বাধ্য কিংবা অবাধ্য হয়ে ওই দেশীয় নাগরিকদের বিয়ে করেছে, কিন্তু সফল হয়নি। খুব শীঘ্রই দেশে ফিরে বাবা-মায়ের পছন্দ মত দ্বিতীয় বিয়ে করতে হয়েছে। তবে দু-একটি যে ব্যতিক্রমধর্মী ছিলনা তা কিন্তু নয়।

অবশেষে সিডনিতে অবস্থানরত গ্রোসারি/মুদি ও কিছু কিছু রেস্টুরেন্টের মালিকদের ধন্যবাদ জানাই, তাদের ব্যানারে বাংলাদেশের নাম বেশ সুন্দরভাবে তুলে ধরার জন্য। যে নজির যুক্তরাজ্যের বিশ্বখ্যাত বাংলাদেশী মালিকানাধীন দশ হাজারেরও বেশি রেঁস্তরার মালিকরা এখনও স্থাপন করতে পারেনি। আমাদের দেশে কোটি সমস্যা থাকতে পারে, যার অধিকাংশ হয়ত উন্নত দেশগুলোতে নেই। তবে আমাদের দেশে এমন অনেক জিনিস আছে যা কোটি টাকা দিয়েও উন্নত বিশ্বে পাওয়া দুষ্কর; যা নিয়ে আমরা গর্ববোধ করতে পারি।

লেখক: সিডনি প্রবাসী লেখক ও কলামিস্ট

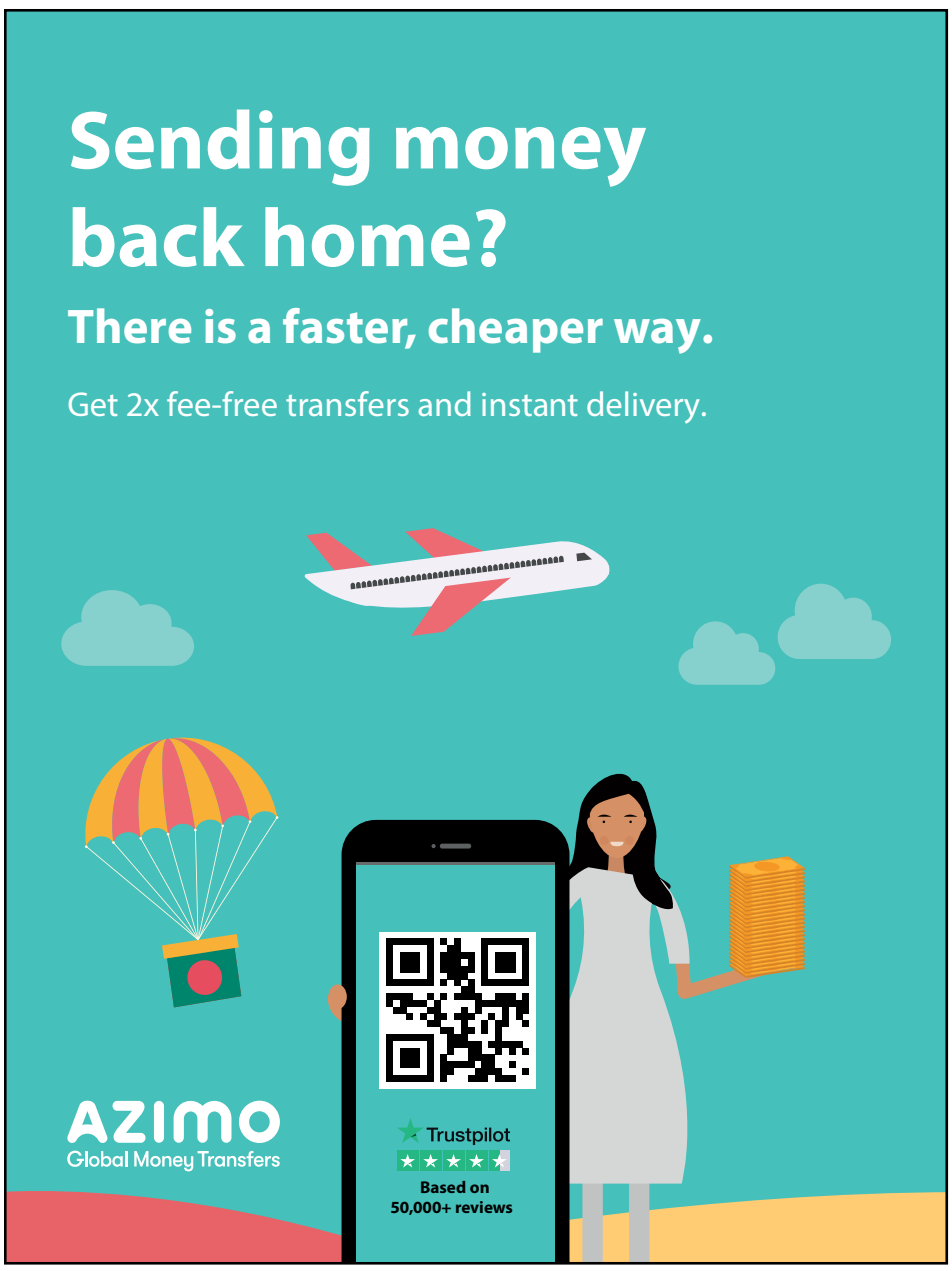

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper । সত্যের সাথে সব সময়

সিডনিতে লেবার পার্টির রোসল্যান্ডস ওয়ার্ডের নির্বাচনী প্রচারণা

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ২১ শে নভে ২০২১ রবিবার অস্ট্রেলিয়ার প্রধান বিরোধীদল লেবার পার্টির রোসল্যান্ডস ওয়ার্ডের অফিশিয়াল এক বিশাল নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেন ফেডারেল পার্লামেন্ট মেম্বার Hon Tony Burke MP (Member for Watson, New South Wales-Manager of Opposition Business-House of Representatives), স্টেট পার্লামেন্ট মেম্বার Mr Jihad DIB, MP(Shadow Minister for Emergency Services, and Shadow Minister for Energy and Climate Change Member of the Australian Labor Party).

অত্যান্ত আনন্দঘন পরিবেশে রিভারউড ওয়েটল্যান্ডসে বিভিন্ন কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দলের শতাধিক নেতা কর্মী। লেবার পার্টি অস্ট্রেলিয়ার প্রাচীনতম অন্যতম জনপ্রিয় দল। অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টি (ALP), যা কেবল লেবার নামেও পরিচিত, অস্ট্রেলিয়ার প্রধান কেন্দ্র-বাম রাজনৈতিক দল, অস্ট্রেলিয়ার রাজনীতির দুটি প্রধান দলের মধ্যে একটি, অস্ট্রেলিয়ার মধ্য-ডান লিবারেল পার্টির সাথে। এটি ২০১৩ সালের নির্বাচন থেকে ফেডারেল সংসদে বিরোধী দলে রয়েছে। ALP হল একটি ফেডারেল দল, যার প্রতিটি রাজ্য ও অঞ্চলে রাজনৈতিক শাখা রয়েছে। তারা বর্তমানে ভিক্টোরিয়া, কুইন্সল্যান্ড, ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপিটাল টেরিটরি এবং নর্দার্ন টেরিটরিতে সরকারে রয়েছেন। ১৯০১ সালে অস্ট্রেলিয়ান পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশন না হওয়া পর্যন্ত ALP একটি ফেডারেল পার্টি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবুও, এটি অস্ট্রেলিয়ার উদীয়মান শ্রমিক আন্দোলনের দ্বারা অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন উপনিবেশে প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক দলগুলির বংশধর হিসাবে বিবেচিত হয়, আনুষ্ঠানিকভাবে ১৮৯১ সালে শুরু হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শ্রমিক দলগুলি ১৮৯১ সাল থেকে এবং ১৯০১ সালের ফেডারেল নির্বাচনে ফেডারেশনের পরে ফেডারেল আসনগুলিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। ALP বিশ্বের প্রথম লেবার পার্টি সরকার গঠন করে এবং সেইসাথে জাতীয় পর্যায়ে বিশ্বের প্রথম সামাজিক-গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করে। ১৯১০ সালের ফেডারেল নির্বাচনে, লেবার ছিল অস্ট্রেলিয়ার প্রথম দল যারা অস্ট্রেলিয়ান পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। ফেডারেল এবং রাজ্য/উপনিবেশ স্তরে, অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টি পার্টি গঠন, সরকার এবং নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ লেবার পার্টি এবং নিউজিল্যান্ড লেবার পার্টি উভয়েরই আগে থেকে। আন্তর্জাতিকভাবে, ALP হল প্রগতিশীল জোটের সদস্য, সামাজিক-গণতান্ত্রিক দলগুলির একটি নেটওয়ার্ক, পূর্বে সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকের সদস্য ছিল।

সমগ্র অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন সাবেক ডেপুটি মেয়র ও আরব কমিউনিটির অন্যতম নেতা Khodr Saleh OAM ও একই ওয়ার্ড থেকে মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচনে অংশ নেওয়া লুৎফুল কবির। বিভিন্ন দল,মত, গোত্রের উপস্থিত সকলে রোসল্যান্ডস ওয়ার্ডের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ ও সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

বাংলাদেশ কমিউনিটির বিশেষ পরিচিত মুখ ও সংগঠক লুৎফুল কবির নির্বাচনী প্রচারণায় এগিয়ে আছেন। সকাল সন্ধ্যা বিভিন্ন ভাবে গণসংযোগ করে যাচ্ছেন। দিন ও রাতে অবিরাম মানুষের সাথে যোগাযোগ করে যাচ্ছেন। যদিও লেবার পার্টি অত্র এলাকায় প্রায় ৭০ বছর একাধারে একতচ্ছত্র রাজত্ব করে যাচ্ছে অর্থাৎ বিগত প্রায় ৭০ বছর লেবার পার্টি আধিপত্য বিরাজ করে চলছে , তবুও লেবার পার্টির প্রতিটি নেতা কর্মী কঠিন পরিশ্রম করে যাচ্ছেন আসন্ন নির্বাচনের কাঙ্খিত লক্ষে পৌঁছার জন্যে। লেবারের দুর্গ নামে পরিচিত ল্যাকেম্বার অধিবাসী লুৎফুল কবির সবিনয়ে সকলকে নির্বাচনে সহযোগিতার আকুল আবেদন জানিয়েছেন।

CYCDO ইন্টার কমিউনিটি সফল ক্যারম প্রতিযোগিতা

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ২৮শে নভেম্বর রবিবার ২০২১ লাকেম্বার একটি হলরুমে কমিউনিটি ইয়ুথ এন্ড সিটিজেন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের (COMMUNITY YOUTH AND CITIZEN DEVELOPMENT INC) উদ্দেগে ইন্টার কমিউনিটি ক্যারম প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়।

বেশ কয়েক মাস কোরোনার নিষেধাজ্ঞার কারনে অপেক্ষায় থেকে অবশেষে অত্যান্ত সফলভাবে সম্পন্ন হলো উক্ত মাল্টিকালচারাল ইভেন্টস। এতে বাংলাদেশী খেলোয়াড় ছাড়াও হায়দ্রাবাদি (ভারত) ও বিভিন্ন ভাষাভাষীর খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করেন।

সন্ধ্যা ৭;৩০ মিনিট সময় দেয়া হলেও খেলোয়াড় ও দর্শক নির্দিষ্ট সময়ের আগে থেকেই হলরুমে আসতে শুরু করেন। নতুন খরিদ করা কেরাম বোর্ড ,স্ট্যান্ড সেট আপ ছাড়াও লাইটিং ইত্যাদির আয়োজন ছিল চমৎকার।

১৬টি দল ডাবল দলের ভিতর টানা খেলা চলতে থাকে চারটি পৃথক কেরাম বোর্ডে। চারজন সেচ্ছাসেবক অত্যান্ত দক্ষতার সাথে পুরো খেলা তদারক করেন। তত্ত্বাবধানে ছিলেন রানা শরীফ ও তাবরেজ গোরি ।

প্রধান অতিথি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জিল্লুর রশিদ ভূঁইয়া ও বিশেষ অতিথি রাশেদ খান বিজয়ীদের হাতে পুরুস্কার ও ট্রপি তুলে দেন। প্রথম পুরুস্কার ছিল নগদ পাঁচশত ডলার ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দল তিনশত অস্ট্রেলিয়ান ডলার। এছাড়াও খেলোয়াড়দেরকে উৎসাহিত করার জন্যে ট্রপি -ক্রেস্ট বিতরণ করা হয়।

পুরো অনুষ্ঠানের সহায়তায় ছিলেন ক্যান্টারবুরি -ব্যাংকসটাউন সিটি কাউন্সিল। এধরনের একটি অসাধরন কমিউনিটি ইভেন্টস সামাজিক বন্ধন দৃঢ় ও ভ্রাতৃত্ববোধে আবদ্ধ করতে সেতুর বন্ধন রচনা করে বলে অনেকে মন্তব্য করেন।

সংগঠনের সভাপতি এম,এ,ইউসুফ শামীম সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সফল অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, December-2021
Year-13

ক্যাম্পবেলটাউনে নির্বাচনী ফান্ড

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট:

গত ১৯শে নভে ২০২১ শুক্রবার ক্যাম্পবেলটাউনের কোনো একটি রেস্তোরায় সফল নির্বাচনী ফান্ড রেইসিং ডিনার সম্পন্ন হয় মাল্টিকালচারাল ভয়েসের সৌজন্যে। দল মত জাতি নির্বিশেষে বিভিন্ন ভাষাভাষীর নেতৃত্বস্থানীয়দের সমাগমে তিল ধারনের জায়গা ছিল না। রেস্তোরার ভিতর ও বাইরে ছিল মানুষের ঢল। মাগরিবের নামাজের পর অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিশিষ্ট লেখক,কলামিস্ট,গবেষক শিবলী আব্দুল্লাহ। এক এক করে সকল প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে পরিচয় করে দেন। অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে মনোনয়ন প্রাপ্ত সকলে তাদের পরিচিতি ,ইচ্ছা বা নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেন যা উপস্থিত সকলের মুহঃ মুহঃ করতালিতে উচ্ছাসিত হয়।

সিডনির ক্যাম্পবেলটাউন এলাকায় স্বতন্ত্র প্যানেল দিয়ে এ ধরনের বিশাল জাক জমক পরিচিতি অনুষ্ঠান বাংলাদেশিদের জন্য এ প্রথম। ইব্রাহিম খলিল মাসুদের নেতৃত্বে আসন্ন কাউন্সিল নির্বাচন ৪ ডিসেম্বর ক্যাম্পবেলটাউন এলাকা থেকে বিভিন্ন ভাষাভাষীর হ্যান্ড পিক দেরকে নিয়ে গঠিত হয়েছে একটি শক্তিশালী দল। মাসুদ এবং তার দলীয়রা একটি মেসেজ দিয়েছেন সমগ্র কমিউনিটির জন্য : " আমরা নতুন, আমরা মাল্টিকালচারাল ভয়েস, আমরা আপনাদের সেবায় নিয়জিত হতে চাই ,আমাদেরকে সুযোগ দিন। " এ ধরনের সহজ সরল আবেদনে সারা দিয়ে গোটা হল আনন্দে ফেটে পড়ে। ইব্রাহিম খলিল মাসুদের স্বতন্ত্র এ বহুজাতিক দলে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবেন এক নম্বর টিকিট নিয়ে ইব্রাহিম খলিল মাসুদ এবং বাকিরা হচ্ছেন সবাই জন্মগতভাবে অস্ট্রেলিয়ান কিন্তু লেবানন, নেপাল বা বাংলাদেশী ব্যাকগ্রাউন্ড।

বাংলাদেশী বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও লেখক,সাংবাদিক,সমাজসেবক ও নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তি বর্গ উপস্থিত ছিলেন। সুপ্রভাত সিডনির পক্ষ থেকে রইল অফুরন্ত শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper । সত্যের সাথে সব সময়

রেইসিং ডিনার

আরো ছবি ১০-এর পৃষ্ঠায়

ক্যাম্পবেলটাউনে নির্বাচনী ফান্ড রেইসিং ডিনার

Kids R Us Family Day Care

We seriously care about our children!

Kids R Us Family Day Care
is a home based childcare service.
We have highly trained & experienced
educators who are able to fulfill
your expectations and needs about your child.

We offer various childcare service including:

* Full-time, part-time or casual care
* Emergency care
* Before/after care for 5-12 years old
* Overnight and shift work
* School holiday care

We provide above standard childcare services with:

- Government fee relief
- Clean, healthy & homely environment
- Full of educated and fun activities
- A safe & natural environment for every child to learn & play

For more enquiries call us or our educator in your area.
M: 0414 492 655
Suite 1, 38 Railway Pde,
Lakemba - 2193

Enroll Now With Us!

Educator contact No.:
0499 999 999

We are also recruiting educators who are interested in making a career in the childcare industry.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

আকস্মিক মৃত্যু

অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী সালাউজ্জামানের আকস্মিক মৃত্যু

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সিডনির সেন্ট মেরিসের বাসিন্দা সালাহউজ্জামান (৩০) গত ৯ নভে: ২০২১ আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহী রাজিউন। ডাক্তার দেখিয়ে বাসায় ফেরার সময় গাড়ির ভিতর তার মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে। ধারণা করা হচ্ছে ,গাড়ির ভিতর হার্ট এটার্ক হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ব্যক্তিগতভাবে উনি একজন সিকিউরিটি অফিসার ছিলেন।

সালাহউজ্জামান কয়েক বছর আগে অস্ট্রেলিয়ায় আসেন। তারপর তিনি আবার দেশে ফিরে যান। দুই বছর আগে তার স্ত্রী ও নয় বছরের একটি ছেলে সন্তানসহ তিনি আবার সিডনিতে ফিরে আসেন। তিনি সিডনির সেন্ট মেরি পোস্ট অফিসের পাশেই বসবাস করতেন। পুলিশ মৃত্যুর সংবাদ নিয়ে দরজায় কড়া নাড়লে মরহুমের স্ত্রী দরজা খুলেন, হঠাৎ এ ধরনের সংবাদে শোকে পাথর হয়ে যান।

আল্লাহপাক মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন (আমিন) এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সুপ্রভাত সিডনির পক্ষ থেকে রইল অসীম সমবেদনা।

কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ছবি

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট:

ভারতের কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ছবি প্রদর্শন করা হয়েছে। কলকাতার প্রাচীনতম হেয়ারস্কুলের ২০০ বছর পূর্তিতে স্কুলের প্রাক্তন বিখ্যাত ছাত্রদের ছবি দিয়ে বিভিন্ন সড়ক সজ্জিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশর শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পিতা মনসুর রহমান কতকাতার এক সরকারি অফিসে রসায়নবিদ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এসময় জিয়াউর রহমান হেয়ার স্কুলে পড়াশোনা করতেন। তবে তার আগে শৈশবে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বগুড়ার কোনো এক অঞ্চলে পড়াশোনা করেছেন। ১৯৪৭ সালের পর তাঁর পিতা করাচিতে বদলি হলে জিয়াউর রহমান কলকাতার হেয়ার স্কুল ছেড়ে করাচির একাডেমি স্কুলে ভর্তি হন।

হেয়ার স্কুলের ২০০ বছর পূর্তিতে ওয়েব সাইডে ভাষা বিশারদ রামতনু লাহিড়ী, বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু, রসায়নবিদ প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানসহ বিভিন্ন অঙ্গনে বরেণ্য প্রাক্তন ছাত্রদের ছবি প্রকাশ করেছে। একই সাথে হেয়ার স্কুলের উইকিপিডিয়াতে জিয়াউর রহমানসহ প্রখ্যাত প্রাক্তন ১৬ ছাত্রের নাম ও তাঁদের অবদান উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত. স্কটিশ ঘড়ি ব্যবসায়ী ডেভিড হেয়ার ১৮১৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর এ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

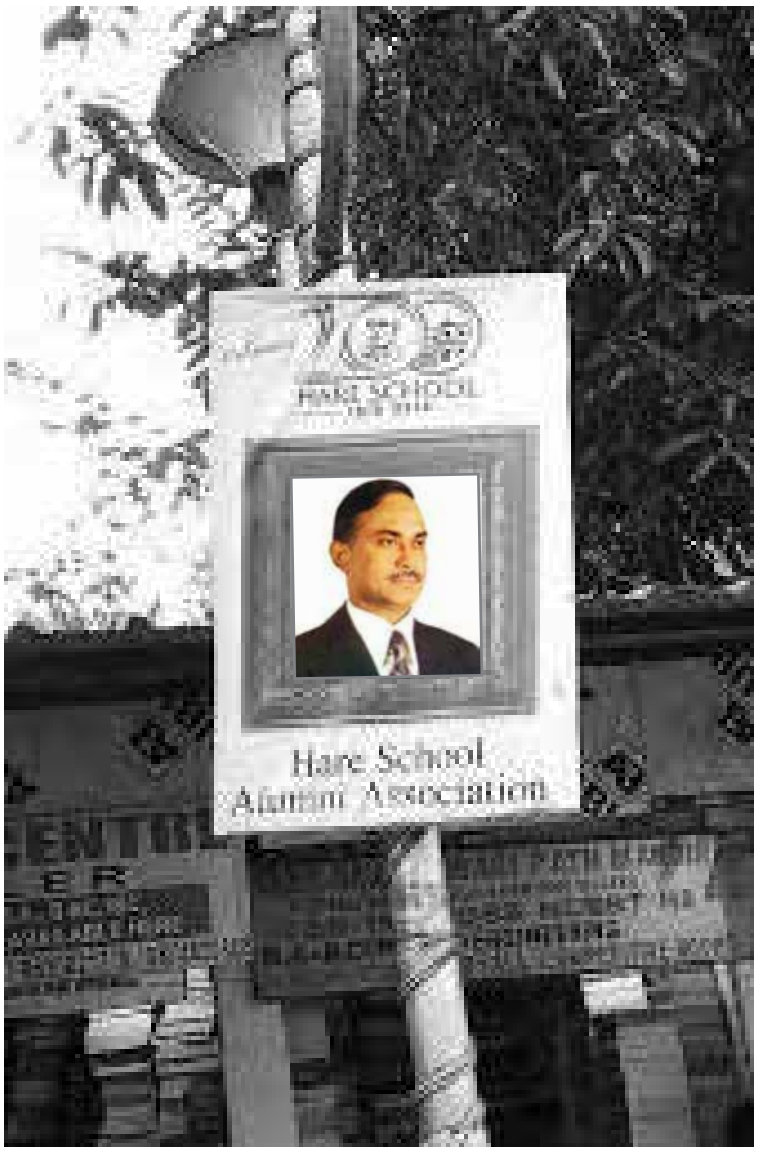

শোক সংবাদ

একটি শোক সংবাদ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ২৪ শে নভেম্বর ২০২১ বুধবার নয়াটোলা, মগবাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাসিবুল মোর্শেদ (হাসিব) ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। জানাজা শেষে মরহুমকে আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য,হাসিবের পিতা মরহুম মোতাহার উদ্দিন আহমেদ মগবাজারের অতি পরিচিত সম্মানীত লোক ছিলেন। ঢাকা মহানগর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক কমান্ডার কামরুল মোর্শেদ খোকা, মনজুরুল মোর্শেদ খোকা ও নাজমুলের ছোট ভাই হাসিবের মৃত্যুতে সকলের কাছে ভাইয়ের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া চেয়েছেন। নাজমুল এক সময় ঢাকা মহানগরীর মার্শাল আর্ট কোচ ছিলেন। সিডনি থেকে মরহুম হাসিবের বন্ধু কাজী নজরুল ইসলাম সকলের নিকট দোয়া চেয়েছেন।

আল্লাহপাক মরহুম হাসিবকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের নিকট রইল গভীর সমবেদনা।

জাপান বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বাংলাদেশের বার বার নির্বাচিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী, গণতন্ত্রের মাতা, কারা নির্যাতিত বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও উত্তম চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর দাবিতে জাপান বিএনপির উদ্যোগে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জাপানের টোকিওতে বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে অনুষ্ঠিত এ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশে নেতৃত্ব দেন জাপান বিএনপির নেতা মীর রেজাউল করীম (রেজা), জাপান বিএনপির সিনিয়র নেতা মো. জসীম উদ্দিন (জসীম), ড. জাকের মাছুম, ফয়ছল ছালাউদ্দিন, সাবেক যুবদল সভাপতি দেলোয়ার মোল্যা, যুবদল সভাপতি কাজী সাদিকুল হায়দার বাবলু, সেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি হায়দার হোসেন, তারেক পরিষদের সভাপতি রারি আকবর, ছাত্রদল সভাপতি মাসুদ পারভেজ প্রমুখ।

> জাপানের টোকিওতে বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে অনুষ্ঠিত এ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশে নেতৃত্ব দেন জাপান বিএনপি নেতৃবৃন্দ

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, সাত দিনের মধ্যে বেগম জিয়াকে চিকিৎসার বিদেশ প্রেরণ না করলে অবৈধ সরকার কে জাপান থেকে পতনের আন্দোলনের ডাক দেয়া হবে। খালেদা জিয়ার কিছু হলে জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে। অবৈধ সরকারকে হুশিয়ারি দিয়ে বলেন বেগম জিয়া বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা নেওয়া তাঁর নাগরিক মৌলিক অধিকার। তার মৌলিক অধিকার রক্ষায় সরকারকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, December-2021
Year-13

কমিউনিটি ভয়েস আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

কমিউনিটি ভয়েস ক্যাম্পবেলটাউন আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। কাউন্সিলের কাছে সম্প্রদায়ের কণ্ঠস্বর বহন করতে এবং কোনও রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা বাস্তবায়নের পরিবর্তে কাউন্সিলকে তার সমস্ত বাসিন্দাদের সুবিধার জন্য কাজ করতে এবং আরও কার্যকর হতে সাহায্য করার অভিপ্রায় নিয়ে তারা এই নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। ২৯ নভেম্বর ২০২১ সোমবার সন্ধ্যায় কমিউনিটি ভয়েস মিন্টোর কার্যালয়ে মিট দি প্রেস অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কমিউনিটি মিডিয়ার কাছে মতামত ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটি ভয়েসের প্রধান প্রার্থী খলিল মুহাম্মদ মাসুদ প্রথমেই অস্ট্রেলিয়ার আদবাসিদের প্রতি সম্মান জানিয়ে বলেন, আমরা আজ আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি কারণ আমরা বিশ্বাস করি মিডিয়া হচ্ছে একটি কমিউনিটির অবিচ্ছেদ্য অংশ। সামাজিক সমস্যা, জনগণের চাহিদা এবং একটি কমিউনিটির

কথাগুলো প্রধানত মিডিয়া কভারেজের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। আমাদের কমিউনিটির সমস্যাগুলো শনাক্ত করতে এবং তাদের কথাগুলো যেন যথাযথভাবে তুলে ধরা যায় তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের আপনার সহায়তা প্রয়োজন । অনুষ্ঠানে একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও ডকুমেন্টারির মাধ্যমে কমিউনিটি ভয়েস তাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সবার সামনে তুলে ধরেন।

সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে কমিউনিটি ভয়েসের গ্রুপ লিডার মাসুদ বলেন, "আসন্ন ৪ ডিসেম্বর ১২৪টি কাউন্সিলে নির্বাচন হবে। এর মধ্যে ৩৫টি কাউন্সিলে মেয়র নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হবার কথা রয়েছে। অনেক বাংলাদেশিরা অংশ নিয়েছে -যা নাকি অত্যান্ত খুশির সংবাদ। আমাদের মতো নতুনদেরকে সুজুগ দিলে আমরা কমিউনিটির সবার জন্য কাজ করবো দল, মত, জাতি নির্বিশেষে।"

খলিল একজন দক্ষ সংগঠক ও বিভিন্ন সামাজিক কর্ম কাণ্ডের জন্য সকলের কাছে খুব পরিচিত একটি নাম। অল্প কথায় মানুষের মন জয় করা অমায়িক খলিল দীর্ঘদিন যাবৎ কমিউনিটির বহুমুখী কর্মকান্ডে নিয়োজিত । ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন ব্যাংকার এবং একাউন্টেন্ট ছিলেন। উনার সহ ধর্মিনী একজন ডাক্তার। এ ছেলে ও পরিবার নিয়ে স্থায়ীভাবে কেন্বেলটাউনের মিন্টোতে বসবাস করছেন।

তিনি কমিউনিটির প্রতিটি মানুষের দোয়া চেয়েছেন, বিশেষ করে কেন্বেলটাউন এলাকার প্রতিটি ভাই বোনের কাছে।

অনুষ্ঠানে আরো জানানো হয়, ক্যাম্পবেলটাউন আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনের জন্য কমিউনিটি ভয়েস দশ সদস্যের একটি অরাজনৈতিক স্বতন্ত্র প্যানেল গঠন করেছেন। এই প্যানেলে বিভিন্ন কম্যুনিটির প্রতিনিধি ছাড়াও চারজন মহিলা প্রার্থী রয়েছেন। তাঁর প্যানেলের নাম কম্যুনিটি ভয়েস বা কম্যুনিটির কণ্ঠস্বর। ব্যালট পেপারে উপরের লাইনে এই প্যানেলটি গ্রুপ-ডি (Group-D) হিসেবে উল্লেখ করা থাকবে। প্রার্থীরা হচ্ছেন, হালাবি খালেদ, কারকি সজন, জাবের বেলাল, খান মোরশেদা, ***১৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন***

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

কমিউনিটি ভয়েস আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

সফিউজ্জামান এমডি, হোসাইন খুরশিদা, নাসরিন সুলতানা, সুলতানা শারমিন ও চৌধুরী আফজাল। এসময় উপস্থিত ছিলেন এরিক নটস (সাউথ ওয়েস্ট ভয়েসেস), সাইদ জাফর (সাদে ওয়াতান), ম্যাকআর্থার ব্রায়ান লল (গুড মর্নিং), অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনির প্রধান সম্পাদক আবদুল্লাহ ইউসুফ শামীম, লেখক ও গবেষক শিবলি আবদুল্লাহ, লেখক ও সাংবাদিক হানিফ বিসমি, ড. শফিকুর রহমান (ভয়েস অফ আমেরিকা), আউয়াল খান (বাংলা কথা), মিজানুর রহমান সুমন (সিডনি বাংলা নিউজ), ড. ফজলে রাব্বি (অস-বুলেটিন), আলতাফ হোসেন (ইসলামী বেতার), আসিফ ইকবাল (বাংলাদেশ টেলিভিশন), ভাইটাল আহমেদ(স্বাধীন কণ্ঠ), মোহাম্মদ আবু ইউসুফ (ইসলামী বার্তা), হাবিবুর রহমান হক কথা, টাবু সঞ্জয় (গাঙচিল) এবং শাহানা পারভীন (অস-বাংলা) এবং সিডনির জনপ্রিয় শিল্পী ও অনলাইন-মিডিয়া একটিভিস্ট রানা শরীফ।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব নিউ সাউথ ওয়েলসের সভাপতি মাহবুব চৌধুরী শরীফ ও মাল্টিকালচারাল সোসাইটি অব ক্যাম্বেলটাউনের সভাপতি ও জেস ফাউন্ডেশনের চেয়রম্যান এনাম হক।

পুরো অনুষ্ঠানটি অত্যান্ত সফল ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবার পর সৌজন্যমূলক রাতের খাবার দিয়ে আপ্যায়ণ করাহয়।

দেশমাতার জন্য অস্ট্রেলিয়ায় বিশেষ দোয়া

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বিএনপির চেয়ারপার্সন, দেশমাতা বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমানের ৫৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তারেক রহমান ও টেইক ব্যাক বাংলাদেশ শীর্ষক আলোচনা সভা গত ২১ নভেম্বর সিডনির ল্যাকেম্বায় অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী কমিটি অস্ট্রেলিয়ার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী কমিটি অস্ট্রেলিয়ার আহবায়ক (ভারপ্রাপ্ত) মো. মোসলেহ উদ্দিন হাওলাদার আরিফ। এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য গয়েস্বর চন্দ্র রায়। প্রধান আলোচক ছিলেন স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী কমিটি অস্ট্রেলিয়ার প্রধান উপদেষ্টা মো. দেলওয়ার হোসেন।

সূবর্ণজয়ন্তী কমিটির যুগ্ম আহবায়ক তারেক উল ইসলাম তারেকের পরিচালনায় এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্বাধীনতা সূবর্ণজয়ন্তী কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক কুদরত উল্লাহ লিটন, মোবারক হোসেন, উপদেষ্টা ড. ফকির মনিরুজ্জামান, যুগ্ম আহ্বায়ক রাশেদ আল হাসান, বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার নেতা আব্দুস সামাদ শিবলু।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার নেতা-জিসাসের নবনির্বাচিত সভাপতি খাইরুল কবির পিন্টু। বক্তব্য রাখেন. জাসাস অস্ট্রেলিয়ার সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি ডা. শাহজাহান আলী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এমডি কামরুজ্জামান, জিসাস সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন, বিএনপি অস্ট্রেলিয়া নেতা শেখ সাইফ, মোহাম্মদ জাকির হোসেন রাজু।

এসময় উপস্থিত ছিলেন শফিকুল ইসলাম রিপন, জাবেল হক জাবেদ, ফারহানা শারমিন (সাবেক অ্যাডভোকেট) , পবিত্র বড়ুয়া, আব্দুল করিম, মো. তোফাজ্জল হোসেন, গোলাম রাব্বী শুভ্র, মো. আব্দুল গফুর, মোহাম্মদ নাসির আহম্মেদ, শেখ ফরিদ, অসিত ফান্সিস গোমেজ, সুধন যোসেফ, ক্রুশ সর্দার মামুন, নূর মোহাম্মদ মাসুম, যোবাইল হক মানিক, পংকজ বিশ্বাস, শফিকুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম, মো. আবুল হোসেন প্রমুখ।

দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এদেশের মাটির সাথে একেবারে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছেন। মা ও মাটি বলতে আমরা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে বুঝি বলে উল্লেখ করে নেতৃবৃন্দ বলেন, নেত্রীকে অবশ্যই আমাদের মুক্ত করতে হবে। সেজন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে আমরা প্রস্তুত আছি। আসুন আমরা সবাই মিলে শপথ গ্রহণ করি দেশনেত্রীর মুক্তি এবং তাঁর চিকিৎসার জন্য বিদেশে প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমরা কোনোদিন ঘরে ফিরে যাবো না। অস্ট্রেলিয়ার মাটি থেকে দুর্বার আন্দোলনের ডাক দিয়ে স্বৈরাচারী আওয়ামীলীগ সরকারের পতন ঘটিয়ে দেশে আবারো গণতন্ত্র ফিরিয়ে অন্য ইনশাল্লাহ।

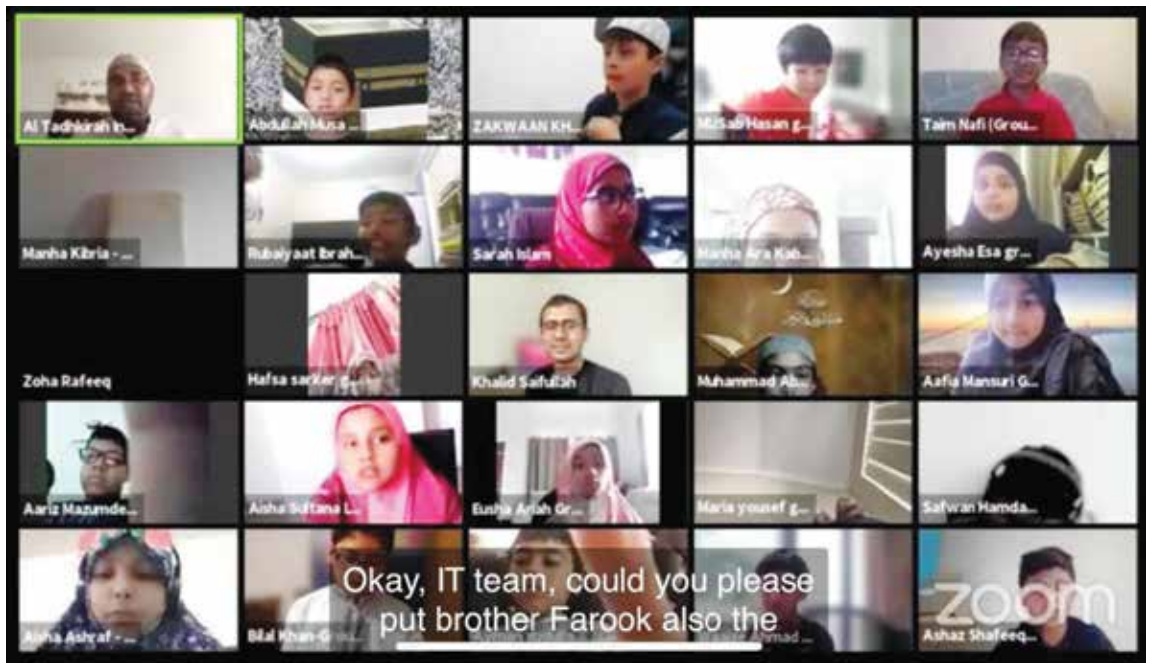

রবিউল আওয়াল উপলক্ষে আল তাযকিরাহ ইনস্টিটিউটের অস্ট্রেলিয়া-ব্যাপী সীরাত কুইজ প্রতিযোগিতা

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

মাহে রবিউল আওয়াল উপলক্ষে আল তাযকিরাহ ইন্সটিটিউটের আয়োজনে শনিবার, ৬ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত হল পুরো অস্ট্রেলিয়া জুড়ে সীরাত কুইজ প্রতিযোগিতা। এই কুইজ প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন সিটি এবং স্টেট থেকে অনলাইনে ৫০০ এর বেশি প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছে। রবিউল আওয়াল মাস উপলক্ষে মুসলিম শিশু-কিশোর ও তরুণ প্রজন্মের মাঝে রাসুল সা. ও তাঁর সমসাময়িক সাহাবী এবং পরবর্তী যুগের তাবেয়ী ও তাবে' তাবেয়ীদের জীবনের নানা ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান ও গবেষণার চর্চা বৃদ্ধির মহতী উদ্দেশ্য নিয়ে আল তাযকিরাহ ইন্সটিটিউট সীরাত কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে।

পুরো দেশ থেকে অংশগ্রহণ করা বিপুল সংখ্যক প্রতিযোগীদের বড় একটি অংশই প্রাইমারী এবং হাই স্কুল পর্যায়ের ছাত্রছাত্রী। প্রতিযোগিতায় চারটি গ্রুপে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পরবর্তী দশজনকে বিশেষ পুরস্কার পায়। সবকটি গ্রুপ মিলে মোট ৫২ জন প্রতিযোগী পুরস্কার পেয়েছে। বিজয়ীদেরকে নগদ তিনশ ডলার, আড়াইশ ডলার এবং দুইশ ডলার পুরস্কার ছাড়াও পরবর্তী দশজন প্রতিযোগীর প্রত্যেককে পঞ্চাশ ডলার করে পুরস্কার এবং অংশগ্রহণকারী সবাইকে স্বীকৃতিসূচক মেডাল সহ নানা পুরস্কার প্রদান করেছে আয়োজনকারী আল তাযকিরাহ ইন্সটিটিউটের কর্তৃপক্ষ।

অস্ট্রেলিয়ার সুপরিচিত ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন ইসলামিক প্র্যাকটিস এন্ড দাওয়াহ সার্কেল (আইপিডিসি) কর্তৃক পরিচালিত আল তাযকিরাহ ইন্সটিটিউট দেশটির প্রতিটি বড় শহর তথা ক্যানবেরা, সিডনি, মেলবোর্ন, ব্রিসবেন, পার্থ, এডিলেইড সহ নানা স্থানে মুসলিম শিশু কিশোরদের মাঝে পবিত্র কোরআন শরীফ ভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত করে থাকে। প্রবাসী মুসলিম পরিবারগুলোর মাঝে বেড়ে উঠা সম্ভাবনাময় তরুণ প্রজন্মের মাঝে ইসলামী জ্ঞান ও চিন্তার প্রসারে এমন উদ্ভাবনী কার্যক্রমটি সকল সচেতন মানুষদের মাঝে প্রশংসা কুড়িয়েছে।

সাম্প্রদায়িক সহিংসতার প্রতিবাদে প্যাকের প্রতিবাদী জনসমাগম

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

পিপলস একটিভিস্ট কোয়ালিশন (প্যাক) এর উদ্যোগে গত ১১ নভেম্বর ২০২১ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে প্রতিবাদী জনসমাগম অনুষ্ঠিত হয়। যেকোন সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনায় মুসলিম ব্লেমিং বন্ধ করা, সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটন করা এবং জড়িত দুষ্কৃতকারীদের বিচারের আওতায় আনার দাবিতে অনুষ্ঠিত এ প্রতিবাদী জনসমাগমে কয়েকশন মানুষ অংশগ্রহণ করে।

এসময় প্যাকের সংগঠক রাতুল মোহাম্মদ, মেহোরাব পিয়াস, শীমুল চৌধুরি, মেহেদী হাসান, মুত্তাকিন মুনসহ প্যাকের বেশ কিছু কর্মী-সংগঠক উপস্থিত ছিলেন।

এসময় প্যাকের অন্যতম সংগঠক রাতুল মোহাম্মদ বলেন, কুমিল্লার ঘটনাকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে ভাইরাল করে ভারতের হিন্দুত্ববাদিরা এবং এই দেশে তাদের দোসরেরা হিন্দু মুসলিম মুখোমুখি দাড় করিয়েছে। এতোগুলো জীবন কেড়ে নিয়েছে। তাদের ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper I সত্যের সাথে সব সময়

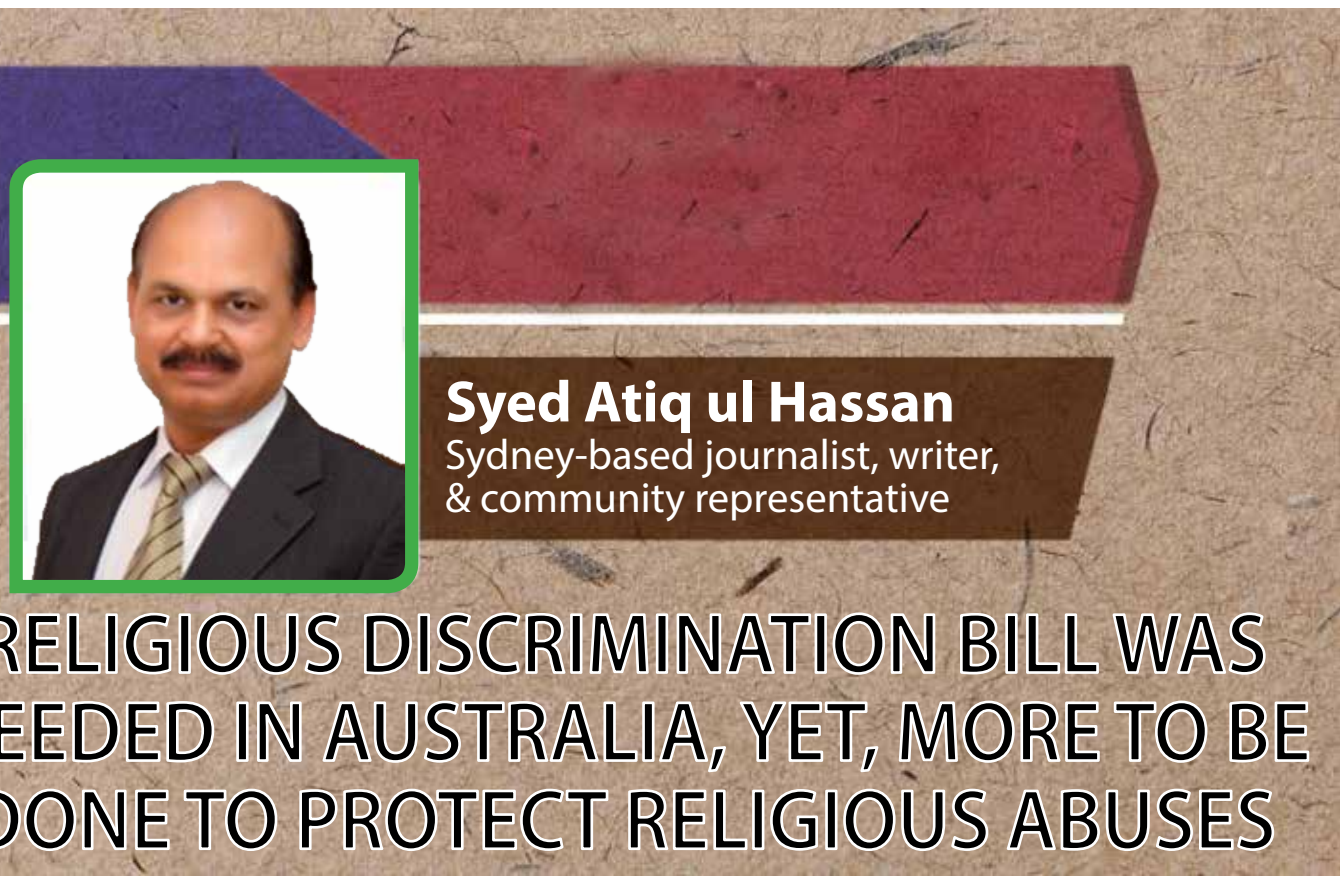

Syed Atiq ul Hassan
Sydney-based journalist, writer,
& community representative

RELIGIOUS DISCRIMINATION BILL WAS NEEDED IN AUSTRALIA, YET, MORE TO BE DONE TO PROTECT RELIGIOUS ABUSES

The Religious Discrimination Bill was promised by the present Liberal (Coalition) government amidst the same-sex marriage debate in 2017 to provide extra protection for people of religious faith, strengthen protections for religious institutions, hire workers in line with their beliefs, and protect medical workers who refuse treatment due to their religious obligations. It took the coalition government a few years to finally complete the bill resolving and filling all the gaps, the first draft was released in 2019, and now finally, the Prime Minister has introduced it in the parliament.

Prime Minister, Scott Morrison, while introducing the bill said, the government has fixed an important weakness in our discrimination laws which the government had promised to the people of Australia in the last election. He said, laws needed to protect citizens in a tolerant, multicultural, and liberal democracy. There has been the Commonwealth Sex Discrimination Act, Racial Discrimination Act, Disability Discrimination Act, and an Age Discrimination Act, however, there was no standalone legislation to protect people from religion or faith discrimination, or for those who choose not to have a faith or religion.

Praising the context of the bill, Prime Minister Morrison said, this bill is sensible and balanced. It is the product of a tolerant and mature society that understands the importance of faith and belief to a free society, while not seeking to impose those beliefs, or even seek to injure others in the expression of those beliefs. The bill balances freedom with responsibilities.

This bill is about helping protect what we value as Australians: difference, fairness, choice, charity, and if we are not hurting others, the right to live our lives as we choose to. If this bill is passed and becomes a law, it will create a balance between fairness, choice, and fulfilling religious obligations. The new law will provide freedom to the religious school, health, and health care centres to recruit staff according to their faith requirements and background. It will also assist the management to follow their religious practices. For example, Islamic schools can freely implement a policy for students to wear an Islamic dress or headscarf. Islamic schools can advertise for teaching jobs only for teachers of the Islamic faith, similarly, Christian and Jewish schools can also do the same fulfilling their faith requirements. The patients in the hospital will without hesitation ask for their dietary, cultural, or religious needs and the management must follow as per law. A residential aged care facility will need to provide services to their clients according to their faith essentials. Once the bill becomes law, a position for a religious discrimination commissioner would also be created within the Human Rights Commission.

Acknowledging and supporting this new bill, I would like to request the honourable Prime Minister, Scott Morrison, parliamentarians, and lawmakers to take further action and make punishment laws to protect the respect and honour of the Holy Books and Messengers of God for all religions. No one should be allowed to disrespect or humiliate any Holy Book (The Quran, The Bible, The Torah, The Tanakh, The Vedas, The Granth, The Tipitaka, or any other) and the Holy Prophets and Messengers of God (Allah).

For example, when a problem-creator says something, writes something, or displays an image that disrespects the Quran or the Prophet Muhammad (PBUH), it hurts Muslims across the globe.

The Muslim community does not tolerate insults or abuse directed at Prophet Muhammad (PBUH) or the Holy Quran that causes chaos and irreparable damage to the multicultural and multifaith society.

Australia is a multicultural and multifaith nation with a sense of sensitivity to religious beliefs, their emotions, and the feelings of their adherents.

Australia has never experienced an incident of abuse of the Holy Book or Prophet, but if you look at what has happened around the world, such as in France, it caused protests in Islamic countries when someone insulted the Prophet Muhammad (PBUH). Instead of condemning the action of an individual, the French President backed the action of a person, and that led to worldwide agitation, tension, and unhealthy relations created between France and many Islamic countries. And the same case is for Christians if someone abuses or insults Jesus (PBUH), we must protect Australia from these poisonous people. We must protect Australia from these types of shameful incidents and sick-minded people who abuse or insult any religion. Hence, It is also necessary to pass laws that prohibit people from disrespecting or dishonouring any Holy Book or Prophet in Australia.

Solar World
Residential & Commercial
Government Rebate Still Available
১০ম বর্ষে পদার্পন উপলক্ষে সকল গ্রাহক শুভানুধ্যায়ীদের বিশেষ শুভেচ্ছা
Special discount
(18+4 panel free)
6.6 kw - $2499*
Quality Assured
We Provide CEC accredited Product
Suprovat Sydney Copy Right Protected
1300 131 989
HOT LINE : 0430 534 809
T & C apply*

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, December-2021
Year-13

সিডনিতে বাংলাদেশী মার্শাল আর্ট চ্যাম্পিয়নদের ৩০ বছর উদযাপন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ২১ শে নভেম্বর ২০২১ রবিবার সিডনির নেপিয়ান ড্যাম পিকনিক পয়েন্ট নামক এক নয়নাভিরাম পরিবেশে উদযাপিত হলো বাংলাদেশী মার্শাল আর্ট চ্যাম্পিয়নদের ৩০ বছর। স্বল্প পরিসরে অত্যান্ত আনন্দঘন পরিবেশে এ ধরনের একটি অনুষ্টানের আয়োজন করেন আসাদ চৌধুরী সেলিম ও মোহাম্মদ মোর্শেদ আলম খোকন।
গত ৩০ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে নয় জন টগবগে যুবক অস্ট্রেলিয়া আসেন আন্তর্জাতিক চ্যাম্পিয়নশিপ মার্শাল আর্টে অংশ গ্রহণ করতে। এ খেলোয়াড়রা হচ্ছেন কাজী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম,মোহাম্মদ আসাদ চৌধুরী সেলিম,মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম ,মোহাম্মদ মোর্শেদ আলম খোকন,মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম,রাজা মনোয়ার খান মানিক, মনেশ রায়,সায়ীদ আহমেদ,জামাল উদ্দিন আহমেদ কাজল।
জামাল উদ্দিন আহমেদ কাজল ছাড়া বাকি সবাই সিডনির বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করেন স্থায়ীভাবে। পরিবার পরিজন নিয়ে অসম্ভব ব্যস্ততার ভিতরও সবাই একে অপরের সাথে খুব আন্তরিকভাবে যোগাযোগ রেখেছেন ,তারই বহি:প্রকাশ এ ধরণের একটি মিলন মেলা। শুরুতেই নামাজ ও সমগ্র উম্মতের জন্য দোয়া পরিচালনা করেন মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। তারপর আয়োজকদের পক্ষে চমৎকার বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ আসাদ চৌধুরী সেলিম ও মোহাম্মদ মোর্শেদ আলম খোকন। পরবর্তীতে উপস্থিত মার্শাল আর্ট চ্যাম্পিয়নদের সকলেই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তাদের মনের কথাগুলো ফুটিয়ে তোলেন। কোনো ভূমিকা বা হোমরা চোমরা ছাড়া ছোট্ট পরিসরে এ ধরনের একটি ঘরোয়া আয়োজন সত্যি প্রশংসনীয়। অনেকে তাদের সিডনিতে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন ,কেউ আবার প্রথম জীবনে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এককথায়, পুরো অনুষ্ঠানটি ছিল প্রাণবন্ত।
এরপরই শুরু হয় দেশীয় রকমারি ঐতিহ্যবাহী সুস্বাদু খাবারের পালা। খাসির কাচ্চি, ল্যাম্ব রেজালা,সালাদ,কোপ্তা,হ্যান্ড স্লট মুরগির রোস্ট ও রকমারি কোমল পানীয়। এছাড়া খাবারের পর মিষ্টান্ন ছিল চমৎকার। সবশেষে চায়ের আয়োজন ও গপ-শপ। তবে উপস্থিত মেহমানদেরকে আতিথিয়েতার কোনো কমতি তারা দেখাননি। আগামীতে আরো সুন্দর ও আরো বড় পরিসরে অনুষ্ঠান করার সংকল্প ব্যক্ত করে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্টানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper । সত্যের সাথে সব সময়

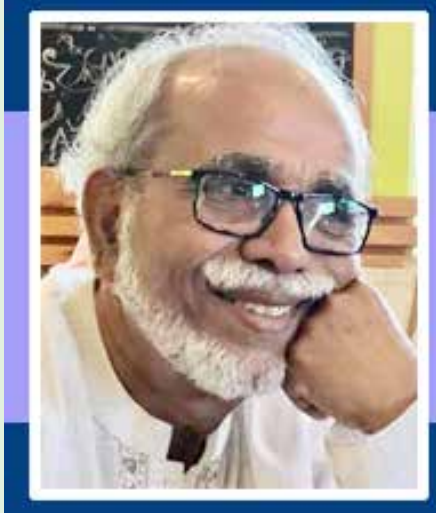

কলাম

কায়সার আহমেদ
সাংবাদিক ও কলামিস্ট

Suprovat Sydney

উপ-মহাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও কলুষিত রাজনীতি

ভারতীয় উপ-মহাদেশের ইতিহাস স্বাক্ষী ক্ষমতালোভী স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদরা মহাদেশ ভেঙ্গেছে। ভেঙ্গেছে উপ-মহাদেশ, দেশ, মানুষের ঘর, ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের সম্পর্ক। সৌহার্দ সম্প্রীতি ভেঙ্গেছে। শুধু তৈরী করেছে ধর্ম বৈষম্য। ভারতের কলকাতায় ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্টে সংঘটিত নৃশংস দাঙ্গাই দেশ বিভাগের ভিত্তি রচনা করেছিল বলে ঐতিহাসিকরা দাবী করেন। কারণ সেদিনের সংঘটিত সেই হত্যাযজ্ঞ ঘটানোর মাধ্যমেই নষ্ট রাজনীতি বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে হিন্দু মুসলমানেরা আর একসাথে থাকতে পারবে না, অতএব দেশ বিভাগ অপরিহার্য।

ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ সালে বৃটিশ কলোনিয়াল শাসন থেকে ভারতকে ধর্মের দোহাই দিয়ে দ্বিখন্ডিত করে ভারত-পাকিস্তান এর স্বাধীনতা লাভ। জন্মলগ্নেই, হাজার হাজার বছর ধরে একত্রে বসবাস করা হিন্দু-মুসলমান এর মধুর সম্পর্কে ফাটল ধরানো হলো। রাজনীতির গেরাকলে, নেতাদের ইন্ধন ও তৎকালিন সরকারের চরম ব্যার্থতায় পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে গেল। সে দাঙ্গায় হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান তাদের প্রাণ হারাল। বাস্তুচ্যুত হল লক্ষ লক্ষ মানুষ। উপমহাদেশের অর্দ্ধেকেরও বেশী মুসলমানকে ভারতে রেখেই মুসলমানদের নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলো। আসলে কি তাই? প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দুইটি বৈরী ভাবাপন্ন দেশ, যা তারা এখনো লড়ে চলছে। পূর্বসুরিদের নিকট থেকে সেই দাঙ্গা আর নৃশংসতার গল্প শুনে শুনে একে অপরের প্রতি ঘৃনা নিয়ে বেড়ে ওঠা প্রজন্ম আজো সেই দু:স্বপ্ন ভুলতে পারছে না। আর কতকাল একে অপরের প্রতি এই ঘৃনা?

সেই থেকে শুরু, আজ পর্যন্ত সুযোগ-সন্ধানী অসৎ রাজনীতিবিদরা তাদের প্রয়োজনে হিন্দু-মুসলমান এর বিভেদকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। জনগনের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানোর চেষ্টায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে ওঠেছে তাদের একমাত্র মোক্ষম অস্ত্র। তা আমরা দেখেছি পাকিস্থান জন্মের পরপরই ১৯৫০ সালে জিন্নাহ'র রাষ্ট্রীয় ভাষা উর্দু করার ঘোষনার প্রতিবাদে আন্দোলনের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাতে, ভারত-পাকিস্তানে রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা অত:পর দুই দেশের যুদ্ধ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকে হিন্দু রাষ্ট্র ভারতের ষড়যন্ত্র দোহাই দিয়ে আমাদের বিভক্ত করার চেষ্টা করেছে। সফল হয়নি।

এমনকি বাংলাদেশে স্বৈরাচার এরশাদ তার পতনের আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্যে দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে সামরিক শাসন বা জরুরী ঘোষনার অজুহাত খুজেছিলো। কৌশল হিসেবে ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার দুবছর আগেই ১৯৯০ সালে মসজিদ ভাঙ্গার মিথ্যে গুজব ছড়িয়ে এরশাদ সরকার তার পোষা গুন্ডা ও পা চাটা প্রশাসনকে কাজে লাগিয়েছিলেন, কিন্তু তৎকালিন বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র কঠোর অবস্থান ও ঐক্যবদ্ধ দলীয় কর্মীদের পাহাড়ায় সে দাঙ্গা ঠেকিয়ে দেয়া হয়েছিল। অথচ তারও দুবছর পর হিন্দু উগ্রবাদীরা ১৯৯২ সালে ভারতের বাবরী মসজিদ গুড়িয়ে দেয় এবং সেটাও ছিলো রাজনৈতিক উষ্কানিমূলক অথচ সেখানেও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ভারতের তৎকালিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এল কে আদভানী স্বয়ং ।

ধর্মনিরপেক্ষতা (ংবপঁৎধষরংস) শব্দটি পাকিস্তান সময়ে বলা হত ধর্মহীনতা। ধর্মনিরপেক্ষতার কোন নির্দিষ্ট ইংরেজী প্রতিশব্দ নেই। "জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান তাই ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর সংসদে দেওয়া ভাষণে আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়-মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রের কারো নেই। তেমনি হিন্দু-খৃষ্টান-বৌদ্ধরা তাদের নিজ ধর্ম পালন করবে, তাদেরও বাধা দেবার ক্ষমতা কারো নেই। ধর্ম অত্যন্ত পবিত্র জিনিস"।

সম্প্রতি ২০২১ সালের অক্টোবরে কুমিল্লায় দুর্গা পুজার মন্ডবে হনুমানের পায়ে মুসলমানদের পবিত্র কোরআন রাখার অজুহাতে, সমগ্র দেশে যে নৃশংস তান্ডব চালানো হয়েছে তা আমাদের সবার জন্যে লজ্জার। বিষয়টি সকলকে ব্যথিত করেছে। হৃদয়ে রক্ত ক্ষরণ হয়েছে। ইসলাম শান্তির ধর্ম, তাই এ ক্ষেত্রে তাদের কি করতে হবে? কোন রাজনৈতিক অসৎ উদ্দ্যেশ্যের কারণে বা কোন একজন বা একটি ছোট্ট কুচক্রী দলের কারণে সমগ্র সনাতন ধর্মীদের দায়ী করে তাদের গর্দান ফেলে দিতে হবে? তাদের প্রতিমা ভেঙ্গে চূড়ে তাদের ঘর-বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিতে হবে? আমরা মুসলিম হতে পারি কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হতে পারিনি। যদি তার উম্মত হতাম তাহলে কারো বাড়িতে আগুন দিতাম না। সম্প্রতি বাংলাদেশে ক্বোরআন অবমানের ঘটনা যারা ঘটিয়েছেন তারা সাম্প্রদায়িক অপশক্তি নয়, তারা রাজনৈতিক অপশক্তি।

যদি আমরা প্রকৃত মুসলমান ও রসুল (স:) এর উম্মত হই তবে হাদিস অনুসরন করুন। এ ব্যাপারে সমাধান আমাদের হাদিসেই আছে। "আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, একদিন এক বেদুইন দাঁড়িয়ে মসজিদে প্রস্রাব শুরু করলো। উপস্থিত লোকজন দেখে উত্তেজিত হয়ে তাকে বাধা দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু প্রিয় নবী (স:) তাদের বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। ওর প্রস্রাব শেষ হলে ওখানে এক বালতি পানি ঢেলে দিয়ো। রাসুলে করিম (স:) এর সামনে জঘন্য অপরাধ ছিলো না? তিনি তাকে কোন অপদস্থ করতে দেননি বরং বলেছেন "নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, তোমাদের সহজ ও বিণয়ী আচরণ করার জন্যে পাঠানো হয়েছে, কঠোরতা বা উগ্রতার জন্য পাঠানো হয়নি (বোখারী শরিফ:২২০)"। এ যদি হয় হাদিস তবে বিবেকহীন হয়ে আপনি কেন যাবেন প্রতিমা ভাঙ্গতে, ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে? আপনি কি হাদিসের উপরে? আপনিতো জানেন না কাজটি কে করেছেন? যে করেছেন সে কি হিন্দু না কোন অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিয়ে কোন মুসলমান করেছেন? আমাদের একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে এ পর্যন্ত জালিম শাসক এসেছে, ক্বোরআন ধংস করতে পারেনি। মনে রাখবেন, ক্বোরআন রক্ষার দায়িত্ব স্বয়ং মহান আল্লাহতা'লার নিয়েছেন। (সুরা-১৫[৫৪] হিজর, আয়াত:৯) তে আল্লাহ বলেছেন, "নিশ্চয়ই আমিই ক্বোরআন নাজিল করেছি এবং অবশ্যই আমিই তা সংরক্ষন করব।

ইসলামকে রাজনৈতিক দাবার গুটি বানানোর অপচেষ্টায় স্বৈরশাসক এইচ এম এরশাদ ১৯৮৮ সালে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করেন। তৎকালিন বিরোধী দলবৃন্দ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বিএনপি এমনকি জামায়াত ইসলাম সহ সকলে এর প্রতিবাদ করেছিলেন। দু:খজনক হলেও সত্যি যে বিএনপি-জামাত জোট এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরও এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। দেশনেত্রী বেগম জিয়া উক্ত বিল পাশের বিরোধিতা করে বলেছিলেন রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করে জাতিকে বিভক্ত করা হচ্ছে।

আমাদের অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ। একই এলাকার চা দোকানে একই কাপে হিন্দু মুসলিম চা খেয়ে যুগের পর যুগ বসবাস করছি। স্কুল কলেজে পড়ার সময় হিন্দু আর মুসলিম বন্ধু একসাথে চলাফেরা করেছি। হিন্দু মুসলিম পাবলিক বাসে, রিক্সায়, ক্লাসের বেঞ্চে পাশাপাশি বসে সুন্দরভাবে চলাফেরা করছি । কারো কোন সমস্যা হয়নি। দেশের অনেক জায়গায় মসজিদ আর মন্দির আছে একই এলাকায়। যে যার ইবাদত করছে, যুগ যুগ ধরে কারোরই কোন অসুবিধা হয়নি। বিশ্বেও আর কোন দেশে এরকম সুন্দর দৃষ্টান্ত কেউ দেখাতে পারবে না। তবু কেনো এসব হচ্ছে? গুটি কতক মানুষ এর জন্য দায়ী। এরা গভীর ষড়যন্ত্র করছে বছরের পর বছর। যখনই সুযোগ আসে তখনই এরা ছোবল দিয়ে নিজ স্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত হয়

ধর্মের নামে মানুষে মানুষে হানাহানিতে। গুটি কতক রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক দল আর গুন্ডা মাস্তান ব্যতিত আমাদের দেশের মানুষ সত্যিকারে অসাম্প্রদায়িক, আমরা হিন্দু মুসলিম বিভেদ করিনা।

ভারতীয় উপ-মহাদেশ তখনও জাতি হিসাবে পরিণত হয়ে উঠেনি, এদেশের মূল উপদান সমাজ এবং তার আধার যে গ্রাম ভিত্তিক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও জাত-পাত- এ সত্য সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ব্রিটিশ শাসকদের চোখে ধরা পড়তে বিলম্ব হয়নি। ভারতবাসী কোন উপলক্ষ্যে মিলিত হতে পারলে শাসকদের অবস্থা কী শোচনীয় করে তুলতে পারে তার বিপজ্জনক পরিচয় তারা পেয়েছিলেন ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। এর যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তাই ব্রিটিশ সরকার এক রয়াল কমিশন নিযুক্ত করলেন ১৮৫৯ সালে। এই কমিশন প্রথমেই ভারতীয় সৈনিকদের ধর্ম ও জাত ভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলার সুপারিশ করলো এবং সৃষ্ট হলো রাজপুত, শিখ, মাহার, জাঠ, আহির রেজিমেন্টগুলো। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভিত মজবুত করতে অপর যে বিষবৃক্ষের বীজ তারা বপন করেছিলো তা হলো সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারতের ইতিহাস রচনা ও শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার সেই বিষকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের রক্তে ছড়িয়ে দেয়া।

প্রথম যুগের ইংরেজ ঐতিহাসিকরা ভারতের ইতিহাসকে তিন ভাগে ভাগ করেন এবং দীর্ঘকাল ভারতীয় ঐতিহাসিকরাও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। ভাগগুলি হলো (আদি) হিন্দু যুগ, (মধ্য) মুসলমান যুগ এবং আধুনিক যুগ। আদি যুগে হিন্দু ছাড়াও বৌদ্ধ এবং শক-হুণ-গ্রীক শাসক ছিলেন এবং মুসলমান যুগের শাসকরা ইসলামের অনুগামী বলে নিজেদের পরিচয় দিলেও তাঁদের মধ্যে আরব, তুর্কী, পারসী, আফগান, পাঠান, মোগল নানা গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠীর পার্থক্য ও স্বার্থ সংঘাত ছিল - এ সত্যকে উহ্য রাখা হয়। যার উপর জোর দেয়া হয় তা হলো- বিদেশী বিধর্মী ভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতির বিজেতারা স্থানীয় হিন্দু রাজাদের পরাস্ত করেন। অথচ এক রহস্যজনক কারণে ইংরেজের বিজয়কে পূর্বোক্ত দুই কাল বিভাগের অনুসরণে হিন্দু ও মুসলমান যুগের মত খ্রীষ্টান যুগ না বলে আধুনিক যুগ আখ্যা দেয়া হয়। দুরভিসন্ধি স্পষ্টত: দৃষ্টিগোচর। প্রায় এক শতাব্দী কাল বিশেষ করে ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসের এই বিকৃত সাম্প্রদায়িক উপস্থাপনা ও পঠন-পাঠনের ফলে কয়েক প্রজন্মের শিক্ষিত উপমহাদেশীয়দের চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণা দুষিত করা হয়েছে। এর জের আজও চলছে। আজো লক্ষ করা যায় পৃথিবীর কোন প্রান্তে কোন হত্যাকান্ড বা বোমাবাজীতে মুসলমান নামের কেউ জড়িত থাকলে তাকে "মুসলমান আতংকবাদী" বলে সকল মিডিয়াতে প্রচার করা হয় আর সেখানে যদি অন্য ধর্মাবলম্বীর হয় তখন বলা হয় "দুষ্কৃতকারী" বা সাইকো।

ব্রিটিশরা শিক্ষার মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানদের ভেদভাবে প্রচারের নীতি সম্বন্ধে ড: বিশ্বম্ভর নাথ পান্ডে বিভিন্ন উদাহরন দিয়েছেন যার মধ্যে - টিপু সুলতানের তথাকথিত অত্যাচার হবার ভয়ে তিন হাজার ব্রাম্মনের আত্মহত্যার অলীক কাহিনী কি ভাবে জনৈক কর্ণেল মাইলসের রচনার ফলে বহু বছর ভারতের কয়েকটি প্রদেশে ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা ছিল। ইতিহাসে বিকৃতি সাধান-প্রয়াসের প্রথম চরণ যদি ভেদনীতির জন্য মিথ্যার আশ্রয় হয়ে থাকে, তবে তার দ্বিতীয় চরণ হলো সত্য গোপন। কয়েকটি উদাহরন এখানে তুলে ধরা হলো। এটা সত্য যে আরব, তুর্কী, পাঠান, মোগল বিজেতাদের অনেকে ভারত উপমহাদেশ আক্রমন করেন। কিন্তু সচরাচর তা ইসলামী জেহাদীর ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, নিছক সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য। নচেৎ অন্যত্র তো বটেই এমন কি ভারত উপমহাদেশের বুকেও পূর্বতন মুসলমান বিজেতার সঙ্গে একই ধর্মে বিশ্বাসী নূতন বিজেতার-- আরবের সঙ্গে তূর্কীর, তূর্কীর সঙ্গে পাঠানের ইত্যাদির যুদ্ধ হত না। শুধু তাই নয় একই নরগোষ্ঠী (ৎধপব) ও ধর্মের-- আরবের সঙ্গে আরব বা তূর্কীর সঙ্গে তূর্কীর সাম্রাজ্যের লোভে যুদ্ধ রক্তপাত ও লুণ্ঠন ইত্যাদির বহু উদাহরন এ উপমহাদেশর ইতিহাসে আছে। ঐতিহাসিক রামাধারী সিং দিনকর ঠিকই বলেছেন যে, "ছয়শত বছরের শাসনকালে মুসলমানরা অধিকাংশ যুদ্ধ মুসলমানদেরই বিরুদ্ধে করেছেন। ১৩৯৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর রাজসিংহাসনে যে ৩৫জন সুলতান বসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ১৯ জনের হত্যা হিন্দুদের হাতে হয়নি, হয়েছিল মুসলমান প্রতিদ্বন্দীদের হাতে। উপমহাদেশের পুরাতন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে মধ্যযুগের এই রাজায় রাজায় (হিন্দু, মুসলমান ও শিখ) যে লড়াই হয়েছে, আসলে তা তাঁদের ব্যাক্তিগত সাম্রাজ্য বিজয় অথবা রক্ষা করার কাহিনী। এ আদৌ হিন্দু বনাম মুসলমান বা মুসলমান বনাম শিখের যুদ্ধের বিবরণ নয়।

যখন ভারতে একজন মুসলিম ছেলেকে টেনে হেছড়ে নিয়ে মারধর করে জীবিত অবস্থায় যৌনাঙ্গ কেটে দিয়েছিলো তখন আমরা হিন্দু ধর্ম বা সকল হিন্দু ধর্মালম্বীদের দোষ দেইনি। প্রায় সারাবছরই বিশেষ করে ভারতে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর কোন না কোন ভাবে মুসলিমরা যে পরিমান অত্যাচারের স্বীকার হচ্ছে তার বিপরীতেও আমরা ধর্মকে দোষ দিইনি। কাশ্মীরে যখন আসিফা বানুকে মন্দিরে রেখে পুরহিত সহ কয়েকজন মিলে টানা তিনদিন দলগতভাবে ধর্ষন করে মেরে জঙ্গলে ফেলে দেয়া হয়েছিলো তখনো আমরা ধর্মের দোষ দেইনি। শাপলা চত্বরে ক্বোরআন শরীফ পুড়িয়ে ফেলার ঘটনায় কয়েক মাস পর বিশ্বাস বাবুর নাম প্রকাশ্যে আসার পরও কিন্তু আমরা ধর্মকে দোষ দেইনি। কেনো দিব? কারণ আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে কোন ধর্মই ধর্মের দোহাই দিয়ে কোন মানুষকে অন্যায় ভাবে মেরে ফেলতে বা অত্যাচার করার অনুমতি দেয়নি। ভারতের ত্রিপুরায় মুসলমানদেরকে অত্যাচার করে তাদের বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা কোনো বিবেকবান মানুষ সমর্থন করবে না।

কবি শংকল দয়াল শর্মা ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি (১৯৯২-৯৭) পবিত্র ক্বোরআন নিয়ে হিন্দিতে একটি কবিতা লিখেছেন, তার ইংরেজী অনুবাদ পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরলাম:

"It was a command for action;
You turned it into a book of prayer.
It was Book to understand;
You read it without understanding.
It was a code for the living;
You turned it into a manifesto of the dead.
That which was a book of knowledge;
You abdicated to the ignoramus.
It came to give life to dead nations;
You used it for seeking mercy for the dead.
O' Muslims! What have you done?"

কুমিল্লায় পূজা মন্ডবে মূর্তির পায়ে পবিত্র ক্বোরআন পাওয়ার পরও আমরা যখন বলছি এটা ষড়যন্ত্র ঠিক, তারপরেও হিন্দুদের সাথে হয়ে যাওয়া ঘটনাও গভীর ষড়যন্ত্র। এখানে ধর্মের কোন দোষ নেই। কতগুলো ভাই মরে গেলো। পরদিন কত গুলো দাদা মরে গেলেন। এর জন্যে কিছু কুলাঙ্গার দায়ী। ইসলাম নয়। মুসলমান না, হিন্দু না, সনাতন ধর্ম নয়। ক্বোরআন অবমাননার ঘটনা যারা ঘটিয়েছেন তারা সাম্প্রদায়িক অপশক্তি নয় তারা রাজনৈতিক অপশক্তি। এই সমস্য আজ শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের নয়, বাংলাদেশী হিসেবে এদায় আমাদের সবার। চুপ করে বসে থাকলে হবে না। ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধে আমাদের মুল শ্লোগান ছিলো "বাংলার হিন্দু, বাংলার খৃষ্টান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান। আমরা সবাই বাঙালী"। এই শ্লোগান তুলেই আমরা হানাদার বর্বর পাকবাহিনীকে প্রতিরোধ করে, আত্মসমর্পনের বাধ্য করেছিলাম। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত অসাম্প্রদায়িক স্বাধীন বাংলাদেশ আমাদের সবার। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের অপচেষ্টাকারী দুষ্কৃতিকারীদের হাত ভেঙ্গে দেবার এখনই সময়। রুখে দাড়াতে হবে। ১৯৭১ এ পাক সরকার আর ১৯৯০ তে এরশাদ সরকার যে বিভেদ তৈয়ার করতে পারেনি, আজ আমরা কেন হেরে যাচ্ছি?

খেলাধুলা

খেলাধুলা বিষয়ক কিছু সাধারণ জ্ঞান

● ২০১৭ সালের আইসিসি চ্যাম্পিয়ন ট্রফি কোথায় হবে?
Ans: ইংল্যান্ডে

● কোন ক্রিকেটার ‘ একদিবসীয় ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরি (৩১ বলে ১০৪) করে পূর্বে নিউজিল্যান্ডের কুরি অ্যান্ডারশনের (৩৬ বলে ১০০) রেকর্ড ভেঙে নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়লেন ?
Ans: এ বি ডেভিলিয়ার্স।

● নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়কের নাম কী যিনি ৭৯ তম পুরুষ খেলায়োড় হিসাবে আই সি সি -র হল অফ ফেম ’ নির্বাচিত হয়েছেন ?
Ans: মার্টিন ক্রো।

● কোন ক্রিকেটার একদিবসীয় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ইতিহাসে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে পরপর চারটি শতরান করেছেন ?
Ans: শ্রীলঙ্কার কুমার সাঙ্গাকারা ।

● ৬৯ তম সন্তোষ ট্রফিতে পাঞ্জাবকে ৫-৪ গালে (ট্রাইব্রেকার) হারিয়ে কে জয়লাভ করল ?
Ans: সার্ভিসেস ফুটবল দল ।

● বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০১৫ -তে কোন ক্রিকেটার সব থেকে বেশি রান করার রেকর্ড অর্জন করলেন ?
Ans: মার্টিন গাপটিল (২৩৭ রান, নিউজিল্যান্ড) ।

● কে ইন্ডিয়া ওয়েলস ওপেন টেনিস (পুরুষ) সিঙ্গেলস -এ রজার ফেডেরারকে হারিয়ে জয়লাভ করলেন ?
Ans: নোভাক জকোভিচ (সার্বিয়া)

● বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সর্বপ্রথম ডবল সেঞ্চুরি করা ব্যাটসম্যানের নাম কি ?
Ans: ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিস গেইল ।

● একদিবসীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে দু’বার দ্বিশতরানের নজির গড়লেন রাহিত শর্মা । তিনি কোন দেশের বিরুদ্ধে কত রান করেন ?
Ans: অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২০৯ রান, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ২৬৪ রান ।

● ২০১৫ সালে ডুরান্ড কাপ ফুটবল প্রতিযাগিতা জিতল কোন দল ?
Ans: সালগাওকর ।

● কোন দেশকে হারিয়ে প্রথমবার ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযাগিতা জিতল সুইজারল্যান্ড ?
Ans: ফ্রান্স

● ২০১৫ সালে ‘ সি কে নাইডু লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট ’ পেলেন কোন ক্রিকেটার ?
Ans: দিলীপ বেঙ্গসরকার ।

● দ্রুততম (৫৬ বলে) টেস্ট সেঞ্চুরির নজির স্পর্শ করলেন পাকিস্তানের মিসবা উল হক । কার রেকর্ড স্পর্শ করলেন ?
Ans: ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভিভিয়ান রিচার্ডস ।

● প্রথম কৃয়াগ মহিলা হিসেবে সাঁতারে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হলেন আলিয়া অ্যাটকিনসন । তিনি কোন দেশের নাগরিক ?
Ans: জামাইকা ।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

অস্ট্রেলিয়ান মুসলিম ওয়েলফেয়ার সেন্টারের নির্বাচন (২০২১-২৩) অনুষ্ঠিত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ২৭ নভেম্বর ২০২১ শনিবার সিডনির মিন্টোতে অস্ট্রেলিয়ান মুসলিম ওয়েলফেয়ার সেন্টারের অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে আনিসুল- সাদিকুর পরিষদ প্যানেল এবং জলিল- খাইরুল পরিষদ প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

অবশেষে বিজয়ী হলেন আনিসুল- সাদিকুর পরিষদ:

সভাপতি ডঃ আনিছুল আফসার, সাধারণ সম্পাদক সাদিকুর রহমান খান মুন, সহ সভাপতি সাইফুল ইসলাম (ইঞ্জিনিয়ার) ও সহ সভাপতি ডঃ আবুল কাশেম।

উপরোক্ত পদগুলো ছাড়া বাকী ১৩ টি পদে প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী হচ্ছেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাবিব ভুইয়া(ইঞ্জিনিয়ার), কোষাধ্যক্ষ জাহেরুল ইসলাম, প্রকাশনা এবং প্রচার সম্পাদক মোঃ আতিকুর রহমান, শিক্ষা এবং যুব বিষয়ক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক আহসানুল হক, সামাজিক কল্যাণ এবং বিনোদন সম্পাদক শফিউর রহমান, নির্বাহী সদস্য গোলাম কিবরিয়া, আলমগীর কবির (ইঞ্জিনিয়ার), ডঃ বিলাল হোসেন, শাহ এ মতিন (পপলু), গোলাম জিলানি, আবুল হায়াত ভুইয়া ও এটিএম মোরশেদুল ইসলাম। নব নির্বাচিত কমিটিকে সুপ্রভাত সিডনির পক্ষ থেকে অফুরন্ত শুভ কামনা ও খায়েরের কামনা।

ল্যাকেম্বায় একটিভ প্রো-টেক্সের উদ্দ্যেগে বারবিকিউ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ২৮শে নভেম্বর ২০২১ রবিবার দুপুরে ল্যাকেম্বার একটিভ প্রোটেক্সের উদ্দ্যেগে এক প্রীতি বারবিকিউর আয়োজন করা হয়। একটিভ প্রোটেক্সের অফিস সংলগ্ন জায়গায় একটি তাঁবুর নিচে এ আয়োজন করা হয়।

কমিউনিটির বিশিষ্টজন, সমাজসেবী,সাংবাদিক,লেখক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ল্যাকেম্বার স্টেট এমপি মি.জিহাদ দিব এমপি ও লেবার পার্টির স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

AUSTRALIA 24 NEWS

Australia 24 News, is a world-wide circulated online television channel, where you can boost up your innovation, community events, your business and personal interview to make your Australian political platform stronger in the Australian community. We are helping you to produce documentary video news, promo video news, and voice over for your personal events and it's a great opportunity to highlight your positive activities through this media.
Feel free to contact with us to get involve with AUSTRALIA 24 NEWS.
Email: editor@australia24news.com.au

ব্রাহ্মণবাদীদের স্তন কর' বা Breast Tax মুলাককারাম

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

ভারতীয় উপমহাদেশে আজ থেকে প্রায় দুশ' বছর আগে ভারতের কিছু অঙ্গরাজ্যে হিন্দুদের মধ্যে এক প্রকার ট্যাক্স বা কর প্রচলিত ছিল। করটির নাম- 'স্তন কর' বা 'Breast Tax'। এর আরেকটি নাম মুলাককারাম (Mulakkaram)। আর এরকম একটি রাজ্যের নাম ট্রাভোঙ্কর। বর্তমানে সেই এলাকা কেরালা রাজ্যের অধিন।

এ রাজ্যে তখন নিয়ম ছিলো ব্রাহ্মণ ব্যতিত অন্য কোনো হিন্দু নারী তার স্তনকে ঢেকে রাখতে পারবে না। শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ শ্রেণির হিন্দু নারীরা তাদের স্তনকে এক টুকরো সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে পারতেন। বাকি হিন্দু শ্রেণির নারীদেরকে প্রকাশ্যে স্তন উন্মুক্ত করে রাখতে হতো। সেইভাবে তাদেরকে বাইরের কাজ-কর্ম বা চলাফেরা করতে হতো। তবে বিকল্প একটা ব্যবস্থা ছিল। যদি কোনো নারী তার স্তনকে কাপড় দ্বারা আবৃত করতে চাইতো, তবে তাকে স্তনের সাইজের উপর নির্ভর করে ট্যাক্স বা কর দিতে হতো। যার স্তন যত বড় তাকে তত বেশি ট্যাক্স বা কর দিতে হত। এই নির্মম করকেই বলা হয় স্তনকর বা ব্রেস্ট ট্যাক্স। নিম্নশ্রেণির গরীবদের জন্য যা ছিল "বোঝার উপর শাকের আঁটি"। উচ্চ হারের স্তনট্যাক্স দেওয়া নিম্নশ্রেণির গরীবদের পক্ষে সম্ভব হতো না। ফলে তাদের নারীদেরকে প্রচলিত রীতি অনুসারে স্তন উন্মুক্ত রেখেই বাইরে বেরুতে হতো।

'মুলাক্করম' বা 'স্তন শুল্ক'র বড় অংশই যেত রাজাদের কুলদেবতা পদ্মনাভমন্দিরে। দলিতদের আজীবন ঋণের নিগড়ে বেঁধে রাখার এই ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় আলাপুঝার এঝাওয়া সম্প্রদায়ের এক নারী, নাম নাঙ্গেলী, (Nangeli অর্থ সুন্দরী)। ১৮০৩ সালে এই সাহসিনী নারী রাজার ওই নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে তার স্তনকে আবৃত করে রাখে এবং

নাঙ্গেলীর স্বামী চিরুকান্দন স্ত্রীর মৃত্যু শোক সইতে পারে না, সেও নাঙ্গেলীর চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে

"স্তন কর" দিতে অস্বীকৃতি জানায়। যখন গ্রামের ট্যাক্স কালেক্টর তার বাড়িতে আসে তার কাছে স্তন কর চাইতে, তখন নাঙ্গেলী তাকে কিছুক্ষণ বসতে বলে সে অন্য ঘরে গিয়ে একটা কলাপাতা ঘরের মেঝেতে বিছিয়ে মঙ্গল প্রদীপ জ্বেলে প্রার্থনা করতে বসে। প্রার্থনার কিছুক্ষণ পরে নাঙ্গেলী নিজের স্তন ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেটে ওই কলাপাতায় মুড়ে ট্যাক্স কালেক্টরের হাতে দেয়। কাটা স্তন দেখে ট্যাক্স কালেক্টর চমকে ওঠে। ট্যাক্সের বদলে কাটা স্তন! স্তন কাটার কিছুক্ষণ পরেই নাঙ্গেলীর মৃত্যু হয় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে। নাঙ্গেলীর স্বামী চিরুকান্দন স্ত্রীর মৃত্যু শোক সইতে পারে না, সেও নাঙ্গেলীর চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে।

প্রসঙ্গত : ইসলামেই প্রথম নারীর ইজ্জত, সম্মান সুরক্ষার নিশ্চয়তা দিয়েছে।

Winner of the Suprovat Sydney writing competition article!

Suprovat Sydney: A Platform to Rejuvenate

Dr. Fazle Rabbi

You may start your day in a calmer way by using the Bengali expression "Suprovat," which means "Good Morning." We all know that a pleasant morning is made up of various things, but it is enjoyed by the majority of people. This was validated in 2018 by a highly scientific Twitter poll. Since 2009, the "Suprovat Sydney," one of Australia's most important Bangladeshi community publications, has been seeking to transmit this inner tranquilly via the use of this one-of-a-kind phrase as well as all of its resources.

The editor in chief of Suprovat Sydney, Abdullah Yousuf Shamim, always has a vision of bringing inner peace to multicultural Australian society through assuring harmony. That was one of the main motives he consented to assume the responsibility of publishing this community newspaper in the first place. "It is a universal reality that 100 years ago, none of us were here, and 100 years from now, none of us will exist in this planet," Abdullah adds, "However, we must do a lot of good things in a short period of time to guarantee peace and harmony in our multicultural community. Perhaps it was the initial impetus for the Australian Bangladeshi community newspaper "Suprovat Sydney" to begin publication in 2009."

The articles in this newspaper have always stressed the need to appreciate various cultures. Suprovat Sydney's whole team has been working to build a bridge of friendship amongst diverse ethnic groups in this heterogeneous culture. As a result, the Suprovat Sydney family has been working together on the same platform to strengthen the community, improve the lives of future generations, and transform Australia into the safest nation on this planet. Since its inception, Suprovat Sydney has been working with members of the community and other federal and state authorities to deliver better services to the community.

Suprovat Sydney is also regarded as the community's voice because of its originality and constancy in vision and mission. Its goals, approaches, and publications are likewise distinctive from several perspectives. To the author's knowledge, its logo is trademarked, and it is Australia's first community newspaper with an "International Standard Serial Number" (ISSN). This ISSN is assigned to authorised Australian serial publications produced in Australia by Australian publishers. Suprovat Sydney is also the first Bangladeshi community newspaper in Australia to declare that its publication is devoid of plagiarised content. As a result, Suprovat Sydney has earned the trust of its stakeholders as a credible leader in its cohort, and it has marched on with that banner of honour for more than a decade.

This is why Suprovat Sydney has over 60 thousand Facebook fans and hosts Readers' Forums in different places across the globe. It includes contributions from authors from all across the world. In February 2015, Suprovat Sydney released its first edited book, "Suprovat Sahitya Samagrah 01," with the permission of its regular authors. Dr. Anisuzzaman, an educationist, unveiled the book's cover during the Dhaka Ekushe Book Fair in February 2015. The book 'Suprovat Sahitya Samagrah 01' was dedicated to every Bangladeshi men and women who tries to protect this language in honour of International Mother Language Day. Following the Dhaka Ekhushe Book Fair, the book received a lot of positive feedback in Kolkata Book Fair.

Suprovat Sydney hosts special seminars to enhance awareness of the many sorts of social awareness that everyone in society enjoys. These sessions are organised in collaboration with the local police and city council authorities. The Suprovat Sydney team has been recognised by the local government administration for their efforts on many occasions.

Suprovat Sydney also offers a variety of community services, which are advertised in the newspaper on a regular basis to encourage community members to seek them out. It includes, but is not limited to, services of justice of the peace (JP), advice on VISA, employment, rental, and student admission, immigration for new settlers, advice on Shariah by appropriate Muslim scholars, assistance with Islamic funerals and burial services, marriage commemorations, any kind of legal advice through appropriate solicitors, advice on proper halal food, providing a list of male and female Bengali-speaking doctors, various legal help for international students, advice on proper halal food, various legal help for international students. Moreover, Suprovat Sydney also provides advice on unfair dismissal through proper personnel, advice on workers' compensation, legal advice on medical negligence, and advice on victim's compensation.

Suprovat Sydney just finished professional development workshops very recently. Those were finished in July 2021. The free seminars hosted by Suprovat Sydney, which were primarily supported by the Multicultural NSW Government, drew over 100 attendees from 75 different organisations. The Editor in Chief of Suprovat Sydney, Abdullah Yousuf Shamim, was the driving factor behind this successful series of seminars. Six sessions were held between Sunday, July 11 and Friday, July 30. After the first advertisement, the free workshop's registration limit was rapidly filled. The excitement of the participants astounded the organizers. In such a short length of time, the personal biographies of all of the notable keynote speakers enthralled all of the attendees. The speakers' speeches fascinated all of the guests. The participants have sent numerous emails and letters of congratulations to Suprovat Sydney. These are all only a flavor of the source of Suprovat Sydney Team's inspiration to work for the community.

Suprovat's journey, however, was not always easy. On its journey to success, the team had to go through a lot of ups and downs. Suprovat Sydney community members and well-wishers were astonished to learn that about a decade ago, one of Australia's leading printed media published a malicious fake piece about the Editor in Chief, Abdullah. The whole process of the defamation action was not smooth at all. Abdullah fought back, spending hundreds of thousands of dollars in legal expenses. Finally, the Suprovat Sydney team owned and learned the lesson of "TO STAY ALWAYS WITH THE TRUTH," which they eventually adopted as Suprovat Sydney's MOTO. As a result, the Suprovat Sydney team obtained the expertise necessary to comprehend the community's sentiments and what precisely has to be done to assist them with their needs. They believe that they have already obtained enough experience in order to become the community's voice.

Suprovat Sydney has a number of distinctive features that the Australian Bangladeshi community is aware of. Even after being badly hit by the pandemic, it is today the only Bengali community newspaper that continues to publish in a printed form. These printed versions are given on a regular basis across Australia's different states. For more than a decade, this newspaper has covered local community news, including several investigative reports on the community. Suprovat Sydney has its own YouTube channel where it broadcasts local and political news. Suprovat Sydney's online edition receives an average of two thousand visits every day. Suprovat Sydney really feels proud for all of its family members as like as the rest of the community. All of them are really in amity who wants to utter their slogan together and for good:

Suprovat Sydney is the
Unbelievably focused and
Promised to abolish clash,
Righteous platform - we're
Our pledge is to turn into
Vivacious friends to open
Advising community not to
The Suprovat Family is here

we're the great!
fight and hate;
resolute to set.
the best mate;
heaven's gate;
rely on fate-
to invigorate.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

ইসলামে স্বাক্ষরতা, শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন

হাফেজ ডা. মো. ইমাম হোসেইন (ব্রুনাই)

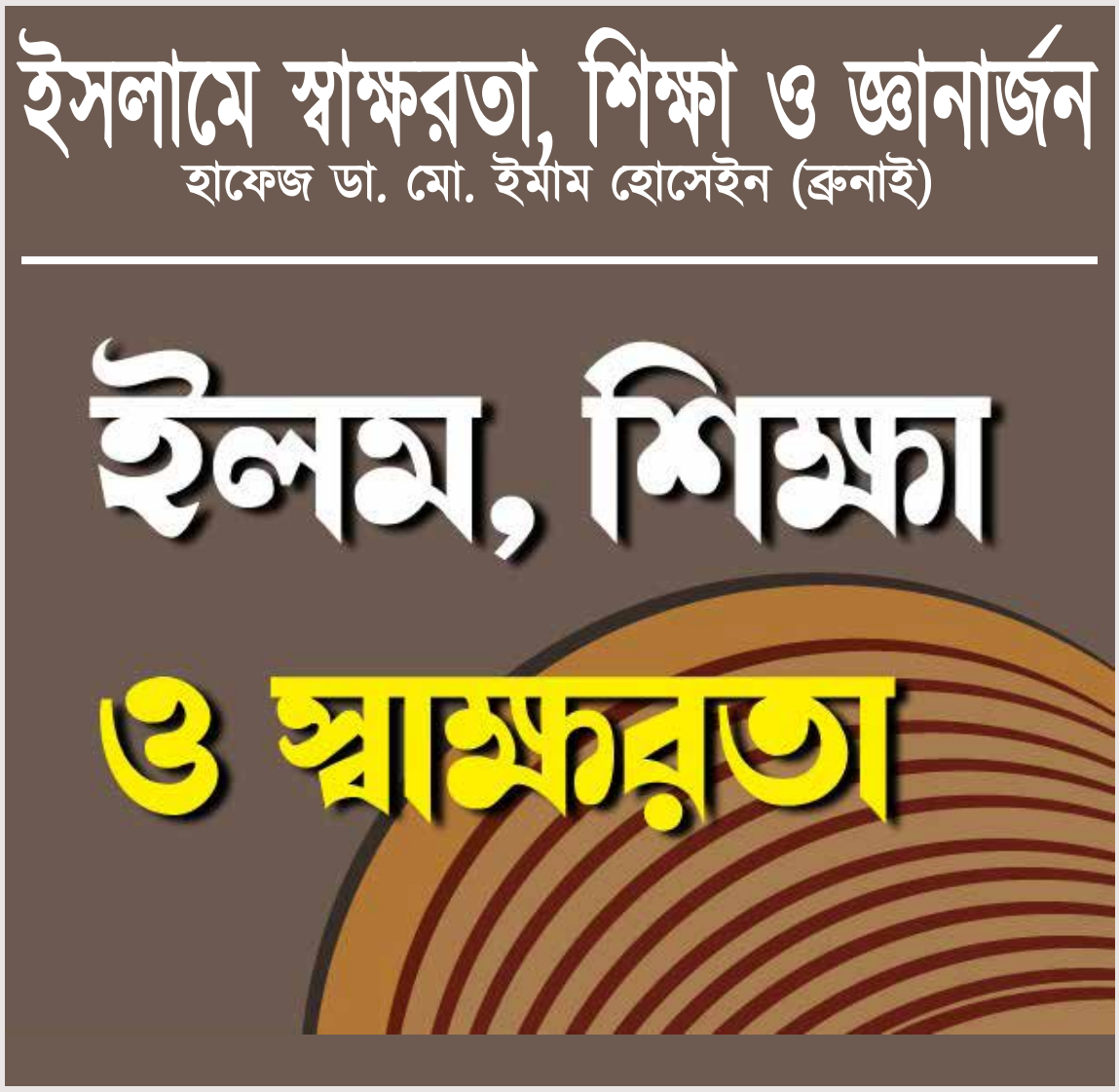

ইসলামে স্বাক্ষরতা, শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের উপরে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরাপে করা হয়েছে এবং একে সকল মুমিন নরনারীর জন্য ব্যক্তিগতভাবে ফরয করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: "ইলম সন্ধান করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। (আস-সুনান ১৮১ আলবানী: সহীহ সুনানি ইবন মাজাহ ১/২৯৬। হাদীসটি সহীহ।) আলিমদের প্রশংসায় আল্লাহ বলেন: "তুমি কি দেখ না আল্লাহ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং আমি তা দ্বারা বিচিত্র বর্ণের ফলমূল উদ্গত করি? পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের পথ- শুভ্র, লাল ও নিকষ কাল। এভাবে রং বেরং-এর মানুষ, জন্তু ও গৃহপালিত প্রাণী। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই আল্লাহকে ভয় করে। (সূরা ফাতির ২৭-২৮ আয়াত) এ আয়াতে আলিমদের প্রশংসা করা হয়েছে যে, তাঁরাই আল্লাহকে ভয় করেন। এছাড়া আমরা দেখতে পাই যে, এখানে সৃষ্টির বৈচিত্র ও সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে জ্ঞানকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, প্রকৃতি বিজ্ঞান-সহ জ্ঞানের সকল শাখাই ইসলামের দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় জ্ঞান বা ইসলামী জ্ঞান।

কুরআনের এরুপ আয়াত ও বিভিন্ন হাদীসের আলাকে আলিমগণ উল্লেখ করেছেন যে, মানুষের কল্যাণকর সকল শিক্ষাই ইসলামী শিক্ষা। ভাষা, সাহিত্য, চিকিৎসা, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, গণিত, ভুগালে ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাই জ্ঞানার্জন ও শিক্ষালাভ ইসলামের নির্দেশ। সকল বিষয়ে প্রয়াজেনীয় সংখ্যক বিশেষজ্ঞ তৈরি করা মুসলিম সমাজের জন্য ফরয কিফাইয়া দায়িত্ব। মুমিনের উপর ফযর আইন বা ব্যক্তিগত ফরয ইবাদত হলাে নিজের ঈমান ও ইসলামকে সংরক্ষণ করার ও প্রয়াজেনীয় সকল ইবাদত ও লেনদেন ইসলাম-সম্মতভাবে আদায় করার জন্য আবশ্যকীয় শরয়ী" জ্ঞান অর্জন করা। এরপর মুমিন তার নিজের ও সমাজের চাহিদা অনুসারে জ্ঞানের যে কোনাে শাখায় পারদর্শিতা অর্জন করবেন।

অক্ষরজ্ঞান ছাড়াও শ্রবণ ও দর্শনের মাধ্যমেও জ্ঞানার্জন করা যায়। তবে স্বাভাবিকভাবে

জ্ঞান অর্জনের জন্য অক্ষরজ্ঞান বা স্বাক্ষরতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে কুরআনে ঘাষেণা করা হয়েছে। এজন্য 'কলম' বা অক্ষরজ্ঞানকে জ্ঞানের মূল বাহন হিসেবে ঘাষেণা দিয়ে আল্লাহ বলেন: "পড় তামোর প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্ট করেছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে লটকে থাকা বস্তু থেকে। পাঠ কর, আর তামোর প্রতিপালক মহা-মহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। (সূরা আলাক, আয়াত:১-৪)

রাসুলুল্লাহ (সা.) স্বাক্ষরতা ও শিক্ষার অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। বদরের যুদ্ধে কিছু কাফির যাদ্ধো বন্দী হন, যারা লেখাপড়া জানতেন। স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাসুলুল্লাহ (সা.) নির্দিষ্ট সংখ্যক মুসলিম শিশু-কিশারের লেখাপড়া শেখানারে বিনিময়ে তাদেরকে মুক্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। (মুসনাদে আহমদ ৪/৪৭) উপরের আয়াত থেকে আমরা দেখছি যে, শিক্ষা গ্রহণের মূলনীতি হবে 'প্রতিপালকের নামে। অর্থাৎ জ্ঞানের সকল শাখার জ্ঞানই মহান স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস ও সৃষ্টির কল্যাণের জন্য হতে হবে। আধুনিক শিক্ষাবিদ ও মনাবিজ্ঞানিগণ একমত যে, শিক্ষিত মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবাধে ও বিশ্বাস সঞ্জীবিত করতে না পারলে কখনাই দুর্নীতি, স্বার্থপরতা ও হানাহানিমুক্ত সমাজ গঠন করা সনভব নয়।

এজন্য জ্ঞানের সকল শাখার মধ্যে ধর্মীয় শাখায় পারদর্শিতা অর্জনকে ইসলামে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ জ্ঞান মানুষকে যেমন বিশ্বাস ও কর্মে পূর্ণতা দেয়, তেমনি সমাজের মানুষের মধ্যে বিশ্বাস, কর্ম, সততা ও মানবমুখিতা সৃষ্টির যাগ্যেতা প্রদান করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:"আল্লাহ যার মঙ্গলের ইচ্ছা করেন তাকেই দীনের সঠিক জ্ঞান ও বুঝ প্রদান করেন। (বুখারী) দীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন বা ইলম শিক্ষা মুমিনের উপর প্রথম ফরয। আল্লাহ বলেন: "অতএব তুমি জান (জ্ঞান অর্জন কর) যে আল্লাহ ছাড়া কোনাে মাবৃদ নেই। (সূরা মুহাম্মদ, আয়াত১৯) এ আয়াত থেকে আমরা জানতে পারছি যে, ঈমানের আগে ইলম ফরয। কিভাবে ঈমান আনতে হবে এবং কিভাবে ঈমান বিক্তদ্ধ হবে তা প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে। অনুরূপভাবে সকল কর্মের সফলতা ও কবুলিয়ত নির্ভর করে সে বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপর। এজন্য প্রত্যেক মুসলিমের জন্য দীনের প্রয়াজেনীয় জ্ঞান অর্জন করা ফরয। প্রাতিষ্ঠানিক ইলম শিক্ষা সম্ভব না হলেও ব্যক্তিগত পড়ালেখা ও শানোর মাধ্যমে এ ফরয আদায় করতে হবে। ইলম শিক্ষা করলে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত পালনের সাওয়াব ও মর্যাদা লাভ করব। শুধু তাই নয়, ঈমানের পরে ইলমই হলাে আল্লাহর নিকট মর্যাদা বৃদ্ধির প্রথম উপায়। আল্লাহ জানিয়েছেন যে, ঈমান এবং ইলম'-এর দ্বারাই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন: তামোদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম বা জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে তাদের মর্যাদা আল্লাহ বাড়িয়ে দিবেন। তামেরা কি কর্ম কর তা আল্লাহ সম্যক অবগত আছেন। (সূরা মুজাদালা, আয়াত: ১১) অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে ইলম শিক্ষার সাওয়াব ও মর্যাদা বেশি। রাসূলুল্লাহ বলেন: "ইবাদতের ফযীলতের চেয়ে ইলমের ফযীলত অধিক উত্তম। (সহীহ আত-তারগিব) ইলম শিক্ষা করার জন্য পথে চলা, হাঁটা, কষ্ট করা ইত্যাদিও ইবাদত। এগুলির মর্যাদা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত বেশি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: "যদি কেউ ইলম শিক্ষার মানসে কোনাে পথে চলে, তবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। ফিরিশতাগণ ইলম শিক্ষার্থীর এই কর্মের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তার জন্য তাদের পাখনাগুলি বিছিয়ে দেন। আলিমের জন্য আসমান এবং জমিনের সকলেই ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনকি পানির মধ্যে মাছও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। তারকাররাজির উপরে চাদের যেমন মর্যাদা, ইবাদত-বন্দেগিতে লিপ্ত আবিদের উপরে আলিমের মর্যাদা তেমনই। আলিমরাই হচ্ছেন নবীদের উত্তরাধিকারী। নবীরা (আ) কোনাে টাকা-পয়সা দীনার-দিরহাম উত্তরাধিকার রেখে যান নি। তাঁরা শুধু ইলম-এর উত্তরাধিকার রেখে যান। কাজেই যে ব্যক্তি ইলম গ্রহণ করল, সে নবীদের উত্তরাধিকার থেকে একটি বড় অংশ গ্রহণ করল। (বুখারী, মুসলিম)

আমরা হয়ত মনে করতে পারি যে, এই মহান মর্যাদা বাধেহয় শুধু মাদ্রাসায় যারা পড়েন অথবা যারা প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে ইলম শিক্ষা করেন তাদের জন্যই। প্রকৃত বিষয় তা নয়। যে কোনাে বয়সের যে কোনাে মুমিন ওয়াজ মাহফিলে, মসজিদে, খুতবার আলাচেনায়, আলেমের নিকট প্রশ্ন করে, বই পড়ে বা যে কোনাে ভাবে ইলম শিক্ষা করতে গেলেই এই মর্যাদা ও সাওয়াব লাভ করবেন। ইলম শিক্ষার উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করলে, কোনাে আলিমের নিকট গমন করলেও একইরূপ সাওয়াব ও মর্যাদা পাওয়া যাবে বলে বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) আরাে বলেন: "যদি কোনাে ব্যক্তি সকাল সকাল বা দক্কপ্রহরের পূর্বে মসজিদে গমন করে, তার গমনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় (ইমামের খুতবা থেকে) কোনাে ভাল কিছু শিক্ষা করা অথবা শিক্ষা দেওয়া, তবে সেই ব্যক্তি একটি পরিপূর্ণ হজ্জের সাওয়াব লাভ করবে।" (আত-তারগিব) ,অন্য হাদীসে তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি আমার মসজিদে আগমন করবে, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে কোনাে ভাল বিষয় শিক্ষা করা বা শিক্ষা দেওয়া, সেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীগণের মর্যাদা লাভ করবেন। (ইবনে মাজাহ)

অন্য হাদীসে তিনি সাহাবী হযরত আবু যার (রা) কে বলেন: তুমি যদি যেয়ে কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা কর, তবে তা তামোর জন্য ১০০ রাক'আত নফল সালাত আদায় করার থেকেও উত্তম। আর যদি তুমি ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা কর- আমল কৃত অথবা আমলকৃত নয়- তবে তা তামোর জন্য ১০০০ রাক'আত সালাত আদায় থেকেও উত্তম। (ইবনু মাজাহ),আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহ ঈমানের পরে ইলমকে মর্যাদার মূল উৎস বলেছেন। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ বলেছেন যে, সকল সৃষ্টি আলিমদের ও শিক্ষকদের জন্য দুআ করে। সকল মুমিনের দায়িত্ব আলিমদের ও শিক্ষকদের সম্মান করা। রাসূলুল্লাহ বলেন: "যে ব্যক্তি বড়দের সম্মান করে না, ছোটদের স্নেহ করে না এবং আলেমদের বা জ্ঞানীদের মর্যাদা- অধিকার বাঝে না সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (মুসনাদে আহমদ),

আমরা দুনিয়াতে যত নেক আমল করি সেগুলির সাথে ইলম শিক্ষার নেক আমলের দুইটি বিশেষ পার্থক্য আছে। প্রথমত, অন্যকে শিখালে ইলম-এর সাওয়াব চক্রবৃদ্ধি পায়। এবং দ্বিতীয়ত, ইলমের সাওয়াব মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: "যদি কেউ কোনাে ইলম শিক্ষা দেয়, তবে সেই শিক্ষা অনুসারে যত মানুষ কর্ম করবে সকলের সমপরিমাণ সাওয়াব ঐ ব্যক্তি লাভ করবে, কিন্তু এতে তাদের সাওয়াবের কোনাে ঘাটতি হবে না।" (ইবনু মাজাহ)

আমাদের সকল নেক আমল মৃত্যুর সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ইলমের সাওয়াব মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "যখন কোনাে আদম-সন্তান মৃত্যুবরণ করে তখন তার সকল কর্ম বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তিনটি কর্মের সাওয়াব সে অব্যাহতভাবে পেতে থাকে: প্রবাহমান দান (সাদাকায়ে জারিয়া), উপকারী ইলম এবং নেককার সন্তান যে তার জন্য দোয়া করতে থাকে। (মুসলিম)

নিজেদের জন্য প্রয়াজেনীয় দীনী ইলম শিক্ষা করা যেমন ফরয আইন, তেমনি প্রত্যেক পিতামাতার উপর ফরয আইন নিজের সন্তানদেরকে প্রয়াজেনীয় দীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া। এজন্য সর্বোত্তম পন্থা হলাে নিজের সন্তানকে 'আলিম' বানানাে। দুনিয়াতে আমরা অনেক সময় গৌরব করে বলি যে, আমি শিক্ষিত না হলেও আমার ৫টি সন্তানই এম.এ. পাস। কিয়ামতের দিন এরূপ আমাদের অনেকেই গৌরব করবেন, আমি আলিম হতে পারি নি, তবে আমার ৫টি সন্তানই আলিম। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী গৌরবের চেয়ে আখিরাতের চিরস্থায়ী গৌরব কি বড় নয়? বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সময় একটি মিথ্য প্রচারণা আমাদের সমাজে ছড়ানাে হয় যে, দীনী ইলম ফকীরী বিদ্যা বা মাদ্রাসায় পড়লে জাগতিক উন্নতি হয় না। এর চেয়ে মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা আর কিছুই হতে পারে না। স্কুল কলেজে যারা ভর্তি হয় তাদের বৃহৎ অংশ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। যারা পারে তাদেরও অনেকেই বেকার থাকে বা ভাল চাকরী পায় না। পাশাপাশি সমাজে হাজার হাজার আলিম প্রফেসর, ডাক্তার, আইনজীবী, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, মুহাদ্দিস, শিক্ষক অত্যন্ত সম্মান ও শান্তির সাথে বসবাস করছেন। মেধা, যাগ্যেতা ও সামগ্রিক পরিবেশের উপরে ব্যক্তির জাগতিক উন্নতি নির্ভর করবে। মেধা ও যাগ্যেতা থাকলে মাদ্রাসা বা স্কুল যেখানেই পড়ুক সে সম্মানজনক স্থানে পৌছাবে। তবে সবচেয়ে বড় কথা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সামান্য উন্নতির লাভে আপনি আলিমের পিতা হওয়ার ও নেক সন্তানের দুআ পাওয়ার এত বড় সুযাগে ছেড়ে দেবেন? আপনার সন্তানকে জাহান্নামে দেওয়ার ও নিজে জাহান্নামে যাওয়ার রিস্ক নিবেন? সাধারণ শিক্ষা মাটেও নিষিদ্ধ নয়, তবে দীনী ইলম শিক্ষার মধ্যে আপনার ও আপনার সন্তানের অধিক মর্যাদা ও নাজাতের নিশ্চয়তা রয়েছে। আর যদি সন্তানকে সাধারণ শিক্ষায় পড়াতে চান তবে অবশ্যই তাদেরকে প্রয়াজেনীয় দীনী ইলম প্রথমে শিখাতে হবে। এটা আপনার জন্য ফরয আইন। প্রথমে কয়েক ক্লাস মাদ্রাসায় পড়িয়ে অথবা মক্তবে পড়িয়ে তাদেরকে প্রয়াজেনীয় দীনী ইলম শিক্ষা দিন। অনেক সময় আমরা বাড়িতে প্রাইভেট টিউটর রেখে কুরআন তিলাওয়াত ও দীনী ইলম শিক্ষা দিতে চেষ্টা করি। তবে গুরুত্বের কমতি, পাঠ গ্রহণে সঙ্গীর অভাব, স্কুলের পাঠের চাপ ইত্যাদি কারণে সাধারণত এরূপ প্রাইভেট শিক্ষকের কাছ থেকে শিখে সন্তানদের মধ্যে দীনী শিক্ষা বা দীনী আমল কোনাটোই বিকাশ পায় না। এজন্য সন্তানদেরকে অন্তত কিছু ক্লাস মাদ্রাসায় বা মক্তবে পড়িয়ে এরপর সাধারণ শিক্ষায় পাঠান। *২৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

ঘোর

শুভ আহমেদ

ছোট ছোট ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে আঙ্গিনায়। সন্ধ্যা পেছনে ফেলে আসে রাত। ব্যাঙ আর পোকামাকড় নিজের ভাষায় কথা বলে উঠে। টাব্বুস টুব্বুস শব্দ করে একটি দুইটি মাছ দেয় লাফ। বিস্তীর্ণ জলরাশির গায় তরুণী চাঁদ এসে মিশলে- ঝিলমিল ঝিলমিল সুরে আলো করে জলকেলি। তখন পুবালী বাতাসে ভাঙ্গে অবধ সময়।

পাড়া সুদ্ধ মানুষ কেমন ঘুমে মরে পড়ে আছেন। কোনো সাড়াশব্দ নেই। এমন কি এই ভরা বর্ষার রাতে কোনো ঘরের বেড়ার ফাঁক গলেও হারিকেন বাতির আভা দেখা যাচ্ছে না।

তবুও সেলামত জানালা দিয়ে বাইরের দিকটা ভালোভাবে দেখে নিলো। তারপর লুঙ্গির গিঁট শক্ত করে বেঁধে নতুন বউকে পাজাকোলে করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো বাড়ির ঘাট পারে। ওই ঘাট পারে বাঁধা ছিলো একটি বারোহাত শাল কাঠের পুরাতন নৌকা। তার পাটাতনে শুইয়ে দিলো ঘুমে লতার মতো নেতিয়ে যাওয়া নয়নতারাকে। শেষে ঝুপুরঝাপুর বৈঠা ফেলল পানির ভেতর। নৌকা ধেয়ে চলল সোজা উত্তরের বিলে। সেলামতদের পাড়া দক্ষিণে বলেই বিলের অবস্থান উত্তর বরাবর। যার পশ্চিমে আদর্শ পাড়া, উত্তরে কোলাপাড়া আর পূর্বে দোগাছির চক। তাই এর কোনো নির্ধারিত নাম হয়নি বোধ হয়। যখন যে নামে প্রয়োজন হয়েছে বা হচ্ছে মানুষ সে নামে ডাকছে। যেমন, পশ্চিমের মানুষ বলছে দোগাছির বিল। পূর্বের মানুষ বলছে আদর্শ পাড়ার বিল। আর দক্ষিণের মানুষ বলে কোলাপাড়ার বিল অথবা উত্তরের বিল। বিলে এসে সেলামত বৈঠা নৌকায় তুলে পেছনে দেখল বাড়ি ধু-ধু দেখা যায়। দেখে মনে হলো ফোমের মতো মাটির টুকরোগুলো ভেসে আছে দূরে। সে নৌকার গোলুইয়ে আরাম করে বসে ডাকল, 'নয়ন, নয়ন।'

নয়নতারা আকাশ বরাবর চিত হয়ে শোয়া। যেমনটা সেলামত রেখেছিল। শুধু ঘাড়টা একটু বাকিয়ে ডান গাল ছুঁয়েছে নৌকার মাচাল। আর আধখোলা খোপার চুল অল্প বিস্তর এসে পড়েছে বাম গালে। এছাড়া ডান হাত সমেত যেমন চুড়ি পড়েছিল নৌকার বেড়ের ওপর জলের কাছাকাছি। ঠিক তেমনি বাম হাতটাও তার পেটের ওপরই আছে। একটুও নড়েনি। একটা সুতির কাপড় সাপের মতো জড়িয়ে আছেন তার ছিপছিপে শরীর। চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার রহস্যের নাভিমূল ও কোমল গাল।

সেলামত আবারও ডাকল, 'নয়ন, এই নয়ন।'

নয়নতারা শোয়ার মধ্যেই সামান্য চেয়ে চমকে আবার চোখ বুঝল। তারপর ব্যস্ত হয়ে উঠে বসতে বসতে চতুর্দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আমি এইখানে ক্যান? এ কোন জায়গায় আমি? হায় হায় আমি এইখানে ক্যামনে আইলাম?' সেলামত হাসতে শুরু করেছে। নয়নতারা ঘুমের চোখে একবার সেলামতের দিকে তাকিয়ে দুই হাত দিয়ে নিজ মুখ আড়াল করে বলল, 'আল্লা গো।'

কথাটা অল্প চিৎকারের মতো শুনাল। সেলামত বলল, 'এই নয়ন। আমি, আমিরে তাকা। আমি'- বলতে বলতে সে নয়নতারার মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল।

নয়নতারা বেশ জোর দিয়ে মুখ আড়াল করেছে। বার কয়েক বলার পর এ জোর দুর্বল হতে লাগল। যখন নয়ন অনুভব করল কোনো চেনা স্পর্শ তার হাতে পড়েছে এবং এ ছোঁয়া তার খুবই পরিচিত।

নয়নতারা শঙ্কা মুখে হাত নামিয়ে নিলে পূর্ণ চাঁদের আলোয় সে সেলামতের মুখ বেশ স্পষ্ট দেখতে পায়।

নয়নতারা কিছু বলার আগেই সেলামত তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে নরম করে বলল, 'তুই ভয় পাইছ নয়ন?'

নয়নতারা বলল, 'আপনি একটা ডাকাইত। খুব খারাপ লোক। ওমন করে হাসলে কে ভয় পায় না শুনি?'

সেলামত বলল, 'খারাপ লোক কথাটা মানলাম। ডাকাইত বললি কোন যুক্তিতে নয়ন? তুই আমারে চোর বল। মহা চোরও বল। কিন্তু ডাকাইত না। দেখলিনা নিজের বউরে কি কায়দা কইরা চুরি করলাম।' বলেই- সে আবার হাসতে শুরু করল।

সেলামত খুব একটা হাসে না। কারণ, তার হাসি বিশ্রী প্রকৃতির এটা সে জানে। কিন্তু আজ জেনেও বারবার হাসছে এবং জোরেই হাসছে।

'হাসবেন না ত! ভাল লাগে না। বাড়ি চলেন! বাড়ি যাব।' বলল নয়ন তারা।

সেলামত মুহূর্তেই হাসি থামিয়ে বলল, 'বাড়ি যাবো কী কথা! তোরে চুরি করছি বাড়ি যাবার জন্যে নাকি?'

'তাইলে কী জন্যে?' জানতে চাইলো নয়নতারা।

সেলামত আনন্দ করে বলল, 'আমার চুরি করা বউরে নিয়া সারা রাইত পালায় বেড়াইতে আর তারে খোলা আসমানের তলে কুলে বসাইয়া আদর করতে।'

'ইশ... ঢং'

'যার মনে আছে রং সে-ই দেখায় ঢং, বুঝলি? আমার মনে রং আছে'

নয়নতারা একগাল হেসে বলল, 'পাগল লোক।'

'কথা তুই মিথ্যা বলসনাই। তয় সাধারণ পাগল না। আমি হইলাম পাগলের রাজা। আর তুই হইলি আমার রাণী।' এই বলে সে পানির দিকে একটু ঝুকে কয়েকটি শাপলা টেনে তুলল। প্রায় সব ক'টি শাপলাই আধফোটা। তার থেকে দু'টি শাপলা পালাক্রমে সে ভেঙ্গে গেলো।

নয়নতারা বলল, 'কী করেন এইসব?'

'মহব্বতের শিকল বানাই'

'মহব্বতের শিকল?'

'হ, মহব্বতের শিকল।'

'এইটা দিয়া আবার কী করবেন?'

'তোরে বাঁনদুম আমার পাঁজরের লগে।'

'ইশ আইছে আমার বাঁন্দওয়ালা, থাকলে তো এই বাঁন। কষান দিলেই যাইব ছিড়া।'

'থাকব থাকব। আর না থাকলে.....,' বলতে বলতে ভাঙ্গা শেষ হলে নিমেষেই দুটি মালা হলো। মালা দুটি নয়নতারার হাতে পেচিয়ে সেলামত বলল, 'নে তাইলে তোরে গয়না গড়ায়ে দিলাম। পুষ্প গয়না।'

নয়নতারা কোনো কিছু বলার আগেই সে আরো দুই তিনটি শাপলা বিড়া পাকিয়ে তৈরি করল শাপলা ফুলের তাজ। তারপর এই তাজ নয়নতারার মাথায় পরিয়ে বলল, 'এই তো আমার রাণী, আর আমি তোর রাজা। এই তো আমাগো রাজ্য, হা হা হা।'

এবার নয়ন খিলখিল হেসে উঠল। হাসির শব্দে সুরের মূর্ছনা খেলে গেলো চারপাশে। বাতাসে ভেসে গেলো অই ক্ষেতে, অই ঘাসে, অই পাতায়, আর অই আকাশ।

কয়েকটি পাখি নড়ে বসল। কয়েকটি কচুরির ফুল খেলো দোল। কয়টি ঘাস ফড়িং লাফিয়ে পড়ল এ ডগা থেকে অন্য ডগায়। আর কিছু ঢেউ নড়ে চড়ে নৌকা ছুঁয়ে গেলো দূরে।

দূরে তাকিয়ে সেলামত হঠাৎ হাত উচিয়ে কিছু উদ্দেশ্য করে বলল, 'অই দেখ নয়ন, দেখ দেখ, অই যে।'

আচমকা উচ্চ আওয়াজ আর হাত দিয়ে দেখানোর ভঙ্গিতে ভূত দেখার কথা ভেবে বুকের মধ্যে ধুকধুকিয়ে গেলো নয়নের। তবে মুহূর্তেই এক আনন্দ এসে বিস্ময়ীত করলো। শেষে কেমন এক খুশিতে ঝলমল হয়ে উঠল নয়নতারা।

একঝাক জোনাকির দল এলোমেলোভাবে বৃত্ত হয়ে ঘুরছে। বৃত্তের নিচে আছে টলটলে পানি। পানির পরিসর কিছু অংশে কম করে নয়। বেশ বড় দেখাচ্ছে। বড় বলার কারণ এই সূত্রেই, এই অংশটিতে কেনো যেনো কোনো পানপাতা, শাপলা, বাইচা এমনকি একটি দুইটি আড়ালির ডগাও নেই। শুধুই স্বচ্ছ পানি। একেবারে আয়নার মতো। ধূসর রঙের আয়না। সে আয়নার ওপর পড়ছে অগণিত জোনাকি পোকার আলো। এ আলো জ্বলে নিভে-জ্বলে নিভে যায়। ওটা যেনো অন্য ভূবণ। সেলামত বৈঠা আবার পানিতে ফেলল। তারপর এগিয়ে গেলো বৃত্তের কাছে। বৃত্তটাও মনে হলো এগিয়ে এলো। মূলত, নৌকটি হয়ে গেলো বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু।

নয়নতারা সেলামতের কাছে আরো ঘেঁষে বসল। সেলামত হাসি মুখে বলল, 'কীরে নয়ন ভয় লাগে?'

'বাড়ি চলেন! অনেক রাইত হইছে।'

'তোরে বললাম না আইজ বাড়ি যাব না।'

'বাড়ি যাবেন না তয় কী করবেন?'

'বেড়াব।'

'আর কই বেড়াবেন?'

সেলামত আঙ্গুল দিয়ে গভীর পানি দেখিয়ে দিলো। যেখানটায় তাদের নৌকার অবস্থান এখন। নয়নতারা পানির দিকে চেয়ে আতকে উঠল। দেখল ওখানে, মানে পানির তলদেশে অগনিত পদ্ম-শাপলা ফুটে আছে, আছে আরো হরেক রকমের ফুল।

কিছু মানুষ শিশু মাছেদের মতো ছোটাছুটি করে খেলা করছে অই বাগানে। কিছু শিশু হাসি মুখ ওপরে ভাসিয়ে আবার তলিয়ে যাচ্ছে। কেউবা হাত দিয়ে ইশারায় ডাকছে।

সেলামতের হাত জাপটে ধরল নয়নতারা। মুহূর্তেই সেলামত বলে উঠলো, 'চল নয়ন আমরাও ডুব দেই, বেড়ায় আসি।' বলে সে নয়নের হাত সমেত হেঁচকা টানে পানিতে ঝাঁপাল। নয়নতারা জ্ঞান হারালো।

রাত্রির শেষ ভাগে নয়নতারার ঘুম ভাঙ্গল বাড়ির আঙ্গিনায়। সে হকচকিয়ে উঠে দেখল অই নৌকতেই আছেন। যেটি বিকেলের মতো এখনো ঘাট পারে বাঁধা আছে। কিন্তু পুষ্পের গহনাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পুরো নৌকার পাটাতন জুড়ে।

একটা আতঙ্কে নয়নতারা দ্রুত ছুটে এলো বাড়ির ভেতর। তারপর বাইরে থেকে দরজা ধাক্কা দিতেই ভেতর থেকে খুলে গেলো। সেলামত বলল, 'কীরে নয়ন কই গেছিলি?'

নয়নতারা পাথর চোখে সেলামতের দিকে তাকিয়ে থাকল।

রূপ করে ঝলমল

শ্যামল বণিক অঞ্জন

প্রকৃতিতে যায় পাওয়া যায়
শীতের পূর্বাভাস,
হেমন্তেরই হিম সকালে
শিশির সিক্ত ঘাস।

শিউলী ফুলের সুগন্ধীতে
মুগ্ধ মন ও প্রাণ,
নেয় কেড়ে হৃদয় যেন
আমন ধানের ঘ্রাণ।

কামরাঙ্গা আর চালতাগুলো
জিভে আনে জল,
ঋতু রাণীর হৈমন্তির
রূপ করে ঝলমল।

শ্যামল বণিক অঞ্জন
নকলা মধ্য বাজার।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper । সত্যের সাথে সব সময়

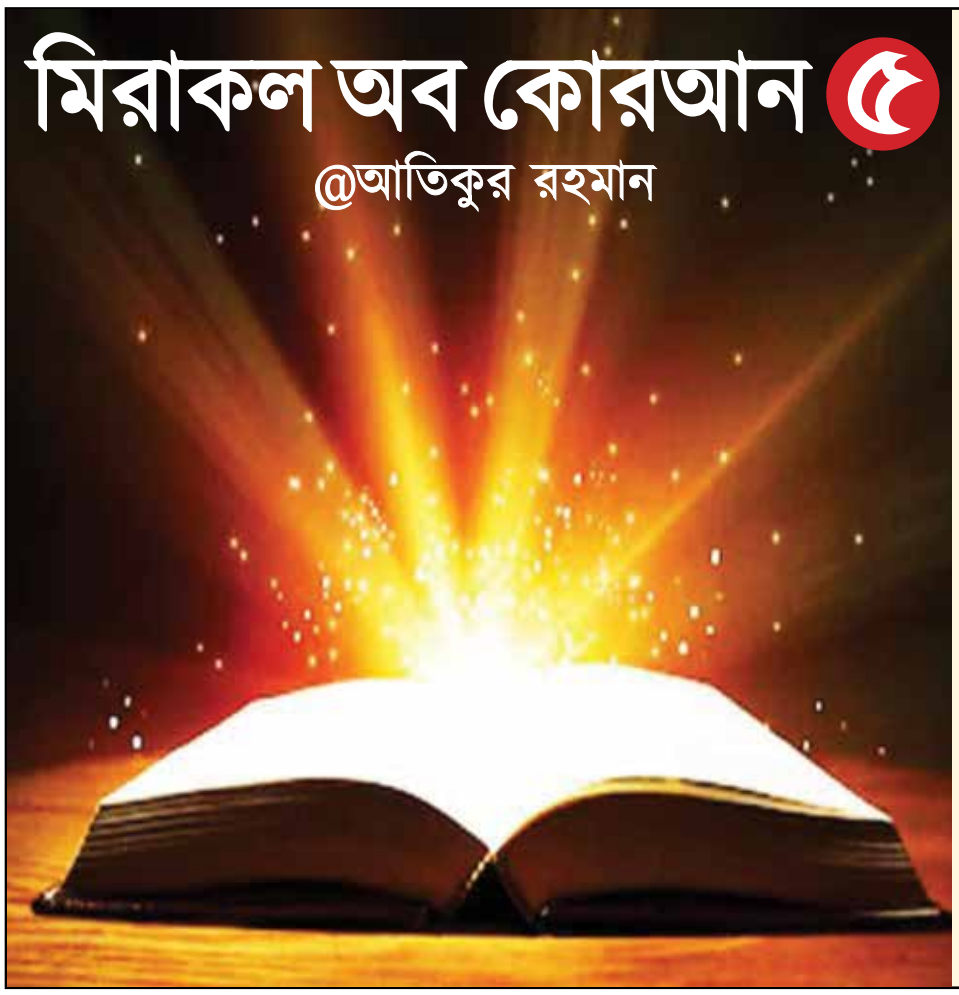

মিরাকল অব কোরআন ৫

@আতিকুর রহমান

অধ্যায় পাঁচ - মহাকাশের সম্প্রসারণ

কোরআনে বর্ণিত প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ (Natural Phenomenon) ১০০% সত্য প্রমাণিত হয়েছে ও হচ্ছে। নীচের আয়াতখানার দিকে লক্ষ্য করুন। এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

অর্থঃ আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী। (সূরা আয-যারিয়াত, ৫১:৪৭)

এ আয়াত ব্যাখ্যার পূর্বে আরবী ব্যাকরণ সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা যাক যা এ অধ্যায়টি বুঝার জন্য জরুরী। আমরা সকলে জানি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় কর্ম কারক তিন প্রকার: অতীত কাল, বর্তমান কাল ও ভবিষ্যত কাল। কারকের ক্ষেত্রে আরবী ভাষা, বাংলা ও ইংরেজির ন্যায় নয়। আরবী ভাষায় কর্ম কারক দুই প্রকার: অতীত কাল ও বর্তমান/ভবিষ্যৎ কাল। অর্থাৎ একটি শব্দ অতীতের কর্মকে বুঝাচ্ছে। আর অপর শব্দ একই সাথে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়কে বুঝাতে পারে। উপরে উল্লেখিত আয়াতে আরবী শব্দ "মুসিউন" ব্যবহার করা হয়েছে যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের কারক। শব্দটি অতীত কালের কারক নয়। সুতরাং উল্লেখিত আয়াতের অর্থ দাঁড়াচ্ছে, মহাকাশ এখন সম্প্রসারিত হচ্ছে ও ভবিষ্যতেও হতে থাকবে। অর্থাৎ অতীতে সম্প্রসারিত হয়েছিল এটি এখানে প্রযোজ্য নয়।

মহাকাশ কি তাহলে সম্প্রসারিত হচ্ছে? এর উত্তর হলো: হ্যাঁ, সম্প্রাসারিত হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক এ তথ্য ততদিন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত ছিল যতদিন পর্যন্ত স্পেকটোগ্রাফ এবং ১০০ ইঞ্চি ব্যাসের টেলিস্কোপ আবিস্কৃত হয়নি। ১৯২৬ সালে এডওয়ার্ড হাবল নামক এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহাকাশের সম্প্রসারণ সর্বপ্রথম পর্যবেক্ষন করেন। পরবর্তীতে তা এনসাক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে প্রকাশিত হয়। (সূত্রঃ দি নিউ এনসাক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ভলিউম ৬, পৃঃ ১১৪)।

বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত এ তথ্য ১৯২৬ সালের আগ পর্যন্ত এক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারোরই জানা ছিলনা।

উপরের ছবিটি মহাকাশের সম্প্রসারণ সম্পর্কিত একটি আর্টিক্যাল থেকে নেয়া। এখানে দেখা যাচ্ছে বছরের সাথে সাথে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ মহাকাশের বয়স যখন ৩ লক্ষ বছর তখন মহাকাশের বিস্তার যতটা স্থান জুড়ে ছিল ৩০০ মিলিয়ন বয়সে এর চেয়ে অনেক বেশী বিস্তৃত হয়েছে। এভাবে ৩ বিলিয়ন বছর বয়সে আরও বেশী বিস্তৃত হয়েছে। উল্লেখ্য আমাদের মহাকাশের বর্তমান বয়স আনুমানিক ১৩.৮ বিলিয়ন বছর।

দীলতাজ, দিল জয়ই যাঁর কাজ

মীম মিজান

দিল বা হৃদয় অথবা মন কিংবা অন্তর। এত নামে যে অঙ্গটিকে বিশেষায়িত করছি সেটি কিন্তু মানুষের প্রধান অঙ্গ। আর সেটিই জয় করে নেন এমন একজন ব্যক্তি যাঁর নাম দীলতাজ। এটি জয় করে নেয়া মানেই সে ব্যক্তিটিকে নিজের কব্জায় নিয়ে নেয়া। তাহলে আবার প্রশ্ন করতে পারেন যে, তিনি কি তাহলে জাদুবিদ্যা বা হিপ্নোটাইস জানেন? আর ব্যক্তিটিকে কব্জায় নিয়ে নিজের স্বার্থ হাসিল করেন। না না, তা নয়। সে ব্যক্তির মনে এমনভাবেই প্রভাব বিস্তার করেন অথবা এমনই আপন বনে যান যে মনটি পরাজিত হয়ে তাঁর (দীলতাজ) অন্তরঙ্গ বন্ধু বনে যায়। খুব সম্ভবত মৃত্যবধি অম্লান ও বিস্মৃত থেকে যায় সে সম্পর্ক।

এই যে মন বিজয় করা। তা কিন্তু নানাভাবেই করা যায়। কোকিল কিন্তু কুহুকণ্ঠের মাধুর্যতায় হরণ করে হৃদয়। ভোরের স্নিগ্ধ সমীরণ তার স্নিগ্ধতায়, বাহারি প্রসূন তার বাহার আর সৌরভে, চাঁদ তার মিষ্টি আলোয়, সাগর তার আছড়ে পড়া ঢেউয়ে, শরৎ তার সফেদ মেঘের ডানায় ভেসে বেড়ানোর নিচু জমিনে কাশ আর শিউলিতে মনকে মাতিয়ে দেয়। আবার শিল্পী গান গেয়ে। পটুয়া তার পটে নান্দনিক ছবি এঁকে। বংশিবাদক তার সুরের মূর্ছনায় আমাদের বিভোর করে দেয়। কিন্তু এই যে, দীলতাজ যিনি, কী করে পারেন তিনি?

হ্যাঁ তিনিও পারেন কোকিলের মতো কুহুরবে ভরিয়ে দিতে আশপাশ, কথাশিল্পের স্নিগ্ধতা আর পেলবতায় হৃদয়কে নিয়ে যেতে পারেন অরুণোদয় তৃণাচ্ছন্ন কোনো সবুজ দিগন্তে, সংলাপের ফুলঝুরিতে সৌরভ ছড়াতে, চকচকে দাঁতের হাসিতে ঝিলিক ছড়াতে, আন্তরিকতার অদৃশ্য বাঁধনে মজবুত সম্পর্ক গড়তে আর দিলখোলা রান্নার আয়োজন করে পেটপুরে খাইয়ে পেটুকদের অন্তরকে বগলদাবা করতে।

এভাবেই দিলগুলো জয় করে চলেছেন তিনি দেশের গণ্ডি পেরিয়ে মহাদেশ। যেখানেই যান তাঁর চারপাশ মাতিয়ে রাখেন। যেন তিনিই কোনো একটি সফল ছোটগল্প। তাঁর সঙ্গ শেষ হলেও রেশ থেকে যায়। যেমন আমার নিজের কথাই এখন বলি।

মুখপুস্তিকা নামক আজব এক প্লাটফর্মের মাধ্যমে পরিচিত হয়ে তাঁর সাথে কত্ত কত্ত কথা। যদিও ইদানীং অস্ট্রেলিয়ায় বেশি অবস্থানের কারণে সময়ের রেখা এ কথার ফুলঝুরিকে সংক্ষেপ করেছে। আমার ছেলেদুটিকে মানুষ করতে তাঁর কত্ত কার্যকরী সুপরামর্শ। আমি মেনে চলার চেষ্টা করি। কেননা, তিনি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রত্নগর্ভা। চার চারটি ছেলে মেয়ে তাঁর লব্ধপ্রতিষ্ঠ। আবার সুস্বাস্থের অধিকারীও।

সেবার তাঁর বাসায় গেলাম। দেখলাম কত্ত প্রাণবান! মিশুক! গেস্ট আছে অনেক। গেস্ট বলতে সবই লেখালেখির দুনিয়ার মানুষ। পেটটি ভরে নানাপদের খাবার খেলাম। আসার সময় আমার হাতে একজোড়া সফেদ দুল ধরিয়ে দিলেন। বললেন, "তোমার বউকে দিও।" সে দুলজোড়া এনেছিলেন অস্ট্রেলিয়া থেকে। অমন অনেক কিছুই এনেছিলেন অস্ট্রেলিয়া থেকে যা সৌজন্য দিয়ে নিঃশেষ। বুঝলাম যে, শুধু আমাকে নয় আমার ঘরও করেছেন জয়।

তাঁর মুখপুস্তিকার তালিকায় ঘনিষ্ঠজনদের জন্মদিন আসলে বিশাল বিশাল বিবরণ দিয়ে শুভ কামনা জানান। সাথে কিন্তু খুঁজে খুঁজে দারুণ ছবিও সংযুক্ত করেন। এভাবে সকলকেই আপন করে নিতে তিনি সদা তৎপর। সৌজন্যতাবোধ অনুকরণীয়।

এবার দেখিতো তিনি কী লিখে জয় করেন মনগুলো। তাঁর লিখালিখির শুরু যদিও কবিতা দিয়ে, কিন্তু অকাল বৈধব্যের এ নারী এখন করেছেন কথাসাহিত্যকে বিয়ে। তাই বলে বাল্যকালের প্রেম কবিতাকে একবারেই তালাক দেননি। হয়তো মনোমালিন্যকালে কবিতাকে ভালবেসে পঙক্তি বুনেন। কথাসাহিত্য তখন বিবাগী হয়ে ছন্দের ঝংকার শোনেন। গল্প কি গল্পের জন্যই? এটা হয়তো অন্য আট দশজনের কাছে। তবে এই দিলজয়ী গল্পকারের কাছে গল্পটা স্রেফ কল্পনার জগতে ভেসে বেড়ানো নয়। সেখানে জীবনের নানা রঙ কথা কয়। জন্মদিন থেকে মৃত্যুর মর্সিয়া বেজে ওঠে। বাঁকে বাঁকে যে গল্প থাকে সেগুলো ছেঁকে নেন। জীবনবোধ তাঁর অত্যন্ত প্রখর। সাথে অভিনিবেশ বাড়ানোর জন্য যে কৌশল তিনি খাটান তা সত্যই শংসার্হ। ঢাউস সাইজের গল্প লিখেন। কিন্তু পাঠক কখন যে শেষে পৌঁছে যান তা টেরই পান না। কেননা, যে পাত্র-পাত্রীদের কথা হচ্ছে গল্পের মাঝে তারা তো ভিনগ্রহের কোনো বাসিন্দা নন। হয় পাঠক নিজেই না হয় তার আশেপাশেরই কেউ একজন। মাটিগন্ধা গল্পগুলো আমাদের লোকজ সংস্কৃতিকে অকৃত্রিমভাবে ধারণ করে। বাবা-মা কিংবা নাতি-নাতনিদের নিয়ে যে গল্প লিখেছেন তা নস্টালজিয়ায় ভাসায়।

তাঁর 'জল যে পিপাসা পায় না নাগাল' গল্পগ্রন্থটি পাঠ করলে সমাজের নারীদের মনোচিত্র পাঠ করা যায়। হোক সেটা গ্রামীণ কোনো মহাজনের চারস্ত্রীর কনিষ্ঠা বা শহুরে ধনাঢ্য পরিবারের স্বামী সম্ভোগ বঞ্চিতা। যৌন মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারার এ গ্রন্থটিতে অনেক বিষয়ই ঠোঁটকাটা ভাষায় বলিয়েছেন চরিত্রগুলো দিয়ে। তাই বলে যৌনতাকে উস্কে দিয়েছেন এমনটি নয়। আছে নৈতিক শিক্ষা। সমাজের মারপ্যাঁচে পড়ে যাওয়া অনেক বিষয়ও তার থেকে উত্তরণের ইঙ্গিত।

শব্দচয়নে তাঁর রুচির পরিচয় আছে। গল্পের মাঝে মাঝে এমনকিছু শব্দ পাঠকের দৃষ্টিতে পড়ে যা তাদেরকে পুলকিত করে। এই পুলক সৃষ্টিকারী লেখিকার লেখনি আরও দীর্ঘ হায়াত পাক! আর তাঁর প্রোজ্জ্বল আসন স্থায়ী হয়ে থাক!

TAX I SMSF I BUSINESS ADVISORY I BUSINESS ACCOUNTING

LOOKING TO SET UP AN SMSF?

Call 02 8041 7359

ONE STOP SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

GROW WITH US

- TAX AND GST
- SELF MANAGED SUPER FUND
- BUSINESS ACCOUNTING
- BUSINESS ADVISORY
- NEW BUSINESS DET UP
- ALL TYPES OF STATUTORY AND NON-STATUTORY REPORTING

GET
High Quality professional services with a competitive price!

Kinetic Partners
Chartered Accountants
132 Haldon Street Lakemba, NSW 2195
E: info@kineticpartners.com.au, www.kineticpartners.com.au

দারউইচ কোয়ালিটি মিটস
Darwich Quality Meats
We are specalized In Akika, Sadaqa Qurbani
Our Chicken, Lamb, Goat, Beef all hand Slaughtered.
রেষ্টুরেন্ট ও ক্যাটারিং এর জন্য স্পেসাল প্রাইজ

Custer parking available at rear via Gillies Lane.
We cater for all occasions.
We specialise in Akika, Sadaqa and Qurbani.
Free local delivery for all orders over $60.00

Phone Number: 9759 2603
শীঘ্রই যোগাযোগ করুন ঃ

New time table for our Business:
Monday to Saturday 07:00 AM-09:00 PM
Sunday 07:00-05:00 PM

Mohamed: 0414 687 786, A.C.N: 251 22 168 996 Tel: 02 9759 2603
Address: 77 Haldon St, (Opposite Commonwealth Bank) Lakemba, NSW 2195

- 2 KG Beef Curry $17
- 2 KG Lamb/Goat Curry $ 25
- 3 Chicken (size 9-10) $15
- 5 KG Nuggets/Burger $50

AUS BEST

MECHANICAL & TYRE SERVICES

0404 365 172

স্থান পরিবর্তন
Relocated

Bashit: 0404 365 172

- BATTERIES
- BRAKES
- CLUTCHES
- FULL ENGINE SERVICES
- PINK SLIPS
- RADIATORS
- TYRES
- ROTATE & BALANCE TYRES
- WHEEL ALIGNMENT

Contact: 0404 365 172

442 Punchbowl Rd, Belmore (Inside Metro Patrol Station)

Suprovat Sydney Copy Right Protected

MAHMUD DISTRIBUTORS

Unit 4, 2 Heald Road, Ingleburn New South Wales 2565 ফোন: (02) 8750 4588, সময়: সকাল ১০টা -রাত ৮টা

বাংলাদেশী মালিকানায় বৃহৎ ওয়ার হাউস

গ্লেনফিল্ডে আমাদের নতুন দোকান
Shop 2/70 Railway Parade,
Glenfield, NSW 2167

রকমারি পাইকারি গ্রোসারিজের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Winstar global pty Ltd

Suprovat Sydney Copy Right Protected

ইসলামে স্বাক্ষরতা, শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন

২১-এর পৃষ্ঠার পর

অন্তত যেন তারা প্রকৃত মুসলিম হিসেবে বাঁচতে পারে, নেককার সন্তান হিসেবে আপনার জন্য দুআ করতে পারে এবং আখিরাতে আবার একত্রে আপনার সাথে জান্নাতে যেতে পারে। আপনার অবহেলার কারণে যদি আপনার সন্তান বেনামাযি বা পাপী হয় তবে তাদের সারাজীবনের গানোহের দায়ভার আপনার উপর থাকবে। আপনি নিজে নেককার হলেও এরূপ সন্তানের পাপের জন্য আপনাকে তার সাথে জাহান্নামে যেতে হবে। শুধু আখিরাতই নয়, সন্তানদেরকে প্রয়াজেনীয় দীনী ইলম না শিখালে দুনিয়াতেই তারা

পিতামাতার হক ও আদব রক্ষা করে না। আদরের সন্তান শেষ জীবনে প্রচণ্ড কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামী ইলমের মূল উৎস হলো কুরআন ও হাদীস। এজন্য প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব হলা, কুরআন মাজীদ পাঠ করা এবং তার অর্থ অনুধাবন করা। কুরআন মাজীদ সকল মুসলিমের সার্বক্ষণিক পাঠের জন্য। আর বুঝে পড়াকেই মূলত পাঠ বলা হয়। এছাড়া মহান আল্লাহ কুরআনে বারংবার কুরআন কারীম বুঝে পড়তে এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আরবী না বুঝলে নির্ভরযাগ্যে আলিমদের মুখ থেকে বা এরপ নির্ভরযাগ্যে প্রসিদ্ধ আলিমদের লেখা অনুবাদ পড়ে অন্তত কুরআনের অর্থ বুঝার চেষ্টা করুন। তাফসীর পড়তে না পারলেও অন্তত প্রতি বৎসর একবার কুরআন কারীম অর্থ-সহ পড়ে শেষ করুন। দেখবেন, জীবন পাল্টে গছে, কুরআনের নূর হৃদয়ে এসেছে।

কুরআন পাঠের পাশাপাশি প্রত্যেক মুসলিমকেই যথাসাধ্য বেশিবেশি সহীহ হাদীসের গ্রন্থ পাঠ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর সুন্নাত জানতে ও মানতে হবে। আল্লাহর রহমতে সিহাহ সিত্তা-সহ নির্ভরযাগ্যে হাদীসের গ্রন্থগুলি বাংলায় অনূদিত হয়েছে। যদি বৃহৎ গ্রন্থগুলি কিনতে না পারেন, তবে অন্তত ইমাম নববীর লেখা রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থটির অনুবাদ কিনে নিয়মিত পাঠ করুন। যিনি হাদীস পড়েন তিনি মূলত রাসূলুল্লাহ(সা:) -এর সাহচার্যে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহচার্য থেকে নিজেকে মাহরূম করবেন না। কুরআন-হাদীসের অর্থানুবাদ পড়ে কখনাইে নিজেকে বড় আলিম মনে করবেন না বা আলিমদের ভুল ধরতে যাবেন না। আমরা কুরআন-হাদীসের অনুবাদ পাঠ করব নিজেদের ঈমান-আমল পরিশুদ্ধ করতে এবং সামান্য হলেও কুরআন ও হাদীসের নূর গ্রহণ করতে। এগুলাে পড়লেই ইসলামের সবকিছু জানা হয় না। এগুলি অবশ্যই পড়তে হবে। পাশাপাশি নির্ভরযাগ্যে বিশেষজ্ঞ আলিমদের মুখ ও লেখা থেকেও শিখতে হবে। যে সকল আলিম কুরআন ও সহীহ হাদীস নির্ভর ওয়ায করেন বা বই লিখেন তাদের থেকে শিক্ষা লাভ করতে হবে। যারা পরবর্তী যামানার গল্প-কাহিনী বা অলৌকিক কিচ্ছা অথবা জাল হাদীস নির্ভর ওয়ায করেন বা বইপত্র লিখেন তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ বলেছেন: শেষ যুগে আমার উম্মাতের কিছু মানুষ তামোদেরকে এমন সব হাদীস বলবে যা তামেরা বা তামোদের পিতা-পিতামহগণ কখনাে শুননি। খবরদার! তামেরা তাদের থেকেক সাবধান থাকবে। (মুসলিম ১/১২) কোনাে আলিমের বই পড়ে বা ওয়ায শুনে কোনাে হাদীসের বিষয়ে দ্বিধা বা আপত্তি হলে ঝগড়া-বিতর্ক না করে হাদীসটি কোন হাদীসের গ্রন্থে সংকলিত এবং তার সনদটি সহীহ কিনা তা জানতে চেষ্টা করুন। সহীহ সনদ পাওয়া গেলে মেনে নিন। না পাওয়া গেলে বাদ দিন। আত্মমর্যাদার নামে ঝগাড়া করে গানোহগার হবেন না। ফকীহগণ বলেছেন যে, কোনাে হাদীস বলার সময় হাদীসটি সনদসহ কোন গ্রন্থে সংকলিত অন্তত তা বলতে হবে। এরূপ না বলে হাদীস বলা তারা না জায়েয বলেছেন।

মুসলিম উম্মাহর ফিরকাবাজি, কোন্দল, কুসংস্কার, শিরক, বিদআত ইত্যাদির মূল কারণ জাল হাদীস। ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই ইসলামের শত্রুগণ, শীয়াগণ, দুর্বল ঈমান ওয়ায়েযগণ ও অনুরূপ অনেক মানুষ নিজেদের স্বার্থ বা মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য হাদীসের নামে জাল কথা প্রচার করেছে। সাহাবীগণ এবং পরবর্তী আলিমগণ এজন্য সনদ ছাড়া কোনাে হাদীস গ্রহণ করতেন না। সনদে যাদের নাম বলা হয় তাদের সকল বর্ণনা একত্রিত করে কোর্টের উকিল ও বিচারকদের মত ক্রস পরীক্ষা করে এদের জালিয়াতি ধরেছেন। তাঁরা জাল হাদীস ও সহীহ হাদীস পৃথক করেছেন। এজন্য মুহাদ্দিগণের নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করতে হবে। আলিমগণ বারংবার বলেছেন যে, অন্তত হাদীসের কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থে হাদীসটি আছে তা না জেনে কোনাে হাদীস বলা বা গ্রহণ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ বলেন: "একজন মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তাই বর্ণনা করবে।" (মুসলিম ১/১০) কোনাে হাদীস সম্পর্কে জাল বলে সন্দেহ হলে মুহাদ্দিসদের নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তা আর বলা যাবে না। কারণ এতে জাল হাদীস প্রচারে সহযাগিতা হবে। রাসূলুল্লাহ বলেন: "যে ব্যক্তি আমার নামে কোনাে হাদীস বলবে এবং তার মনে সন্দেহ হবে যে, হাদীসটি মিথ্যা, সেও একজন মিথ্যাবাদী।" (মুসলিম ১/৯)

আর হাদীসের নামে মিথ্যা বলার সুনিশ্চিত শাস্তি জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ(সা:) বলেন: "আমি যা বলিনি সে কথা যে আমার নামে বলবে (আমার নামে মিথ্যা বলবে) আবাসস্থল জাহান্নাম। (বুখারী ১/৯)

আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর কিতাব ও তাঁর রাসূলের (সা.) সুন্নাত আঁকড়ে থাকার তাওফীক দিন। আমীন।

মুক্তিযুদ্ধে নৌকমাণ্ডো ও গেরিলাদের ভূমিকা

অরবিন্দ মৃধা

১৯৭১এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সুসজ্জিত পাক নৌ-বাহিনীর গান বোট প্রতিহত করার লক্ষ্যে অস্থায়ী মুজিবনগর সরকারের পক্ষে দশম সেক্টর গঠনের মাধ্যমে 'অপারেশন জ্যাকপট' নামে নৌ-যুদ্ধ শুরু করা হয়। পরবর্তীতে এই বাহিনী বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নবম সেক্টরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত দশম সেক্টরের নৌ-কমাণ্ডোগণ স্বাধীনতাকে তরান্বিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে দক্ষিণ পশ্চিম ভারত সীমান্তে সুন্দরবন ঘেঁষা জনপদ ও মঙ্গলা নৌবন্দর থেকে পাক নেভীগুলি চরমভাবে মার খেয়ে ৭১ এর ৩ নভেম্বরের মধ্যে হটে যেতে বাধ্য হয়। পাক নৌঘাটিগুলি মুক্তি বাহিনীর দখলে আসার সাথে সাথে সীমান্তবর্তী পাকস্থল ঘাটি সাতক্ষীরার শ্যামনগর কালিগঞ্জ দেবহাটা অঞ্চল নভেম্বরের মধ্যে পাক হানাদার মুক্ত অঞ্চল হিসেবে ঘোষিত হওয়ার পর স্বাধীনতাকামী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও আমজনতা বিজয়োল্লাসে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠে। সুচনা হয় স্বাধীনতার বিজয়।

৭১'এর এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় থেকে পাক নেভী বাহিনী সুন্দরবনসহ উপকূলীয় জনপদে শক্ত নৌঘাটি গড়ে তুলে নির্বিচারে সাধারণ মানুষের উপরে নির্যাতন ধর্ষণ ও হত্যাযজ্ঞ চালানো শুরু করে। নবম সেক্টরের গেরিলা যোদ্ধাগণ কয়েক দফায় তাদেরও কয়েকটি নৌযান ছিনিয়ে নেয়। প্রতিহত করার জন্য হামলা চালায়, নৌকমাণ্ডো গঠন করার ক্ষেত্রে লেঃ জিয়াউদ্দীন প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তথ্যানুসারে জানা গেছে "আগষ্টের শেষ সপ্তাহে ছয়খানা নৌকো নিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের আশায় (জিয়াউদ্দীন) সেক্টর কমাণ্ডার মেজর জলিলের সাথে সাক্ষাৎ করলে, তিনি তাঁকে এম, এ জি ওসমানীর সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে বিস্তারিত বিষয় অবগত করান"। এপর্যায়ে দেশের জলসীমানা থেকে হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করার লক্ষ্যে লঞ্চ সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়। মুক্তিযোদ্ধাগণ কয়েক দফা হামলা চালিয়ে কয়েকটি লঞ্চ দখল করতে সক্ষম হয়। 'সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তহে ৬টি লঞ্চ সংগ্রহ হলে মেজর জলিলের তত্বাবধানে বাংলাদেশ নেভী নামে নৌবাহিনীর একটি দল গঠন করা হয়। ভারতীয় অধিনায়ক মিঃ মুখার্জীর সহযোগিতায় উক্ত ছয়টি লঞ্চের জন্য পঞ্চাশটি ব্রাউনি, বিমান বিধ্বংসী মেশিনগান, হালকা মেশিনগান সংযোজন করা হয়। বদরে আলম নামে একজন অভিজ্ঞ নৌকমাণ্ডো দ্বারা নৌবাহিনী সাজানো হয়। লেঃ খুরশীদ এই বাহিনী গঠনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। বদরে আলমকে সম্মানসূচক লেফটেন্যান্ট পদে ভূষিত করা হয়।'

"পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভাগীরথী তীরে নৌ কমণ্ডোর গোপন প্রশিক্ষণ কোর্স চালু হয়। প্রশিক্ষণকালে 'লিমপট' মাইন, হ্যাণ্ডগ্রেনেড, রাইফেল, ষ্টেনগান ও অন্যান্য অস্ত্রবিদ্যা বিষয়ে পাঁচ শতাধিক সাহসী যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ৭১'এর যুদ্ধ চলাকালে পাক নৌবাহিনীর ৪১জন যুবককে ফ্রান্সের তুলন শহরে প্রশিক্ষণের জন্যে পাঠানো হয়েছিলো। য়ার মধ্যে ১৩ জন ছিলো বাঙালি। এদের মধ্যে ৮ জন পালিয়ে এসে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। নৌ কমাণ্ডোদের অভিযানের নাম রাখা হয় অপারেশন জ্যাকপট এবং সাংকেতিক নাম ছিল 'সি-২পি'। নৌকমাণ্ডোকে মুক্তিযুদ্ধের দশম সেক্টরের অন্তভূক্ত করা হয়।

যুদ্ধকালে বাংলাদেশ নেভী-বাহিনীর কমাণ্ডোগণ সুন্দরবনের হিরণপয়েন্টের ত্রিকোনিতে অবস্থানরত পাকত্রিকোয়ানী ওয়েল ডিপো, মোংলা বন্দর, চালনাবন্দরসহ ভ্রাম্যমান পাক নেভী গান বোটের উপরে অপারেশন জ্যাকপট অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে জাহাজ ও নেভী ধ্বংস করে। এর ফলে পাকবাহিনী দ্রুত উপকুলীয় বন সীমানা ছাড়তে বাধ্য হয়।

নৌযুদ্ধ পরিচালনার জন্য মোংলা বন্দরের অপরপাড়ে বানিশান্তা নামক স্থানে চার্লি সেক্টরের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার এন এ সাকিলের পরামর্শে সেক্টর কমাণ্ডার জলিলের নির্দেশে অস্থায়ী নৌঘাঁটি স্থাপন করা হয়। এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন হাবিলদার আবজাল এবং খিজির নামে একজন মেকানিক। দেড় শতাধিক গেরিলা ও নৌকমাণ্ডো এই ঘাঁটিতে অবস্থান নিয়ে স্থলে, জলে হামলা চালিয়ে পাকবাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

ফ্রান্সে পাক-নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ থেকে পালিয়ে আসা মিঃ আসাদুল্লাহ এর নেতৃত্বে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ত্রিশজন ফ্রাগম্যান লিম্পোট মাইন নিয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর (৭১) মোংলা ও চালনা বন্দরে পাকিস্তানী বানিজ্যিক ও নৌবাহিনীর জাহাজে আক্রমন চালায়। সুত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, ফ্রগম্যানদের গোপনঘাঁটি থেকে আসা নৌকাগুলিকে শমশেরনগর (ভারত) ক্যাম্প থেকে ১০ সেপ্টেম্বর লেঃ কমাণ্ডার মার্টিস, মেজর রায় চৌধুরী ও মেজর জলিল তাদের বিদায় জানান। নির্ধারিত সময়ে ১৬ জন ফ্রগম্যানের ৮টি দল গভীর রাতে লিম্পোট মাইন (ভাসমান) সংযোগ করে নিরাপদ ঘাঁটিটে ফিরে আসে। মাইনগুলো বিস্ফোরণের জন্য ফিউজ-এ এক ঘন্টা সময় বেঁধে দেয়া হয়েছিল। ভোর সাড়ে ৫টায় মাইনগুলো বিস্ফোরিত হলে ৮টি জাহাজের মধ্যে ৭টি ডুবে যায়। একাত্তরের রনাঙ্গণ গ্রন্থের তথ্যানুযায়ী "খুলনা মোংলা বন্দরে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিল মোট নয়টি জাহাজ। এদের মধ্যে মারবি জাহাজ ২টি, জাপানি জাহাজ ১টি, পাকিস্থানি জাহাজ ১টি ও নৌযান ৫টি।" আনন্দ বাজার পত্রিকায় 'গানবোট যুদ্ধ' শিরোনামের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে- "সাতক্ষীরায় শ্যামনগরের কাছে একস্থানে একটি পাকিস্থানি গানবোট মুক্তিফৌজের একটি ঘাঁটির উপর গত ২৮শে সেপ্টেম্বর (৭১) গোলাবর্ষণ করলে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড গুলি বিনিময় হয়। কিছুক্ষণ উভয় পক্ষের গুলি বিনিময়ের পর পাক গানবোট পশ্চাদপসরণ করে।" নভেম্বরে মোংলা বন্দরে পাক নেভী জাহাজে নৌকমাণ্ডোগণ মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ডুবিয়ে দেয়। এমনি খণ্ড খণ্ড বহু নৌযুদ্ধে সফলতার ফলে প্রান্তসীমার জলস্থল এলাকা প্রথমে হানাদার মুক্ত হয়।

'মুক্তিযুদ্ধে নৌ কমাণ্ডো বাহিনীর অপারেশন কৌশল ছিলো অভিনব। সাংকেত হিসেবে বেতারে দু'টি গানের মিউজিক বাজানো হতো। পরিকল্পনা অনুযায়ী "আমার পুতুল আজকে প্রথম যাবে শ্বশুরবাড়ি।" এই গানের মিউজিক বাজলে কমাণ্ডোদের প্রস্তুত হতে হতো। এবং "আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান, তার বদলে চাইনি কোন দান।" এই মিউজিক বাজলে অপারেশন জ্যাকপট শুরু হতো'

১৯৭১ সালে ১৭ এপ্রিল অস্থায়ী মুজিবনগর সরকার গঠনের পর সাতক্ষীরায় সুন্দরবন অঞ্চল, খুলনা, বাগেরহাট, বরিশাল, পটুয়াখালী ও ফরিদপুরের কিছু অংশ নিয়ে নবম সেক্টর গঠন করা হয়। সেক্টর কমাণ্ডার মেজর এম. এ. জলিল ভারতীয় বাহিনীর মাধ্যমে অস্ত্র সংগ্রহ করে বরিশাল অঞ্চলের কয়েকজন, এম.এন.এ.এম. পিএ এবং একটি প্রশিক্ষিত বাহিনীসহ দু'টি লঞ্চ যোগে বরিশালে যাওয়ার পথে সুন্দরবন ঘেঁষা শ্যামনগর গাবুরা নামক স্থানে পাক নেভী বোট দ্বারা আক্রান্ত হলে এক অসমযুদ্ধের মধ্যদিয়ে লঞ্চ দু'টি ও বহু অস্ত্র গোলাবারুদ হারায়। তবে ওই যুদ্ধে তারা স্থানীয়দের সহযোগিতায় নানা কৌশল অবলম্বন করে ভারতে ফিরে যেতে সক্ষম হন। নৌপথে এই প্রথম বিপর্যয় ও অভিজ্ঞতা মুক্তিযোদ্ধাদের নৌকমাণ্ডো গঠনে অনুপ্রাণিত করে। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী নেতৃবৃন্দ অনুধাবন করেছিলেন, সীমান্ত উপকূলীয় অঞ্চল থেকে পাক নেভী গান বোট ও তাদের নৌফাড়িগুলি ধ্বংস করতে না পারলে সহসা হটানো সম্ভব হবেনা। বাংলাদেশ নৌকমাণ্ডো বাহিনীর ক্রমাগত গোপন হামলায় পাকনেভীগুলি প্রথমে সুন্দরবন টাকী জুরিডিকশনের অঞ্চল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এগিয়ে নবম সেক্টরের গেরিলা যোদ্ধাগণ বিশেষত উপ-অধিনায়ক ক্যাপঃ নূরুল হুদা, লেঃ মাহফুজ আলম বেগ মুজাহিদ, ক্যাপঃ শাহজাহান, লেঃ এম. আর চৌধুরী, নাজমুল হকসহ অন্যান্য কমাণ্ডারগণের নেতৃত্বে সীমান্তবর্তী অঞ্চল শ্যামনগর-কালিগঞ্জ দেবহাটাসহ হানাদারদের অন্যান্য স্থল ঘাঁটিতে অব্যাহতভাবে হামলা চালাতে থাকলে পাকহানাদার বাহিনী পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ৭১'এর ১৯ নভেম্বর সাতক্ষীরায় শ্যামনগর এবং ২০ নভেম্বর কালীগঞ্জ অঞ্চল হানাদার মুক্ত হয় এবং এটাই দেশের প্রথম হানাদার মুক্ত অঞ্চল। মুজিবনগর সরকার ফোর্স কার্যালয় থেকে ২২ নভেম্বর ৭১'এর যুদ্ধে বুলেটিন-এ বিষয়ক ঘোষণা উল্লেখ করা হয়েছে- Mukti Bahini is now in control of kaligang. On November 19, Mukti Bahini advanced towards SHYAMNAGAR and after minor exchange of fire. Mukti Bahini Captured it and they advanced up to Noornagar and drove the occupation troops. They also captured 12 Razakars one Motor launch, One BS Rocket Launchcer with 7bombs,3 inch Motar Bome and large quality of ammunitions.

(তথ্যসূত্র: মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র একাদশ খণ্ড পৃষ্ঠা-১৫৯) ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর সারাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। ৩০ লক্ষ শহীদ আর ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি হয়েছে ৯ মাসের যুদ্ধে। এরই মধ্যে দিয়ে বীর বাঙালির আত্মত্যাগ ও দুঃসাহসী যুদ্ধে সুসজ্জিত হানাদার পাক-বাহিনীর ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ আত্মসমার্পনের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় আমাদের বিজয়।

তথ্যসূত্রঃ

১। মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র- দশম খণ্ড
২। সীমাহীন সমর- মেজর এম. এ. জলিল
৩। একাত্তরের রনাঙ্গণ- শামশুল হুদা চৌধুরী
৪। আমরা স্বাধীন হলাম- কাজী শামসুজ্জামান
৫। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে- রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম
৬। মুক্তিযুদ্ধে শ্যামনগর ও বিচ্ছিন্ন চালচিত্র- অরবিন্দ মৃধা।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

বহুল আলোচিত নেট জিরো ইমিশন

সৈকত ইসলাম, সিডনি

সৈকত ইসলাম

ইদানিং শীর্ষ পর্যায়ে ক্লাইমেট চেঞ্জ তথা জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা হচ্ছে। সিএফসি অর্থাৎ মোদ্দাকথা, কঠিন নির্গমনের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় পৃথিবীর উষ্ণতা ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাচ্ছে বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে সমুদ্রের পানি উচ্ছাসিত হয়ে পৃথিবীর স্থলভাগের কিয়দংশ নিমজ্জিত হয়ে যেতে পারে যা মানব জাতির জন্য একটি হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। একে রুখে দেয়া বা সমাধান করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে বেশ ক'বছর ধরে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হচ্ছে। দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে, বিশ্বের শীর্ষ পরিবেশ দূষক চীন এ ব্যাপারে তেমন সাড়া দিচ্ছে না।
এদিকে হালে 'নেট জিরো ইমিশন' নামে একটি ধারণা চালু করা হয়েছে, যাতে অস্ট্রেলিয়াসহ কতিপয় দেশ এর বাস্তবায়নের জন্য কপ ২৬ (Cop26) সম্মেলনে উপস্থাপন করেছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিশন সম্মেলনে উপস্থিত থেকে জোরালো ভাবে উপস্থাপনা করেছেন। বিশ্বকে দূষণ মুক্ত রাখার জন্য 'নেট জিরো ইমিশন' নামে যে তত্ত্ব হাজির করা হয়েছে- এবার দেখা যাক এটি আসলে কি অর্থাৎ এ ধারণার মাধ্যমে কী বোঝানো হয়েছে ।

নেট জিরো ইমিশন কি?

এ ধারণা মূলত: সামগ্রিক সমতাকে নির্দেশ করে যাতে নি:সৃত গ্রিন হাউস গ্যাসের উৎপাদন এবং পরিবেশ থেকে গ্রিন হাউস গ্যাসের ব্যবহারের সমান সমান থাকে। আমরা জানি বৃক্ষ গ্রিনহাউস গ্যাস ব্যবহার করে সূর্যালোকের সাহায্যে অক্সিজেন উৎপাদন করে। যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রিন হাউজ গ্যাস উৎপাদিত হয় তাহলে পৃথিবী ক্রমাগত উত্তপ্ত হতে থাকবে কারণ কার্বনের ধর্মই তাই। ধরা যাক, পাল্লার কথা- যখন উত্তরদিকের সমান দ্রব্য থাকবে তখন পাল্লাটির সমতা অর্জন করবে। ইতিমধ্যে পাল্লা মন্দের দিকে ঝুলে পড়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। অতীতে যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে অতিরিক্ত গ্রিন হাউস-গ্যাস উৎপাদনের ফলে তাকে সমতার দিকে নিতে হলে আমাদেরকে জীবাশ্ম জ্বালানি যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে হবে। কয়লা হচ্ছে একটি বড় উপাদান যা বিদ্যুৎ উৎপাদনে ও কলকারখানা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে অতিরিক্ত যে গ্রিন হাউজ গ্যাস আবহাওয়ায় বিরাজ করছে তাকে ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে নতুন বনাঞ্চল সৃষ্টি করা বা সরাসরি বায়ুর ধৃত করার প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া নবায়নযোগ্য শক্তি যেমন সূর্য লোক ও বাতাসের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিকে প্রবল ভাবে ঝুঁকতে হবে। নিউক্লিয়, বিদ্যুৎ ও একটি মাধ্যম হতে পারে। মোদ্দাকথা, কয়লার ব্যবহারকে ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনতে হবে এবং সেস্থলে নবায়নযোগ্য শক্তি বা নিউক্লিয় শক্তি দিয়ে তার প্রতিস্থাপন করতে হবে। এমন ভাবে করতে হবে যাতে সমতা রক্ষিত হয়। এর মানে দাঁড়ায় কয়লা, তেল এবং গ্যাসের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে তুলে দিতে হবে এবং পাশাপাশি নবায়নযোগ্য শক্তি এদের জায়গা দখল করে নিবে।

নেট জিরো ইমিশন কেন জরুরি?

জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারটি এমন নয় যে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধ করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে বরং কার্বণ ডাই অক্সাইড(গ্রিন হাউজ) গ্যাস যা এখন বাতাসে আছে তা বছরের পর বছর এ ধরনের ক্রমাগত উত্তপ্ত করতেই থাকবে। সুতরাং গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমনকে হ্রাস করলেই ব্যাপারটি শেষ হয়ে যাবে না; আমাদের আসল লক্ষ্য হচ্ছে পাল্লায় সমতা আনা যাতে করে পরবর্তীতো জলবায়ুকে পূর্বের সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। এটি অর্জনের জন্য গ্রিন হাউস গ্যাস ইমিশনকে শূন্যের কোটায় আনতে হবে এবং সে সঙ্গে অতীতের ক্ষতিকে পুষিয়ে নেওয়ার জন্য প্রযুক্তিসহ নতুন বনাঙ্গল সৃষ্টির মাধ্যমে তৎপরতা চালাতে হবে। এ ব্যাপারে জাতিসংঘের একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে এবং UNFCCC(United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) শিরোনামে একটি গাইড বা নির্দেশিকা তৈরি করেছে। এতে বলা হয়েছে-এ দশকের নিঃসরণ হ্রাস করা বেশ জররি কারণ ভয়াবহ প্রভাব এড়াতে হলে এখনই কর্মতৎপর হতে হবে। দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রাকে অবশ্যই অভ্যন্তরীণ লক্ষ্যমাত্রা দিয়ে পূরণ করতে হবে।
-বর্তমান এবং দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমের সুস্পষ্ট প্লান পরিকল্পনা থাকতে হবে
-বর্তমানে কতটা হলো তা প্রতি বছর প্রকাশ করতে হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক ভাবে এগুচ্ছে কিনা তা যাচাই করতে হবে।
-লক্ষ্যমাত্রায় অবশ্য সব গ্রিনহাউস গ্যাস যেমন কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ক্লোরিন ফ্লোরিনকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং অর্থনীতির সব সেক্টরকে এর আওতায় আনতে হবে।

অস্ট্রেলিয়া কিভাবে নেট জিরো ইমিশন অর্জন করবে?

জলবায়ু পরিষদ সুপারিশ করেছে যে, অস্ট্রেলিয়াকে ২০৩০ সালের মধ্যে নিঃসরণ ৭৫% কমানো এবং ২০৩৫ সালের মধ্যে নেট জিরো ইমিশন অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। অস্ট্রেলিয়ায় রয়েছে বিশাল ভূমি। যা নবায়নযোগ্য শক্তির জন্য বিরাট সুযোগ ও সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি করেছে। একথা সত্যি, যে নেট জিরো ইমিশনকে ত্বরান্বিত করার জন্য আমাদের রয়েছে প্রযুক্তি যাতে করে কয়লা এবং গ্যাস চালিত বিদ্যুৎ

> উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে সমুদ্রের পানি উচ্ছাসিত হয়ে পৃথিবীর স্থলভাগের কিয়দংশ নিমজ্জিত হয়ে যেতে পারে যা মানব জাতির জন্য একটি হুমকি হয়ে দাঁড়াবে

কেন্দ্র সমূহকে সস্তা, পরিচ্ছন্ন এবং নির্ভরযোগ্য নবায়ন যোগ্য শক্তি দ্বারা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। স্টেট এবং টেরিটোরি নেতারা দেখিয়েছেন কি কার্যকরী এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে কর্মসংস্থানের কি সুবিধা সমূহ উন্মোচিত হয়। কার্বন দূরীভূত করার ফলে! ফেডারেল সরকার বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে কাজ করলে দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।
নেট জিরোতে পৌঁছার জন্য যাবতীয় কয়লা ও গ্যাস সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে বন্ধ করতে হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে দ্রুত এগুলোর প্রতিস্থাপন করতে হবে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিশ্বাসযোগ্য জলবায়ু এবং নবায়নযোগ্য শক্তির নীতিমালার অভাব রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করেছেন কারণ প্যারিস সম্মেলনে প্রদত্ত অঙ্গীকারের প্রতিপালন করা সম্ভব হয়নি; যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা অপ্রতুল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অস্ট্রেলিয়া বিপুল পরিমান কয়লা রপ্তানি করে থাকে যা পরোক্ষভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের ভূমিকা রাখছে।

হঠাৎ করে নেট জিরো ইমিশন টার্গেট কেন?

জলবায়ু পরিবর্তনের আন্ত সরকারীয় প্যানেলের সাম্প্রতিক রিপোর্ট মানবজাতির জন্য লাল সতর্ক বার্তা প্রদান করা হয়েছে। এই রিপোর্টে বিশ্বের সমস্ত সরকারকে যত দ্রুত সম্ভব নেট জিরো ইমিশনের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে এবং যতদ্রুত সম্ভব তা অর্জন করার জন্য অন্তবর্তীকালীন পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার কৌশলগত মিত্র এবং বানিজ্যিক অংশীদারদের অধিকাংশই এখন নেট জিরো ইমিশন এর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন যুক্তরাজ্য এবং জাপান ২০৫০ সাল নাগাদ টার্গেট নির্ধারণ করেছে অন্যদিকে চীন ২০৬০ সালে নির্ধারণ করেছে, অস্ট্রেলীয় সরকারও ২০৫০ সাল নির্ধারণ করেছে অবশেষে। দুরহ মুলক হলেও আমরা যদিও নেট জিরোতে যাই তথাপি জড়তার কারণে জলবায়ু সিস্টেম এর ক্ষতি আমাদের পোহাতে হবে। নেট জিরো হচ্ছে এমন অবস্থা, যখন মানবজাতি জলবায়ু পরিবর্তনের ০০০ সেটি যত আরো অন্তত ৩০ বছর বাকী

কখন অস্ট্রেলিয়া নেট জিরোতে পৌছবে ?

গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ যত কমানো যায় ততই মঙ্গল। জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত আন্ত: সরকারীয় প্যানেল প্যারিস চুক্তির প্রতি সম্মান জানিয়ে ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধির সীমা নির্ধারণ করেছে যাতে করে ২০৫০ সাল নাগাদ নেট জিরোতে পৌঁছা সম্ভব হয়। একশোর বেশি দেশ এরি মধ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। ২০২০ সাল থেকে ২০৩০ সাল এর প্রতিবছর ৭% নি:সরণ কমিয়ে দিতে পারলে এ লক্ষ্য হাসিল করা যাবে। যা বেশ কষ্টসাধ্য। অস্ট্রেলিয়া বড় দূষণকারী হলেও এর রয়েছে নবায়নযোগ্য শক্তির বিশাল সম্ভাবনা। জলবায়ু পরিষদ ২০৩০ সালের মধ্যে ৭৫% নি:সরণ কমিয়ে দিতে সুপারিশ করেছে। দূর্ভাগ্যজনক হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়া অন্যদের তুলনায় বেশ পিছিয়ে আছে। ২০৩০ সালের টার্গেট পৌঁছানো দূরের কথা! অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বাসযোগ্য কোন নীতিমালা নেই বলে অভিযোগ রয়েছে। সুখের কথা হচ্ছে প্রতিটি অস্ট্রেলিয়ার স্টেট ও টেরিটোরির ২০৫০ সাল নাগাদ টার্গেট পৌঁছার লক্ষ্য রয়েছে।

কোন দেশ নেট জিরোতে পৌঁছাতে পেরেছে?

অদ্যাবধি আইন করে ১৩ টি দেশ নেট জিরোতে যাবার অঙ্গীকার করেছে। ইতিমধ্যে সুরিনাম এবং ভুটান নেট জিরো অর্জন করেছে। ১৩ টি দেশের মধ্যে ব্রিটেন, জার্মানি, জাপান, ফ্রান্স এবং কানাডা রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার একটি মাত্র স্টেট তাসমানিয়া নেট জিরো অর্জন করেছে। তাসমানিয়ার বিশাল হাইড্রো ইলেক্ট্রিক বাঁধ এবং বৃহৎ কার্বন ঘনবন সমূহের মাধ্যমে তারা এ লক্ষ্য অর্জন করেছে। খুব সহজেই তারা নেট জিরো অতিক্রম করে ধনাত্মক দিকে চলে যেতে পারবে- এতে করে সারাবিশ্ব উপকৃত হবে।
এদিকে যদিও সবার নেট জিরো টার্গেট রয়েছে তবে ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া, নর্দান টেরিটোরি এবং কুইন্সল্যান্ড প্রতিবছর তাদের ইমিশন বাড়িয়েই চলেছে। গ্লাসগোতে সম্প্রতি কপ২৬ (Cop26) সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ২০৫০ সাল নাগাদ তার দেশের নেট জিরো ইমিশন টার্গেট পৌঁছার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। আশা করা যাচ্ছে, ক্যানবেরা শীগ্রই একটি গ্রহণযোগ্য নীতিমালা এবং কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়ে তাদের টার্গেটে পৌঁছাতে পারবে।

Need Tax Return?

Accounting & Tax should not be so difficult, visit us and see how we can make the difference...

TAX TIME AHEAD

QUALITY SERVICE ASSURED
AT LOWEST PRICE

FREE TAX RETURN ASSESSMENT

Taxation Solutions Partnership / Individuals / Company / Trust / Superfund
Business development and management **Bookkeeping** & Many more

CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND

bfsPARTNERS
SIMPLIFYING ACCOUNTING

OUR PARTNERS

Zaber Ahamed
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Registered SMSF Auditor
Justice of Peace in NSW

Tanvir Hasan
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Justice of Peace in NSW

Find us on Facebook

Level 5, 189 Kent Street Sydney 2000

www.bfspartners.com.au

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper I সত্যের সাথে সব সময়

AMIN MOHAMMAD

0423 794 791

YOUR LOCAL EXPART

For Buing, Selling & Renting

Ingleburn, Minto, Edmondson Park & Campbelltown

kangarooproperty.com.au

KANGAROO® | PROPERTY

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, December-2021
Year-13
30

মউত আসার আগে

বদরুদ্দোজা শেখু

ধড়ফড়িয়ে উঠি ঘুম থেকে, চোখ রগড়াই...
এতো বেলা হ'য়ে গেলো!
কতো কাজ প'ড়ে আছে, ভেস্তে যাবে সব।
অলক্ষ্যে কেউ ব'লে উঠে, থামো! চাহিদার খাঁই
থামাও এবার! অনেক তো হলো।
শুধু অর্থ ও সম্পদ জমানোর জন্য ছুটছো,
একবার কি ভেবেছো, কী হবে এসব?
নিমেষে বেকার হবে তোমার সম্পদ সাম্রাজ্য দবদবা,
কেউ যাবে না সাথে, কিচ্ছু যাবে না। তোমার
মউত নিয়ে ভাবো..., যুগপৎ
সুনিশ্চিত ও অনিশ্চিত বিষয়,
ভয় হয় না তোমার সেই দিনের?
অন্ধকার শুধু অন্ধকার চারিদিকে
কেউ নাই, কোথাও কেউ নাই সাহায্য করার
শুধু শুনশান বিরাণ অন্ধকার!
থমকে' দাঁড়ালাম, চমকে' উঠলো হৃদয়...
কী ভয়ানক সেই দিন! আহ্-হা,
ভয় শুধু ভয়ে ভ'রে গেলো সমস্ত অনুভূতি
সকাল সকাল। শিউরে উঠলাম। মাথা ঘুরে গেলো।
কেউ যেন বললো আবার, সটান চিৎ হ'য়ে শুয়ে
চোখ বুজে একবার কল্পনা করো সেই
বিরাণ আঁধার, ধাঁধার গোলকধাঁধা,
মউত আসার আগে একবার মরো, থামাও চাহিদা।
প্রতিটি দিন তোমার নবজন্ম। থামো বান্দা থামো।
প্রতিপালকের দরবারে শুকরিয়া জানাও।
দ্বন্দ্ব দ্বিধা সংশয় ছেড়ে বিশ্বাস ও বিনয় নিয়ে
তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করো,
একমাত্র তিনিই বরাভয়।...
কে-ক্কে?
কেউ নাই। নিরুত্তর ঘরবাড়ি সব।

তৎক্ষণাৎ একবার মহড়া করলাম। আর সেই
ভয়ঙ্কর একা জীবনের অসারবত্ত্বা ধারণা করলাম

তোমাকে না পেলে

আবদুল বাতেন

তোমাকে না পেলে-
এ শহরের কোন রমণী গর্ভবতী হবে না কোনদিন
ডায়মন্ডের নেকলেস-রিং, ব্যাংক-বীমা-বিশ্বাস থুতুতে ভাসিয়ে
ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে থাকবে পরস্পরের প্রিয়জন

তোমাকে না পেলে-
মা গাভীর রসালো ওলানে ঢুঁ দেবে না বাছুর বালক
ক্ষুধায় খুন হলেও
গালেমুখে মাতৃস্নেহে চেটে দেয়া জিভকে ফিরিয়ে দেবে বারবার

তোমাকে না পেলে-
ছুঁড়ে মারবো আমার পরমায়ু চিল-শকুনের মুখে
শান্তি সমস্তটাই বিপন্ন হবে সিংহের থাবায়
দুর্বৃত্তায়নে ডুবে যাবে প্রভাতের পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে
জল্লাদ মটমট করে ভাঙবে পূর্ণিমার পিয়ানো
এবং সমগ্র উদ্যান বন্ধ্যাত্বের বন্দনায় থাকবে অস্থির

তোমাকে না পেলে
কবিতার ক্লাস করা ছেড়ে ওয়াল স্ট্রিটে ধ্যানে বসবো
ক্যাসিনো কারিগর হব, নামকরা
প্রেমে পড়া একটি ব্যবসা-লিখে বিলবোর্ড টাঙিয়ে দেব
সুন্দর ও শিল্পের সদর দরজায়

গুন টেনে চলা

নন্দিনী আরজু রুবী

হারিয়েছে উচ্ছ্বল গতি আশ্বিনের শীর্ণনদী,
নিশ্চল হাল, থমকে আছে বাতাস স্থির ছেঁড়া পাল...
রুক্ষ তীর ধরে গুন টেনে ক্ষয়ে যায় আয়ুষ্কাল
নিরন্তর বয়ে ক্ষুদ্র জীবনের ভার।

সবুজ শ্যাওলার জটে স্পন্দিত জলকণা অবিরল উচ্ছ্বল,
শুধু এখানে চোরাবালির বিস্তার ডিঙিয়ে নতমুখে
বিরামহীন এইচলা আর কতকাল...!

দড়ির কড়ায় পিষ্ট দু'হাতে শতাব্দীর দায়ভার।
বোধের বোধন আর বিসর্জনের অচঞ্চল ধূসরতায় মূক,
বধিরতার প্রান্তসীমায় অস্পষ্ট উচ্চারণ ঈপ্সিত সেই স্বর...

ধাবমান ঘর্মাক্ত শরীর ছুঁয়ে ফেরারি বাতাসে,
দুলে ওঠে পাল, ক্লান্তি আর গ্লানির ভিতর
আবার জেগে উঠি...
গতিময় ঋদ্ধতায়!

আমি হবো

মাঈনুদ্দিন মাহমুদ

আমি হবো ভোরে ফোটা ফুল
আমার মাঝে ক্লান্তি জ্বরা থাকবে না এক চুল।
আমি হবো রঙিন প্রজাপতি
দূরন্তময় হবে ভীষণ আমার চলার গতি।
আমি হবো শিশির ভেজা ঘাস
আরও আমি চাই যে হতে জলে ভাসা হাঁস।
আমি হবো উর্ধ্বগামী চিল
সারা গায়ে মেখে নেবো ওই নীলিমার নীল।
আমি হবো বিলে ফোঁটা পদ্ম
আমায় নিয়ে লিখবে কবি গান কবিতা গদ্য।

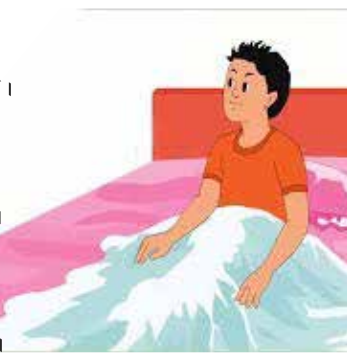

সভ্যতার আত্মকথা

হাফিজুর রহমান

সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতায় আমি ধর্ষিত হই বারবার!
ফলে, যেমন পুষ্টিহীনতায় ভুগি ঠিক তেমনি
স্বাস্থ্যহীনতাও আজকাল হয়ে উঠেছে পরম বন্ধু,
ছাড়তেই চায় না আমার পিছু, কিছুতেই।
আর সেই জন্যেই এই সমাজে গর্ভপাত ঘটে
অপরিপক্ক শিশুর, অসময়ে বড় অন্ধকারে।
আমি কোন সাক্ষীর সাক্ষের তোয়াক্কা করি না!
স্পর্শ করে না আর সত্যের প্রস্ফুটিত ঘ্রাণ!
জঞ্জালমুক্ত পৃথিবীর খোঁজে সদা বঞ্চিতের হয়ে
শুধুই লাঞ্ছিত হতে হয় রুগ্ন দেহে প্রতিনিয়ত।
অপশক্তির দাপট আর ক্ষমতার প্রভাবে
লজ্জার শির ছিঁড়ে চূর্ণবিচূর্ণ পাঁজরের এই আমি
সত্যিই এখন বেহুদা পল্লীর জনক, এর কারণ
লুণ্ঠিত হতে-হতে আমি আজ, নগ্ন প্রায়!

শীতের পূর্বাভাস

বিচিত্র কুমার

চাঁদর গায়ে শীতের বুড়ি
হাতছানি দেয় দিগন্তে,
কুয়াশা আর শীতল হাওয়া
নিয়ে ফিরবে বাড়ি হেমন্তে।

শিউলি ফোটা সকাল বেলা
বুড়ির গা শীত শীত করে,
রাশিরাশি শিশির কণা
হাওয়ায় উড়ে পড়ে।

শিরশিরিয়ে ওঠে শরীর
শীতের ছোঁয়া একটু পেয়ে,
সূর্যমামা বদলে যায়
বড্ড তাপের খেলা নিয়ে।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

হালখাতা

আহমদ রাজু

যখন তুমি চলে যাবে বলেছিলে তখন আমি
এতটুকুও বিস্মিত হয়নি; কেন জানো?
আমার বিশ্বাস ছিল- ফিরে তুমি আসবেই
এই আমের ছায়ায়- করমোচার বনে,
দোয়েল ভেজা ভোরের আঙিনায়।
আমার কথা বাদই দিলাম- হয়তো আমি অযোগ্য
যোগ্যতার বাজারে! কিন্তু- প্রকৃতির এই আলো-হাওয়াকে
ভুলবে কীভাবে? কীভাবে থাকবে তুমি প্রজাপতি সুখে?

যখন জেনে গেছি আর আসবে না; অবাক হইনি মোটেও
বিশ্বাসের দৃষ্টি ফেলিনি সেইখানে যেখানে তুমি
থাকতে পারো নিরবধি। কিংবা মানিয়ে নিয়েছো
ছাই রঙা ঘাসে- ডুমুরের ছায়ায়।
কি করে পারলে? কি করে পারছো
নতুন আবেশে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে
স্বপ্ন উড়াও রাতের পর রাত; যা আমাকেও দেখিয়েছিলে
বৈশাখী রাতে- শিশির ভেজা ভোরে।

তোমার সেই কবিতার কথা মনে আছে?
সেই যে, আমাকে প্রথম শুনিয়েছিলে-
'কে আমাকে করলো চুরি- কে নিয়েছে মন?
দোর গোড়াতে পদ্ম ফোঁটায়- কোনসে আপন জন।
চাঁদের আলোয় ঘর ভরেছে- সখি আমার কালো
অন্ধ হৃদয় হরণ করে- কোথায় সে হারালো।'
যখন একা থাকি- এখনও পড়ি মনে মনে
তোমার মতো এত আবৃতি করতে জানি না
তবে পড়তেতো পারি; সুর-তাল-লয়
একটু এদিক ওদিক হয় ঠিকই তবে
মন বুঝে নেয় কি বলতে চেয়েছো তুমি।
কেন লিখেছিলে এমন অবিশ্বাসের কবিতা?
যার মধ্যে বিশ্বাসের বিষে ভরা! যার উত্তাপে
আমি শেষ হয়ে যাই প্রতিনিয়ত।

আসা-যাওয়ার কণ্টকাকির্ণ পথে কে আসবে কে যাবে
সে হিসাব কেই বা রাখে বলো? পুরোনোকে মূল্য দিয়ে
নতুন করে হিসাবের পাতায় আমি লিখবো না।

তিনটি অবলোকন

বেলাল মাসুদ হায়দার

(১)
পথ চলি, হাতে হাত ধরি,
হৃদয়ের গহীণ হতে মর্মরে মরি।
সেই যে ধরেছিলাম হাত,
অর্ধ শত বছর আগে,
দিনান্তে এসে আজ,
কতো স্মৃতিই না জাগে-
পথ শেষে পাওয়া এটাই
শ্রেষ্ঠ সম্বল।

(২)
মৃদুমন্দ সাঁঝের সমীরণ,
শিউলি শাঁখায় তুলি কম্পন,
পথ পরে করো নাকো
পুষ্প বর্ষণ।
বন্ধু আসবে এ পথ ধরে।
প্রতিক্ষার দৃষ্টি প্রসারিত
রেখেছি তার তরে।

(৩)
মুদিত দুটি নয়ন,
নির্মীলিত ডাগর আঁখি,
থর থর কম্পমান,
অর্ধস্ফূটিত ওষ্ঠাদ্বয়,
কি বলতে চায়-
কেমনে তারে ধরে রাখি।

সম্ভ্রান্ত দুঃখ

রফিকুল নাজিম

তোমার দেওয়া দুঃখগুলো বেশ নামীয়, চলনে-বলনে সম্ভ্রান্ত
তোমার দেওয়া দুঃখগুলো বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও আভিজাত্যপূর্ণ,
অথচ আমার দৈন্য বুকে দুঃখগুলো শোরগোল করেনা
কোনো অশ্রাব্য গালাগালি করেনা, ধানাইপানাই করেনা।
ছোটোলোকের মতো বিশ্রীরকম চিৎকার-চেঁচামেচি করেনা
সৌম্য সেই দুঃখগুলোর মিহিদানার মতো তার চলার দাগ।

তোমার দেওয়া দুঃখগুলো বেশ সম্ভ্রান্ত ও তুলতুলে মাংসল
সেই দুঃখগুলো পা টিপে টিপে হাঁটে আমার শিরা ধমনীতে
আমার ক্ষয়িষ্ণু বুকের ওপর শব্দহীন কুচকাওয়াজ করে;
ক্যাটওয়াক করে। এবং করতালিতে মুখর হয় সুখী দর্শক।

ক্রিকেটে বাংলাদেশ

রেজাউল করিম রোমেল

বাংলাদেশের ক্রিকেটে
জয়ের ধারা বইছে,
বিশ্ববাসি সবাই মিলে
এই কথায় কইছে।

সাকিব মুসফিক মোস্তাফিজ
ভাল খেলা করছে,
ক্রিকেটে তাঁরা এখন
নতুন রেকর্ড গড়ছে।

বিশ্বকাপে বাংলাদেশ
ফাইনালে লড়বে,
সবাইকে হারিয়ে
বিশ্বজয় করবে।

তুমি কিভাবে বাঁচো

লতিফুর রহমান প্রামানিক

এমন একটা জীবনের গল্প এই শহরে আর কারো ঝুড়িতে নেই।
মার্বেল এর মতো গোল চোখের ছেলেটা যে একবার হাসি দিলে,
তোমার দুঃখের শহরের অলিগলি বন্যার জলের মতো ধুয়ে মুছে চকচকে হয়ে উঠে।
রোদের মতো উজ্জ্বল মতো হয়ে উঠে তোমার মুখ।
সেই ছেলেটার ঘাম কপাল তোমাকে বিধ্বস্ত করে তোলে,
যুদ্ধ ফেরত পরাজিত সৈনিকের মতো।
এমন অসম জীবন! তোমার প্রতিটি প্রশ্বাস কারো না কারো শরীরে গিয়ে গিয়ে ঠেকে।
এমন পরাধীন জীবন!
একটা দরজা। জানালার বাহিরের সমস্ত জগৎ আটকে আছে উঁচু দেওয়াল।
তুমি কি জানো, জানালায় বসে আকাশ দেখার সুখ?
বহুদিন আকাশ দেখনি। জ্যোৎস্নার চাঁদ।
নক্ষত্র। সুখতারা।
তুমি কি জানো এই বরষায় আকাশে মেঘের কতো রুপ?
জল মাখা বাতাস।
শিশিরের মতো দক্ষিণা বায়ু?
আমি জানি তোমার কত ইচ্ছে পাখিদের মতো উড়তে,
বুক ভরা অক্সিজেনের জন্য মাঝে মাঝে কি কাতর হয়ে যাও।
তোমার চোখের চারধার আদ্র হয়ে উঠে লবনাক্ত কান্নায়।
এমন একটা জীবন।
এমন একটা জীবনের গল্প এই শহরের কোন বই পুস্তকে নেই।
মানুষের মুখে নেই।
তুমি কিভাবে বাঁচো?

বিবাহ বিচ্ছেদ

শেখ সজীব আহমেদ

দিনে দিনে বেড়ে চলছে পরকীয়া খুব,
সুযোগ পেলেই দেয় অন্ধকারে ডুব।
যিনা-ব্যাভিচার কিন্তু ডেকে আনে ক্ষতি,
তবুও কেনো আসক্তি এসবের প্রতি?
বিবাহ বিচ্ছেদটাও হয়ে যায় শেষে,
চলছে এমন ঘটনা এই সারা দেশে।
সংসার ভাঙলে শয়তান কিন্তু খুশি হয়,
সংসার ভাঙা মোটেই ভালো কিছু নয়।

সুপ্রভাত সিডনি™
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney
Suprovat Sydney, December-2021, Volume-13, No-12 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au

Labor

A FAIR GO FOR AUSTRALIA

আপনার মূল্যবান ভোট লেবার পার্টিকে দিন

Vote for Labor

Labor পার্টিকে কিভাবে ভোট দিবেন

Please bring this with you on election day

Roselands Ward **Canterbury Bankstown**

আপনার সুবিধার্থে এ কাগজটি ভোটের দিন সাথে রাখুন

1

অনুগ্রহ করে লাইনের উপরে Group "C" Labor বক্সে নাম্বার 1 দিন।

অনুগ্রহ করে লাইনের নিচে কোন নাম্বার দিবেন না।

ভুল হলে অন্য ব্যালট পেপার সংগ্রহ করুন।

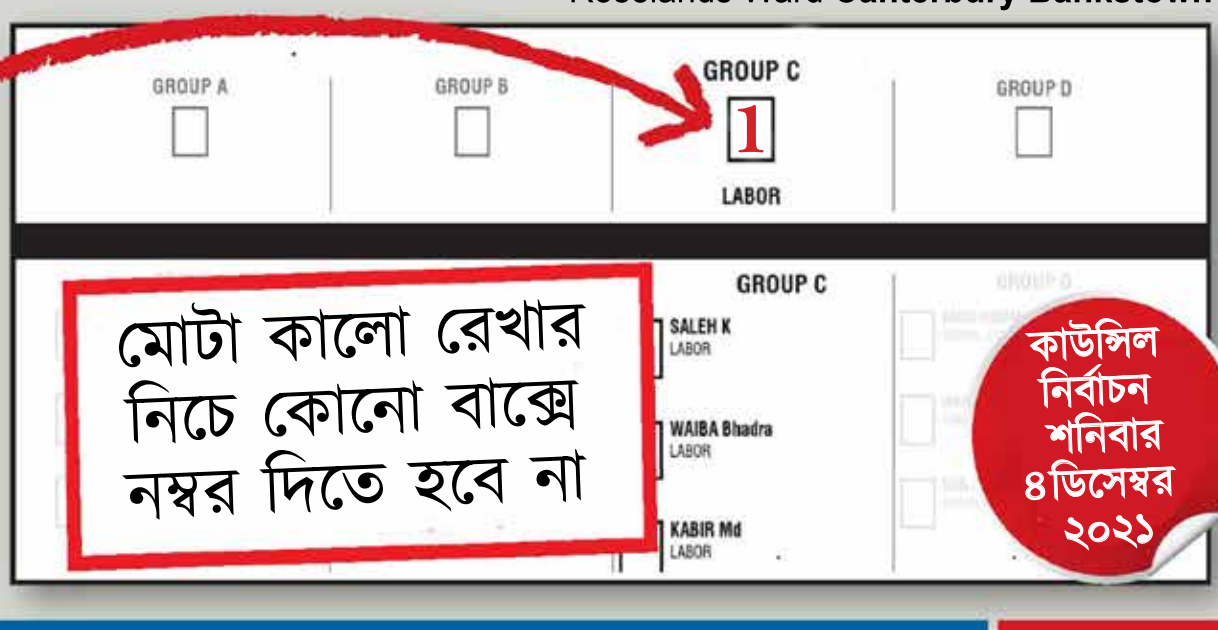

Suprovat Sydney Copy Right Protected

লেবার পার্টিকে ভোট 1 দিন মোটা কালো লাইনের উপরে "গ্রুপ সি" লেবেলযুক্ত বাক্সে

Labor

Authorised by Hady Saleh, 14 Viola Street, Punchbowl NSW 2196 - Printed by RM Gregory Promoprint 227-231 George River Road Croydon Park NSW 2133

HOW TO VOTE LABOR

Please bring this with you on election day

Roselands Ward **Canterbury Bankstown**

Put a number 1 in the box labelled 'GROUP C' above the thick black line.

If you make a mistake ask for another ballot paper.

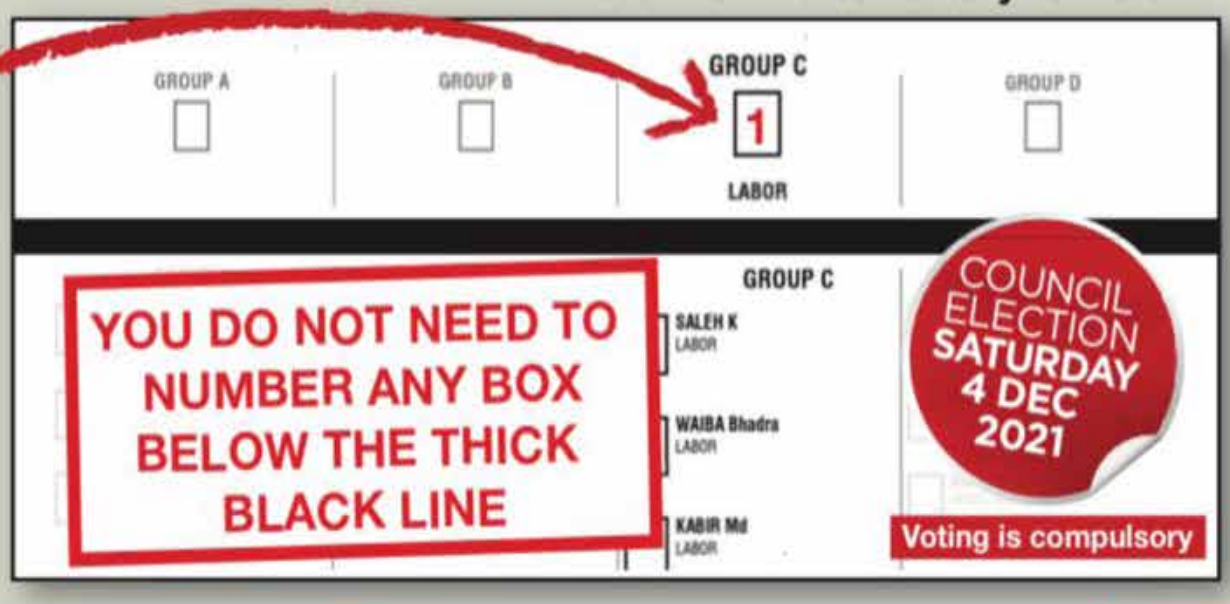

Vote 1 Labor Group C above the line

Labor

Authorised by Hady Saleh, 14 Viola Street, Punchbowl NSW 2196 - Printed by RM Gregory Promoprint 227-231 George River Road Croydon Park NSW 2133